

# মিশকাত শরীফ

## ॥ সপ্তম খণ্ড ॥

### প্রথম অধ্যায় ক্রীতদাস মুক্তির সওয়াব প্রথম পরিচ্ছেদ

দাসকে মুক্ত করলে দোষখ থেকে অব্যাহতি পাবে

হাদীস : ৩১২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান দাসকে দাসত্ব হতে মুক্ত করবে, প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তার প্রত্যেক অঙ্গকে দোষখের আগুন হতে মুক্তি দান করবেন। এমন কি, ঐ ব্যক্তির লজ্জাস্থানের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির লজ্জাস্থানও আগুন হতে মুক্তি পাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও জিহাদ করা সবচেয়ে উত্তম কাজ

হাদীস : ৩১২৪ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজ সব চাইতে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তার পথে জেহাদ করা। আবু যর (রা) বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কোন ধরনের ক্রীতদাসকে মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যার মূল্য অধিক এবং যে তার প্রভুর কাছে বেশি প্রিয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যদি আমি এইরূপ করতে সক্ষম না হই? তিনি বললেন, কোন কর্মজীবীকে সাহায্য করবে অথবা কোন অদক্ষ, নির্বোধ ব্যক্তির কার্য সমাধা করে দেবে। আমি পুনরায় জানতে চাইলাম, যদি আমি এই কাজও করতে সক্ষম না হই, তিনি বললেন তুমি কোন মানুষের ক্ষতি করবে না। কেননা, এটিও একটি সদকা, যা তুমি নিজের জন্য করতে পার। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে মসজিদ তৈরি করল সে বেহেশতে ঘর তৈরি করল

হাদীস : ৩১২৫ ॥ হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) হতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করল যে, সেখানে তার জন্য বেহেশতের মধ্যে একখানা ঘর নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি কোন একটি মুসলমান গোলামকে দাসত্ব হতে মুক্ত করবে, তার এ কাজ তার জন্য দোষখের আগুন হতে মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য হবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর থে জেহাদে ব্যস্ত থেকে বৃদ্ধ হয়েছে, তার এই বার্ধক্য তার জন্য কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল আলো রূপে পরিণত হবে। -(শরহে সুন্নাহ) ৫৫৮-৭২০

প্রাণী ও গোলাম মুক্তকারী বেহেশত পাবে

হাদীস : ৩১২৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেছেন, একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন একটি কাজ বলে দিন, যে কাজটি করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি। জবাবে তিনি বললেন, প্রশ্ন তো তুমি অল্প কথায় বলে ফেললে; কিন্তু তুমি অত্যন্ত ব্যাপক জানতে চেয়েছ। একটি প্রাণী আয়াদ করে দাও এবং একটি গোলাম মুক্ত করে দাও। লোকটি বলল, এ উভয়টি কী একই কাজ নয়? তিনি বললেন, না। কেননা, একটি প্রাণী আয়াদ করার মানে হল তুমি একাকী গোটা প্রাণীকে মুক্ত করে দেবে। আর একটি গোলাম মুক্ত করার অর্থ হল, তার মুক্তির মধ্যে কিছু মূল্য প্রদান করে সাহায্য করবে। প্রচুর দুধ প্রদানকারী জানোয়ার দান করা, এমন নিকটতম আত্মীয়ের প্রতি অনুগ্রহ করা, যে তোমার উপর অত্যাচারী। যদি তুমি এই সমস্ত কাজ করতে সক্ষম না হও, তা হলে ক্ষুধার্তকে আহার করাও এবং পিপাসার্তকে পান করাও। সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ কর। আর যদি তোমার দ্বারা এই কাজ করাও সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণমূলক কথা ছাড়া তোমার জিহ্বাকে বন্ধ রাখ।

-(বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## দাসত্ব মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করতে হয়

হাদীস : ৩১২৭ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন সুপারিশ করাটাই সবচাইতে উত্তম সাদকা, যেই সুপারিশের দরুন কোন লোক দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ করতে পারে।

হাদীস ৩১২৭

-(বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

## হত্যার পরিবর্তে গোলাম আযাদ করলে মুক্তি

হাদীস : ৩১২৮ ॥ হযরত গারীফ ইবনে দায়লামী বলেন, একবার আমরা হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমাদেরকে একন একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যার মধ্যে কম ও বেশি কিছুই যেন না হয়। এই কথা শুনে তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি কোরআন মজীদ পাঠ করে অথচ কোরআন পাক তার গৃহে ঝুলন্তাবস্থায় মগজুদ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও কম ও বেশি হয়ে যায়? তখন আমরা বললাম, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই যে, আপনি সরাসরি রাসূল (স) হতে যে হাদীসটি স্বয়ং শুনেছেন। এইবার তিনি বললেন, একদা আমরা আমাদের এমন এক সঙ্গীর ব্যাপারে রাসূল (স)-এর খেদমতে এলাম, যে ব্যক্তি অন্য কোন লোককে হত্যা করে নিজের জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে ফেলেছিল। তখন তিনি আমাদেরকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা ঐ লোকটির পক্ষ হতে একটি গোলাম আযাদ করে দাও, ফলে আল্লাহ পাক সেই আযাদকৃত গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তোমাদের ঐ লোকটির প্রতিটি অঙ্গকে দোযখের আগুন হতে মুক্ত করে দেবেন। -(আবু দাউদ ও নাসাই)। হাদীস ৩১২৮-৭৩২

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## অসুস্থ দাসমুক্ত ও আত্মীয় ক্রয়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## একব্যক্তি ছয়জন ক্রীতদাস মুক্ত করলেন

হাদীস : ৩১৩১ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার ছয়টি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিল, অথচ ঐগুলো ছাড়া তার অন্য কোন মাল সম্পদও ছিল না। পরে রাসূল (স) তাদেরকে ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। অতপর লটারির মাধ্যমে তাদের দুইজনকে মুক্ত করে দিলেন এবং চারজনকে গোলামই রেখে দিলেন। পরে তিন মুক্তিদানকারী লোকটিকে কঠোর বাক্যে ভৎসনা করলেন। এটি মুসলিম শরীফের রেওয়াত। আর ইমাম নাসাই উক্ত বর্ণনাকারী হতে কঠোর বাক্য বলার স্থলে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমি তার জানাযাই পড়ব না। আর আবু দাউদেয় রেওয়াতে আছে, তিনি বলেছেন, যদি আমি তার দাফনের পূর্বে সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে দিতাম না।

## যৌথ মালিকানাধীন দাস একজনে মূল্য পরিশোধ করতে পারে

হাদীস : ৩১২৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের মধ্যে নিজের মালিকানা অংশটুকু মুক্ত করল, যদি তার কাছে কোন ন্যায্যবান ব্যক্তির নিরূপিত মূল্য অনুযায়ী দাসটির পুরা মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে, তখন সে অন্যান্য অংশীদারকে তাদের স্ব স্ব অংশের মূল্য পরিশোধ করে দাসটিকে মুক্ত করে দেবে, অন্যথায় সে যতটুকু অংশ মুক্ত করেছে কেবল ততটুকু অংশই মুক্ত বলে গণ্য হবে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

## ক্রীতদাসের অংশ ছেড়ে দেয়া সওয়াব

হাদীস : ৩১৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেউ যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের মধ্যে নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় এবং তার কাছে মাল সম্পদও আছে, তখন তার পক্ষ হতে ক্রীতদাসটি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তার কাছে অর্থ সম্পদ না থাকে, তখন গোলামটিকে তার সাধ্য পরিমাণে শ্রমে খাটান হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### পিতা যদি দাসত্বে থাকে সন্তান মুক্ত করতে পারে

হাদীস : ৩১৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন সন্তান তার পিতার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না, তবে যদি তার পিতা কারও দাসত্বে আবদ্ধ থাকে, তার সন্তান তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয়। -(মুসলিম)

### একটি দাসের মূল্য আটশত দেবহাম

হাদীস : ৩১৩৩ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, এক আনসারী তার একটি ক্রীতদাসকে মোদাববারে পরিণত করলেন, অথচ ঐ একটি দাস ছাড়া অন্য কোন মাল সম্পদ তার ছিল না। রে রাসূল (স)-এর কাছে সংবাদ পৌছালে তিনি বললেন, আমার কাছে হতে কে এই গোলামটি খরিত করতে ইচ্ছুক? তখন নোআইম ইবনে নাহহাম আটশত দেবহামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করে নিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক রেওয়াতের মধ্যে আছে নোআইম ইবনে আবদুল্লাহ আল আদভী আট শত দেবহামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করলেন এবং দেবহামগুলো এনে রাসূল (স)-এর খেদমতে পেশ করলেন। অতপর তিনি তাকে দেবহামগুলো প্রদান করে বললেন, যাও, এই গুলো প্রথমে নিজের প্রয়োজনে খরচ কর, যদি এর পর কিছু অবশিষ্ট থাকে তা পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর। তারপরেও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা তোমার নিকটতম আত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর। এর পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, উহা এইভাবে এইভাবে খরচ কর অর্থাৎ, তোমার সম্মুখে, ডানে ও বামের লোকদের জন্য খরচ কর।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### ক্রম সূত্রে কোন মাহরামের মালিক হলে সে মুক্ত

হাদীস : ৩১৩৪ ॥ হযরত হাসান সামুরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মাহরামের মালিক হয় তখন সঙ্গে সঙ্গেই সে ব্যক্তি আযাদ হয়ে যাবে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

#### মালিকের মৃত্যুতে দাসী মুক্ত হন

হাদীস : ৩১৩৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঔরসে তার দাসীর সন্তান জন্মাল, সেই ব্যক্তির পরলোকগমনে অথবা পরে উক্ত দাসীটি আযাদ হয়ে যাবে। -(দারেমী) ১৫২৬-৭২৬

#### দাসী ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে

হাদীস : ৩১৩৬ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) ও হযরত আবু বকর (রা)-এর যমানায় আমরা উম্মুল ওয়ালাদ ক্রয়-বিক্রয় করেছি। কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমলে তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করেছেন। ফলে আমরা এটা থেকে বিরত রয়েছি। -(আবু দাউদ)

#### গোলামের কাছে নিজের সম্পদ থাকলে সে পাবে

হাদীস : ৩১৩৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে মুক্ত করে এবং যদি সেই গোলামের কাছে নিজের কিছু মাল সম্পদও থাকে, তবে মালিক নিজেই ঐ সম্পদের অধিকারী হবে। অবশ্য যদি মুক্তিদানকারী প্রভু সেই মাল গোলামে পাবে বলে উল্লেখ করে, তা হলে গোলামই পাবে।

-(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

#### গোলামের অংশ হিসাবে মুক্ত হয় না

হাদীস : ৩১৩৮ ॥ আবুল মালীহ তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, একবার এক ব্যক্তি তার একটি গোলামের কিছু অংশ আযাদ করে দিল। পরে ব্যাপারটি রাসূল (স)-কে জানান হল, তিনি বললেন, আত্মার কোন অংশীদার নেই। এই বলে তিনি সম্পূর্ণ গোলামটি মুক্ত হয়েছে বলে রায় দিলেন। -(আবু দাউদ)

#### একজন দাসকে স্বাধীন করার পরেও রাসূল (স)-এর কাছে রইল

হাদীস : ৩১৩৯ ॥ হযরত সফীনা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উম্মে সালামার মালিকানাধীন ক্রীতদাস ছিলাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে এই শর্তে আযাদ করব যে, তুমি যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন রাসূল (স)-এর খেদমত করবে। তখন আমি বললাম, এই শর্ত আরোপের আদৌ প্রয়োজন নেই। আপনি এই শর্ত আরোপ না করলেও আমি যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন রাসূল (স)-এর সাহচর্য হতে বিচ্ছিন্ন থাকব না। অতপর তিনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন এবং রাসূল (স)-এর খেদমত করার শর্তটি আমার উপর আরোপ করলেন।

-(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### দশ উকিয়া বাকী থাকলেও ক্রীতদাস মুক্ত হবে না

হাদীস : ৩১৪০ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসের সাথে একশত উকিয়ায় মুক্তিপণ সম্পাদন করেছে, এর পর সে তা আদায় করল কিন্তু মাত্র দশ উকিয়া অথবা বলেছেন, দশ দীনার বাকী রইল যা আদায় করতে অক্ষমতা প্রকাশ করল, তবে যে ক্রীতদাসই বহাল থাকবে। - (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

### ক্রীতদাস মুক্তির পরিমাণে সম্পদের মালিক হয়

হাদীস : ৩১৪১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন মোকাতেব দিয়ত কিংবা মীরাস এর অধিকারী হয়, তবে যেই পরিমাণ মুক্ত হয়েছে সেই অনুপাতে তার মীরাস কার্যকরী হবে। এই হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছে, তবে তিরমিযীর অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, মোকাতেবের দিয়ত তার পরিশোধকৃত অংশ পরিমাণ স্বাধীন লোকের দিয়ত হিসাবে এবং অবশিষ্ট অংশের দিয়ত ক্রীতদাস হিসাবে আদায় করতে হবে। কিন্তু তিরমিযী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

### এক দেরহাম বাকী থাকলেও সে আজাদ নয়

হাদীস : ৩১৪২ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে, রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মোকাতেব সেই পর্যন্ত গোলামই থাকবে যেই পর্যন্ত তার উপর শর্তকৃত এক দেরহাম মুদ্রা অবশিষ্ট থাকবে। - (আবু দাউদ)

### গোলামকে মুক্ত করার মত অর্থ থাকলে পর্দা করতে হবে

হাদীস : ৩১৪৩ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কাহারও মোকাতেব গোলামের কাছে চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করা পরিমাণ সম্পদ থাকে, তখন তার থেকে অবশ্যই পর্দা করবে।

যঈফ - ৫৭২৪

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### হযরত আয়েশা (রা) অনেক গোলাম আযাদ করেছেন

হাদীস : ৩১৪৪ ॥ হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ ইন্তিকাল করলেন। অতপর তার ভগ্নী আয়েশা (রা) তাঁর পক্ষ হতে অনেকগুলো গোলাম আযাদ করেছেন।

-(মালিক)

#### ক্রীতদাস ক্রয়ের সময় তার সম্পদের লাভের কথা বলতে হয়

হাদীস : ৩১৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্রীতদাস খরিদ করার সময় নিজের জন্য তার মাল সম্পদের শর্ত আরোপ করে নি, তখন উক্ত ক্রেতা সেই গোলামের সম্পদ হতে কিছুই পাবে না। - (দারেমী)

#### মাতার পক্ষ থেকে সন্তান গোলাম আযাদ করতে পারে

হাদীস : ৩১৪৬ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু আমরা আনসারী বলেন, তার মাতা একটি গোলাম আযাদ করার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু তিনি উক্ত কাজটি সম্পাদন করতে ভোর পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। ইত্যবসরে রাতেই তিনি ইন্তিকাল করলেন। আবদুর রহমান বলেন, পরে আমি কাসেম ইবনে মুহম্মদকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা, এখন যদি আমি আমার মাতার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ করি, তবে তার কোন উপকার হবে কিনা? প্রত্যুত্তরে প্রমাণস্বরূপ কাসেম বললেন, একদা হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, আমার আত্মা মারা গেছেন। সুতরাং এখন যদি আমি তার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ করি, তবে উহার সওয়াব তিনি পাবেন কিনা? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। তিনি এর সওয়াব পাবেন। - (মালিক)

## তৃতীয় অধ্যায়

### শপথ ও মান্নাত পর্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তর পরিবর্তনকারী প্রভুর শপথ করতে হয়

হাদীস : ৩১৪৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) অধিকাংশ ‘মুকান্নিবুল কুলুব’ বাক্য দ্বারা শপথ করতেন। অর্থ, অন্তর পরিবর্তনকারী প্রভুর নামেই শপথ। –(বোখারী)

বাপ-দাদার নামে শপথ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩১৪৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) বলেছেন; অবশ্যই আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেন। অতএব, যদি কারও শপথ করতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নামেই শপথ করে অথবা যেন নীরব থাকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিমার নামে শপথ করা হারাম

হাদীস : ৩১৪৯ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা প্রতিমার নামে এবং তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করিও না। –(মুসলিম)

সঙ্গীকে জুয়ার আহ্বান করলে সদকা দিতে হয়

হাদীস : ৩১৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কসমের মধ্যে ‘লাত ও ওযযার’ নাম উচ্চারণ করে, তার উচিত সে যেন সঙ্গে সঙ্গেই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে। আর যদি কেহ তার সঙ্গী-সাথীকে আহ্বান করে বলে, এই দিকে আস, আমরা জুয়া খেলব, তবে তারও উচিত সেও যেন অবশ্যই সদকা করে। –(বোখারী ও মুসলিম)

সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা জায়েয নেই

হাদীস : ৩১৫১ ॥ হযরত সাবেত ইবনে যাহহাক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করল, সে যেকোন বলেছে তদ্রূপই হল। কোন আদম সন্তান যেই জিনিসের মালিক নহে, এমন জিনিসের মান্নাত করলে তা কিছুই হয়নি। যে ব্যক্তি কোন অস্ত্র দ্বারা দুনিয়াতে আত্মহত্যা করল, কিয়ামতের দিন তাকে উক্ত অস্ত্র দ্বারাই শাস্তি দেওয়া হবে। কোন মুমিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করারই নামান্তর। আর কোন মুমিনকে কাকের বলে অপবাদ দেওয়া তাকে হত্যা করার শামিল। আর যে ব্যক্তি মাল-সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মিথ্যা দাবী করে, আল্লাহ পাক তার সম্পদ বৃদ্ধির পরিবর্তে আরও কমিয়ে দেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

কসমের বিপরীত করলে কাফফারা আদায় করতে হয়

হাদীস : ৩১৫২ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি যখন কসম করব এবং পরে উহার বিপরীত জিনিসকে উত্তম বলে মনে করব, তখন ইনশাআল্লাহ আমি আমার কসমের কাফফারা আদায় করে দেব এবং যেই কাজটি উত্তম তাই করব। –(বোখারী ও মুসলিম)

নেতৃত্ব চেয়ে নিলে সে অযোগ্য বলে বিবেচিত

হাদীস : ৩১৫৩ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! নেতৃত্ব চেয়ে নিওনা। কেননা, যদি তোমাকে তা চাওয়ার ফলে দেওয়া হয়, তা হলে তোমার উপর তা ন্যস্ত করা হবে। আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ছাড়া দেওয়া হয়, তা হলে সেই দায়িত্ব পালনে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি তুমি কখনো কোন শপথ কর এবং পরে তার বিপরীত কারাটাকে উত্তম মনে কর, তখন তার কাফফারা আদায় করবে এবং সেই উত্তম কাজটি বাস্তবে পরিণত করে ফেলবে। অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, প্রথমে সেই উত্তম কাজটি করে ফেল এবং পরে তোমার কসমের কাফফারা আদায় করে দাও। –(বোখারী ও মুসলিম)

### শপথ করার পর ভুল করলে কাফফারা দিতে হয়

হাদীস : ৩১৫৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি শপথ করার পর তার বিপরীতকে এর চাইতে উত্তম মনে করে, তখন তার উচিত, সে যেন অবশ্যই তার কসমের কাফফারা আদায় করে এবং সেই উত্তম কাজটি করে ফেলে। -(মুসলিম)

### কসমের কাফফারা আদায় করতে হয়

হাদীস : ৩১৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কসম! যদি তোমাদের কেহ পরিবার-পরিজন সম্পর্কে শপথ করে এবং সে কসমের কাফফারা আদায় করবার পরিবর্তে যা আল্লাহ ফরয করেছেন, নিজের কসমের উপর অটল থাকে, তা হলে সে আল্লাহর কাছে অধিক গুনাহগার হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সত্যতা প্রমাণের জন্য শপথ করতে হয়

হাদীস : ৩১৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমার কসম ঐ অর্থেই গণ্য হবে, যেই অর্থে তোমার প্রতিপক্ষ তোমার সত্যতা প্রমাণ করতে চায়। -(মুসলিম)

### শপথকারী উদ্দেশ্যের উপর প্রযোজ্য হবে

হাদীস : ৩১৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শপথ প্রদানকারীর নিয়ত বা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই শপথ প্রযোজ্য হবে। -(মুসলিম)

### অনর্থক কসমের জন্য আল্লাহ প্রায়শ্চিত্ত করবেন না

হাদীস : ৩১৫৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর কলাম “আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের লাঘব কসমের দরুণ পাকড়াও করবেন না।”- এই আয়াতটি কোন ব্যক্তির ‘লা ওয়াত্বাহে’ এবং ‘বাল্লা ওয়াত্বাহে’ ধরনের উক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এটি বোখারীর রেওয়াত আর শরহে সুন্নাহ কিতাবের মধ্যে মাসাবীহ গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি দিয়া বলা হয়েছে যে, কেউ কেউ এই হাদীসটি হযরত আয়েশা হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### নিশ্চিত না হয়ে আল্লাহর নামে শপথ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩১৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা, মা এবং দেবতা প্রতিমাদের নামে শপথ করিও না। আর আল্লাহর নামেও শপথ করিও না যতক্ষণ না তোমরা তাতে নিশ্চিত হও। -(আবু দাউদ ও নাসাই)

#### গায়রুল্লাহর নামে শপথ করলে শেরেক করা হয়

হাদীস : ৩১৬০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে শপথ করল, যে শিরক করল। -(তিরমিযী)

#### আমানত শব্দের দ্বারা শপথ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩১৬১ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমানত শব্দের দ্বারা শপথ করল, সে আমাদের দলভুক্ত নহে। -(আবু দাউদ)

#### আমি ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন একথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ৩১৬২ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলল, আমি ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহা হলে সে যেরূপ বলেছে তাই হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবুও সে অক্লান্ত অবস্থায় ইসলামের দিকে ফিরে আসতে পারবে না। -(আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)

#### শপথ করা যায় যে শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ

হাদীস : ৩১৬৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কসমকে আরও দৃঢ় করতে চাইতেন, তখন তিনি বলতেন। অর্থ : এইরূপ নয়, সেই সত্তার কসম যার হাতে রয়েছে আবুল কাসেমের প্রাণ। -(আবু দাউদ)

#### শপথ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়

হাদীস : ৩১৬৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন শপথ করতেন, তখন তিনি বলতেন, এটা নয় এবং আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেছি। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)



## কসম করে ইনশাআল্লাহ বললে বিপরীত কাজ করলেও গোনাহগার হবে না

হাদীস : ৩১৬৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণি, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম করার সঙ্গে সঙ্গেই ইশাআল্লাহ বলল, সে উক্ত কসমের বিপরীত কাজ করলে গোনাহগার হবে না। তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। তবে তিরমিযী বলেছেন, ওলামাদের এক জামাআত হাদীসটিকে ইবনে ওমর (রা)-এর উপর মওকুফ করেছেন। অর্থাৎ রাসূল (স) পর্যন্ত হাদীসটি পৌঁছায় নাই।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### প্রয়োজনে কসম ভঙ্গ করলে কাফফারা আদায় করতে হয়

হাদীস : ৩১৬৬ ॥ হযরত আবদুল আহওয়াস আওফ ইবনে মালিক তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রয়োজনবশত আমার চাচাত ভাইয়ের কাছে যেয়ে কিছু সাহায্য চাইলাম, কিন্তু সে আমাকে কিছুই দেয়নি এবং আমার সাথে ভাল ব্যবহারও দেখায়নি। অতপর এক সময় সে অভাবে পড়ে আমার কাছে ধর্ণা দিল এবং কিছু সাহায্য চাইল, অথচ আমি এই শপথ করে ফেলেছিলাম যে, তাকে কিছুই দেব না এবং তার সাথে সন্যবহারও করব না। সুতরাং এখন আমি কি করব, আপনি আমাকে সেই আদেশ করুন। তখন তিনি আমাকে এই আদেশে করলেন যে, আমি যেন সেই কাজটিই করি যা উত্তম। আর পরে আমার কসমের কাফফারা আদায় করে দিই।

—(নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)।

আর অপর এক রেওয়াজতে আছে, মালিক বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাচাত ভাই এক সময় আমার কাছে এসে কিছু সাহায্য কামনা করল, তখন আমি শপথ করলাম যে, তাকে কিছুই দেব না এবং তার সাথে ভাল ব্যবহারও দেখাব না। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি তোমার কসমের কাফফারা আদায় করে দাও।

## চতুর্থ অধ্যায়

### মান্নত করা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### মান্নত তকদীর পরিবর্তন করে না

হাদীস : ৩১৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা মান্নত করো না। কেননা, মান্নত তাকদীরের কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না। অবশ্য এর দ্বারা কৃপণের কিছু ব্যয় হয় মাত্র।

—(বোখারী ও মুসলিম)

#### আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করলে তা অবশ্যই করতে হবে

হাদীস : ৩১৬৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করে, সে যেন অবশ্যই তা করে। আর যে ব্যক্তি তার নাক্ষরমানী করার মান্নত করে, সে যেন তা না করে। —(বোখারী)

#### গুনাহের কাজের মান্নত পূরা করবে না

হাদীস : ৩১৬৯ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গুনাহ হয় এমন কাজের মান্নত পূরা করতে নেই এবং বান্দা যে জিনিসের মালিক নহে, এমন জিনিসের মান্নত করলে তাও পূরণ করতে হয় না।

—(মুসলিম)

ফর এক রেওয়াজে আছে, আল্লাহর নাক্ষরমানী হয় এমন কাজে মান্নত প্রযোজ্য হয় না।

#### মান্নতেরও কাফফারা দিতে হয়

হাদীস : ৩১৭০ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মান্নতের কাফফারা কসমের কাফফারার মতই। —(মুসলিম)

#### অনর্থক কসম ভঙ্গ করা যায়

হাদীস : ৩১৭১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (স) ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় লক্ষ্য করলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? তারা বলল, আবু ইসরাঈল। সে মান্নত করেছে যে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং বসবে না। আর ছায়া গ্রহণ করবে না ও কথাবার্তা বলবে না এবং রোযা রাখবে না। রাসূল (স) বললেন, তোমরা তাকে বলে দাও, সে যেন অবশ্যই কর্ণাবার্তা বলে, ছায়া গ্রহণ করে এবং বসে। আর রোযাটি পূরা করে। —(বোখারী)

### যে মান্নত কষ্ট হয় আল্লাহ তা পছন্দ করেন না

হাদীস : ৩১৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই পুত্রের কাঁধের উপর ভর করে চলছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটির কি হয়েছে? লোকেরা বলল, সে মান্নত করেছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবে। এই কথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ পাকের আদৌ প্রয়োজন নেই যে, এই ব্যক্তি তার নিজের প্রাণকে কষ্ট দিক। অতপর তিনি তাকে সওয়ারীতে আরোহণ করবার জন্য নির্দেশ করলেন।

—(বোখারী ও মুসলিম)

আর আবু হুরায়রা (রা) হতে মুসলিমের এক রেওয়াতে আছে, তিনি লোকটিকে সম্বোধন করে বললেন, হে বৃদ্ধ! তুমি সওয়ারীতে আরোহ কর। কেননা আল্লাহ তোমার নিজের এবং তোমার মান্নতের মুখাপেক্ষী নন।

### পিতা-মাতার মান্নত সন্তান আদায় করতে পারে

হাদীস : ৩১৭৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (র) হতে বর্ণিত, সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) রাসূল (স) হতে এই ফতোয়া চাইলেন যে, তার মায়ের উপর একটি মান্নত ছিল। কিন্তু তা পূরা করবার আগেই তিনি মারা গেছেন। তিনি উত্তরে বললেন, তার পক্ষ হতে তুমি তা আদায় করবে। —(বোখারী ও মুসলিম)

### সমস্ত সম্পদ সদকা করা উচিত নয়

হাদীস : ৩১৭৪ ॥ হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আমার তওবার মধ্যে এটাও রয়েছে যে, আমি আমার সম্পদ হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে পড়ব, যা আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে। তখন রাসূল (স) বললেন, সম্পদের কিছু অংশ তুমি নিজের জন্য রেখে দাও; তাই হবে তোমার জন্য উত্তম। তখন আমি বললাম, তা হলে আমি আমার খায়বরের অংশটি নিজের জন্য রেখে দেব।

—(বোখারী ও মুসলিম। অবশ্য এ হাদীসটি বিস্তৃত লম্বা একটি হাদীসের কিছু অংশ বিশেষ।)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### গুনাহের কাজে মান্নত করবে না

হাদীস : ৩১৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, গুনাহের কাজে মান্নত নেই আর তার কাফফারা হল কসমের কাফফারার ন্যায়। —(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

#### অনির্দিষ্ট জিনিসের মান্নত করলে কাফফারা দিতে হবে

হাদীস : ৩১৭৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনির্দিষ্ট জিনিসের মান্নত করল, উহার কাফফারা আদায় করতে হবে কসমের কাফফারার মত। আর যে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজের মান্নত করল, উহার কাফফারাও কসমের কাফফারার মত। আর যদি কেহ এমন কাজের মান্নত করল, যা পূরা করা তার সাধ্যের বাইরে, উহার কাফফারাও কসমের কাফফারার ন্যায়। আর যে কেহ এমন জিনিসের মান্নত করল, যা পূরো করা তার সাধ্যের ভিতরে, তখন সে যেন অবশ্যই তা পূরা করে। —(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) ৫২৬৭৩

#### আল্লাহর নাকরমানীর কাজে মান্নত করবে না

হাদীস : ৩১৭৭ ॥ হযরত সাবেত ইবনে যাহহাক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর সময় মান্নত করল যে, সে বুওয়ানাহ নামক স্থানে একটি উট যবাহ করবে এবং সে রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে তা জানাল। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, জাহেলিয়াতের যুগে কি সেই জায়গায় প্রতিমা দেবতার পূজা অর্চনা করা হত? সাহাবীরা বললেন, না। এইবারে তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন, তবে কি সেই যুগে সেখানে তাদের মেলা পর্ব বসত? সাহাবীরা বললেন, না। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার মান্নত পূরা কর। তবে স্মরণ রেখ, যে কাজে আল্লাহর নাকরমানী হয় এমন মান্নত পূরা করতে নেই এবং আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয়, সেই জিনিসের মান্নত করলে তা পূরা করতে হয় না।

—(আবু দাউদ)

#### রাসূল (স) মান্নত পূরো করার আদেশ দিলেন

হাদীস : ৩১৭৮ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, একদা এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মান্নত করেছি যে, আমি আপনার সম্মুখে 'দফ' বাজাব। জওয়াবে তিনি বললেন, তোমার মান্নত পূরা কর। এটা আবু দাউদের রেওয়াত। অবশ্য 'রাযীন' পরের কথাগুলো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। মহিলাটি বলল, আমি অমুক অমুক জায়গায় একটি জানোয়ার জবাই করার মান্নত করেছি। কিন্তু তা এমন একটি জায়গা যেখানে জাহেলী যুগের লোকেরা পশু জবাই করত। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেইখানে এমন কোন



দেব-দেবী ছিল কি, জাহেলী যুগে যেগুলোর এবাদত তারা করত? মহিলাটি বলল, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, সেইখানে তাদের কোন প্রকারে মেলা বা আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হত কি? মহিলাটি বলল, না। তখন তিনি বললেন, তবে তোমার মান্নত পুরো কর।

### এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করা যায়

হাদীস : ৩১৭৯ ॥ হযরত আবু লুবা'বা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার পরিপূর্ণ তওবা এটা ই হবে যে, আমি আমার খাদ্দানী ঘরখানা পরিত্যাগ করব, যে ঘরে থেকে আমি এই বিরাট পাপে লিপ্ত হয়েছি এবং আমি সদকারূপ আমার সমস্ত মাল-সম্পদ বর্জন করে ফেলব। উত্তরে তিনি বলেন, তোমার পক্ষ হতে এক-তৃতীয়াংশ যথেষ্ট। -(রাযীন)

### শপথ ভঙের নির্দেশ দিলেন

হাদীস : ৩১৮০ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই মান্নত করেছি, যদি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ পাক আপনাকে মক্কা বিজয়ী করেন, তা হলে আমি বায়তুল মোকাদ্দাসে দুই রাকআত নামায পড়ব। তিনি বললেন, এই জায়গায় নামায পড়ে নাও। লোকটি আবারও তার কথাটি পুনরাবৃত্তি করল। তিনি আবার বললেন, এই জায়গায় নামায পড়ে নাও। লোকটি আবার তৃতীয়বার কথাটি পুনরাবৃত্তি করল। এবার তিনি একটু রাগের সাথে বললেন, তোমার মনে যা চায় তা-ই কর। -(আবু দাউদ ও দারেমী)

### পায়ে হেঁটে হজ্জ করার শপথের কাফফারা দিতে হল

হাদীস : ৩১৮১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, ওকবা ইবনে আমের (রা)-এর ভগ্নী মান্নত করল যে, সে পায়ে হেঁটে হজ্জ করবে, অথচ তার সেই শক্তি-সামর্থ্য নেই। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার ভগ্নী হেঁটে যাক, আল্লাহ পাক এর মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং সে যেন সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে যায় এবং একটি কুরবানী করে। এটি আবু দাউদ ও দারেমীর রেওয়াতে, অবশ্য আবু দাউদের অন্য একটি রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) উক্ত মহিলাকে সওয়ার হয়ে যাওয়ার এবং পরে একটি কুরবানী আদায় করার জন্য আদেশ করলেন। আবু দাউদের অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমার ভগ্নীর এই কষ্টের জন্য আল্লাহ কোন সওয়াব দান করবেন না। সুতরাং সে যেন সওয়ার হয়ে হজ্জ করে এবং তার কসমের কাফফারা আদায় করে।

### একজন মান্নত করল খালি পায়ে এবং খোলা মাথায় হজ্জ করবে

হাদীস : ৩১৮২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক বলেন, ওকবা ইবনে আমের (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তার ভগ্নী এই মান্নত করেছে যে, সে খালি পায়ে এবং খোলা মাথায় হজ্জ করবে। তখন তিনি বললেন, তাকে বল সে যেন মাথা ঢেকে নেয় ও সওয়ার হয়ে হজ্জ আদায় করে এবং পরে তিনটি রোযা রাখে। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) ১১৫০-৭১৫

### আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে কসম পুরো করবে না

হাদীস : ৩১৮৩ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) হতে বর্ণিত, আনসারী দুই ভাই মীরাস পাওয়ার অধিকারী হল। পরে তাদের একজন অপরজনের উক্ত মীরাসী সম্পদটি বন্টন করে দেওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করল। এতে অপরজন রাগান্বিত হয়ে বলল, যদি তুমি পুনরায় আমার কাছে উক্ত মাল বন্টনের প্রশ্ন তোল, তা হলে আমার সমস্ত মাল কা'বা শরিফের জন্য উৎসর্গ করব। এতে হযরত ওমর (রা) বললেন, কা'বা শরিফ তোমার মালের জন্য মুখাপেক্ষী নহে। সুতরাং তুমি তোমার কসমের কাফফারা আদায় করে দাও এবং তোমার ভাইয়ের সাথে নিষ্পত্তির কথাবার্তা বল। কেননা, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমার কসম এবং মান্নত পুরা করতে নেই আল্লাহর নাফরমানীর কাজে, আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে এবং এমন জিনিসের বেলায় যার তুমি মালিক নও। -(আবু দাউদ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১১৫০-৭১৬

### নেক কাজের মান্নত আল্লাহর ওয়াস্তে হয়

হাদীস : ৩১৮৪ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হসাইন (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মান্নত হল দুই প্রকারের। সুতরাং যে কেউ নেক কাজের মান্নত করল, তা আল্লাহর ওয়াস্তে হবে। অতএব, তা পুরা করবে। আর যে কেউ নাফরমানীর জন্য মান্নত করল, উহা হয় শয়তানের জন্য। সুতরাং তা পুরো করতে নেই; বরং কসম ভাঙলে যেইরূপ কাফফারা দিতে হয় অনুরূপ কাফফারা দিতে হবে। -(নাসাঈ)

### মান্নতের কাফফারা একটি দুধা কোরবানী দেওয়া

হাদীস : ৩১৮৫ ॥ হযরত মুহম্মদ ইবনে মুনতাশির (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মান্নত করল, যদি আল্লাহ পাক তাকে দুশমন হতে রক্ষা করেন তা হলে সে নিজেকে কুরবান করে দেবে। এই ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মাসরুককে জিজ্ঞেস কর। সুতরাং লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি নিজেকে কোরবানী করিও না। কেননা, যদি তুমি মুমিন নাও তা হলে তুমি একটি মুমিন জানকে হত্যা করলে। আর যদি তুমি কাফের হও তা হলে তাড়াতাড়ি নিজেকে জাহান্নামে পৌঁছে দিলে। অতএব, তুমি একটি দুধা খরিদ করে লও এবং মিসকিনদের জন্য জবাই করে দাও। নিশ্চয়ই হযরত ইসহাক (আ) তোমার চাইতে অনেক উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন, অথচ এতদসত্ত্বেও তার বিনিময়ে একটি দুধাই কোরবানী করা হয়েছে। ইহার পর ঐ লোকটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে এই কথাটি জানালে তিনি বললেন, আমিও অনুরূপ ফতোয়া প্রদান করতে ইচ্ছা করলাম। -(রাযীন)

## পঞ্চম অধ্যায়

### কেসাস পর্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### কিয়ামতের দিন রক্তপাতের বিচার আগে হবে

হাদীস : ৩১৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা হবে তা হবে রক্তপাত সম্পর্কিত। -(মোত্তাঃ)

#### মুসলমানকে হত্যার বিধান নেই

হাদীস : ৩১৮৭ ॥ হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি কোন কাফেরের মুখোমুখি হই, আর আমরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং সে তরবারি দ্বারা আমার হাতে আঘাত করে এবং হাত কেটে ফেলে, ইহার পর সে আমার কাছে হতে দূরে সরে কোন গাছের আড়ালে আশ্রয় নেয় এবং বলে ওঠে, আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আরেক রেওয়াতে আছে, যখন আমি তাকে হত্যার করার জন্য উদ্যত হই, তখন সে বলে উঠল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। সুতরাং এই কথা বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি? তিনি বললেন, তখন তুমি তাকে হত্যা করিও না। মেকদাদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! সে তো আমার একটি হাত কেটে ফেলেছে। ইহার পরও রাসূল (স) বললেন, তাকে হত্যা করিও না। কেননা, যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তা হলে হত্যা করার পূর্বে তুমি যেই অবস্থায় ছিলে সে অবস্থায় হবে এবং তুমি সেই অবস্থায় হবে যেই অবস্থায় সে ঐ বাক্য উচ্চারণ করবার পূর্বে ছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### তিনটি কালে রক্ত হালাল নয়

হাদীস : ৩১৮৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যেই মুমিন বান্দা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তার রক্ত তিনটি কারণ ছাড়া হালাল নহে। (১) জানের বদলে জান কতল করা। (২) বিবাহিত ব্যক্তিচারীকে হত্যা করা এবং (৩) ধীন ইসলাম ত্যাগকারী, যে মুসলিম জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাকে কতল করা হালাল। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### মুমিন তার ধীনের ব্যাপারে প্রশান্ত থাকে

হাদীস : ৩১৮৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একজন প্রকৃত মুমিন তার ধীনের ব্যাপারে পূর্ণ প্রশান্ত থাকে, যে পর্যন্ত সে অবৈধ হত্যায় লিপ্ত না হয়। -(বোখারী)

#### টীকা

হাদীস নং : ৩১৮৮ ॥ কোন বিবাহিত মুসলমান নর-নারী সম্পর্কে সাক্ষী প্রমাণের ফলে জিনা প্রমাণিত হলে ইসলামে তার শাস্তি হল রজম কার্যে করা অর্থাৎ, পাথর বা কংকর মেরে তাকে হত্যা করা। আর যদি কেউ মুরতাদ হয়ে যায়, তবে প্রথমে তাকে কয়েদ করে তার কী সন্দেহ বা অভিযোগ আছে তা দূর করতে হবে এবং এ জন্য এক সপ্তাহ সময় পরীক্ষা করা যাবে। যদি সে এর পরও আকীদায় বহাল থাকে, তখন তাকে হত্যা করতে হবে।

### কালেমা পড়ার পর হত্যা করা যাবে না

হাদীস : ৩১৯০ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। অতপর যখন আমি তাদের এক ব্যক্তির সম্মুখীন হয়ে তরবারি দ্বারা আঘাত করতে উদ্যত হলাম, তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করে বসল। কিন্তু আমি তাকে আঘাত করলাম এবং তাকে হত্যা করে ফেললাম। পরে আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে উক্ত ঘটনাটি জানালাম। রাসূল (স) আমার কথা শুনে বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করার পরই কি তুমি তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (স)। সে নিজের জান বাঁচাবার জন্য, ঐরূপ বলেছে। তখন তিনি বললেন, তুমি তার অন্তর চিরিয়া দেখলে না কেন? -বোখারী ও মুসলিম অন্য এক রেওয়াজে জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) উসামাকে লক্ষ্য করে বললেন, কিয়ামতের দিন যখন কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমার কাছে আসবে, তখন তোমার কী উপায় হবে? এই কথাটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। - (মুসলিম)

### কোন মুজাহিদকে হত্যা করলে দোষখী

হাদীস : ৩১৯১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কেহ কোন মুজাহিদকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের দ্বার পর্যন্ত পাবে না। যদিও উহার সুগন্ধি চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়। - (বোখারী)

### আত্মহত্যা করা মহাপাপ

হাদীস : ৩১৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (র) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের উপর হতে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করেছে, সে জাহান্নামের মধ্যে হামেশা ঐরূপভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে, সেও জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ঐরূপভাবে নিজ হাতে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে, সে ব্যক্তির হাতে ঐ ধারাল অস্ত্র থাকবে, যা দ্বারা সে জাহান্নামের মধ্যে সর্বদাই নিজের পেটকে ফুঁড়তে থাকবে। - (বোখারী ও মুসলিম)

### ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলে দোষখে তাই করবে

হাদীস : ৩১৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করে, দোষখেও সে অনুরূপভাবে নিজ হাতে ফাঁসির শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর যে বর্শা ইত্যাদির আঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করে, দোষখেও সেই অনুরূপভাবে নিজেকে শাস্তি দেবে। - (বোখারী)

### মানুষ আত্মহত্যা করলে জাহান্নামী হবে

হাদীস : ৩১৯৪ ॥ হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্বকার লোকদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি আহত হয়েছিল, সে উক্ত জখমের ব্যথা সহ্য করতে পারে নি। সুতরাং সে একখানা চাকু হাতে নিয়ে নিজের হাতখানা নিজেই কেটে ফেলল। কিন্তু ইহার পর এমনভাবে রক্তক্ষণ হল যে, তা আর বন্ধ হল না। অবশেষে এতেই সে মৃত্যুবরণ করল। আল্লাহ পাক বললেন, আমার বান্দা নিজেকে হত্যা করার ব্যাপারে বড়ই তাড়াহুড়া করল। সুতরাং আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম। - (বোখারী ও মুসলিম)

### স্বৈচ্ছায় নষ্ট করলে আল্লাহ পূরণ করেন না

হাদীস : ৩১৯৫ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, যখন রাসূল (স) মদীনার দিকে হিজরত করলেন, তখন তোফাইল ইবনে আমর দাওসী ও রাসূল (স)-এর কাছে হিজরত করে আসলেন এবং তার সাথে তাঁর স্বগোষ্ঠীর আরেক ব্যক্তিও হিজরত করে এসেছিল এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ইহাতে লোকটি অস্থির হয়ে ছুরি দ্বারা নিজের হাতের গিরা কেটে ফেলল। ফলে এমনভাবে হাত হতে রক্তক্ষরণ হল যে, এতেই সে মৃত্যুবরণ করল। পরে তোফাইল ইবনে আমর তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থা এবং বেশভূষা খুবই সুন্দর, কিন্তু তাতে তার হাত দুই খানা কাপড় দ্বারা ঢাকা। তখন তোফাইল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রব তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে সে বলল, আল্লাহ পাক আমাকে তার নবীর কাছে হিজরত করার দরুন মাফ করে দিয়েছেন। তোফাইল আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, আমি তোমার হাত দুইখানা ঢাকাবস্থায় দেখিতেছি কেন? উত্তরে সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে, তুমি স্বৈচ্ছায় যা নষ্ট করেছ আমি কখনো তা ঠিক করব না। এই ঘটনা দেখবার পর তোফাইল ঘটনার পূর্ণ বিবরণ রাসূল (স) বলেছেন-এর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল (স) দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ! তার হাত দুই খানাকেও মাফ করে দাও। - (মুসলিম)

### রক্তমূল্য পরিশোধ করাই ইসলামের বিধান

হাদীস : ৩১৯৬ ॥ হযরত আবু হুরায়হ কা'বী (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, অতপর হে খোযাআ সম্প্রদায়! তোমরা এই হুযায়ল গোত্রের লোকটিকে হত্যা করেছ। আল্লাহর কসম, আমি তার দিয়ত রক্তপণ পরিশোধ করব। অতএব, ইহার পর যে কেহ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তখন নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের দুইটির মধ্যে যে কোন একটি এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা হত্যাকারী হতে কেসাস নিতে চায় তা হলে কেসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করবে। আর যদি দিয়ত গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে, তবে তাও করতে পারবে। -(তিরমিযী ও শাফেঈ)

আর শরহে সুন্নহর প্রণেতাও উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন, এই হাদীসটি আবু হুরায়হ (রা)-এর মাধ্যমে বোখারী ও মুসলিমের মধ্যে উল্লেখ নেই। তবে বোখারী ও মুসলিমে এই হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, অর্থাৎ, সমর্থে বর্ণিত আছে।

### যে পরিমাণ অপরাধ করবে শাস্তি সে পরিমাণ দিতে হবে

হাদীস : ৩১৯৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, জনৈক ইহুদী একটি বালিকার মাথা দুইটি পাথরের মধ্যে রেখে মারাত্মকভাবে খেঁতলে দিয়েছিল। বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করা হল, কে তোমাকে এরূপ করেছে? অমুক না অমুক? অবশেষে যখন সেই ইহুদীকে আনা হল সে নিজের দোষ স্বীকার করল। এবার রাসূল (স) তার মাথাটিও পাথর দ্বারা চূর্ণ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তার মাথাটিও পাথর দ্বারা চূর্ণ করা হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দাঁতের পরিবর্তে দাঁত ভেঙে ফেলার আদেশ দিলেন

হাদীস : ৩১৯৮ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, তার ফুফু রুবা'ইয়ে কোন এক আনসারী বালিকার সামনের দাঁত ভেঙে দিয়েছিল। বালিকার কণ্ঠের লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে এসে নালিশ করল, তখন রাসূল (স) কেসাস-এর নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ইবনে মালেকের চাচা আনাস ইবনে নযর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! এমন কাজ হতে পারকেন না। আল্লাহর কসম! রুবা'ইয়ে এর দাঁত ভাঙতে দেওয়া যাবে না। তখন রাসূল (স) বললেন, হে আনাস! আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ হল কেসাস গ্রহণ করা। এরপর বালিকাটির কণ্ঠের লোকেরা কেসাসের দাবী ত্যাগ করতে রাজি হয়ে গেল এবং দিয়ত গ্রহণ করতে সম্মত হল। অতপর রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়ই কিছু সংখ্যক বান্দা এমনও আছে যারা আল্লাহর নামে শপথ করে কিছু বললে, আল্লাহ তা পূরণ করে দেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### কিতাব বোঝার জ্ঞান আল্লাহ পাক দান করেন

হাদীস : ৩১৯৯ ॥ হযরত আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখিত জিনিস আপনাদের কাছে আছে কি, যা কোরআনে নেই? উত্তরে তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম যিনি খাদ্য-শস্য অংকুরিত করেছেন এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, কোরআনে যা কিছু আছে এটা ছাড়া অন্য কিছু আমাদের কাছে নেই। অবশ্য ঐ জ্ঞান রয়েছে, যা কিতাব বুঝবার জন্য মানুষকে আল্লাহ পাক দান করে থাকেন এবং এই 'সহীফা'-এর মধ্যে যা কিছু আছে তাই রয়েছে। দিয়তের বিধান, বন্দিদের মুক্তিপণ এবং এই নীতি যে, কোন মুসলমানকে কেসাসস্বরূপ কোন কাফেরের বদলে হত্যা করা যাবে না। -(বোখারী)

কোন ব্যক্তিকে যুলুম ও নির্যাতনমূলক হত্যা করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে ইবনে মাসউদ (রা) হতে একটি হাদীস 'ইরম' পর্বে বর্ণিত হয়েছে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### মুসলমানকে হত্যা করা জঘন্য কাজ

হাদীস : ৩২০০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমানকে হত্যা করার চাইতে এই দুনিয়াটি ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে অতীব নগণ্য। -(তিরমিযী ও নাসাঈ। এবং মুহাম্মদসীনদের কেহ কেহ এই হাদীসটিকে মওকুফ বলেছেন, ইহাই সহীহ কথা। তবে ইবনে মাজাহ এই হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

### সকলে মিলে যদি একজন মুমিনকে হত্যা করে তবে সবাই দোষী

হাদীস : ৩২০১ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আসমান ও যমীনের সমস্ত বাসিন্দারা যৌথভাবে যদি একমুমিনকে হত্যা করে, তা হলে আল্লাহ পাক ইহার শাস্তিস্বরূপ সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।)

### নিহত ব্যক্তি হত্যার কপালের চুল ধরবে

হাদীস : ৩২০২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হস্তের দ্বারা হত্যাকারীর ললাটের কেশশূন্য ও মাথা ধরে আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার রংসমূহ হতে রক্তক্ষরণ হবে এবং ফরিয়াদ করবে, হে আমার প্রভু! এই ব্যক্তিই আমাকে হত্যা করেছে। এই কথা বলতে বলতে সে আরশের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

### হত্যা সম্পর্কে হযরত উসমানের জিজ্ঞাসা

হাদীস : ৩২০৩ ॥ হযরত আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) তাকে অবরোধের সময় উচ্ছ্বাস হতে লক্ষ্য রেখে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করতেছি, তোমরা কি এই সম্পর্কে অবগত আছ যে, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানের রক্ত তিন কাজের কোন একটি ব্যতীত হালাল নয়। বিবাহের পর যিনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী করা বা মুরতাদ হওয়া এবং নাহক কোন লোককে হত্যা করা, এই তিন কাজের কোন একটি করলে তাকে কতল করা যাবে। তবে আমার কথা হল এই, আল্লাহর কসম! আমি জাহেরী যুগেও ব্যভিচারে লিপ্ত হই নি এবং ইসলামের মধ্যেও না। যেদিন হতে আমি রাসূল (স)-এর হাতে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করেছি, সেইদিন হতে কখনো মুরতাদ হই নি। আর এমন কোন ব্যক্তিকেও আমি হত্যা করি নাই, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। কাজেই আমার জিজ্ঞেস! এতদসত্ত্বে কেন তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ, আর দারেমী ও ধু হাদীসের অংশ বর্ণনা করেছেন।)

### অন্যায়ভাবে হত্যা করলে সে দোষী

হাদীস : ৩২০৪ ॥ হযরত আবুদুদরাদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যতক্ষণ নাগাদ কোন মুমিন অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নেক কাজের মধ্যে দ্রুতগামী থাকে। কিন্তু যখনই সে হারামভাবে কাহাকেও খুন করল, তখনই তার ঐ শুভ গমন থেমে যাবে। -(আবু দাউদ)

### মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে তার গোনাহ ক্ষমা হবে না

হাদীস : ৩২০৫ ॥ হযরত আবুদুদরাদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মারা যায় অথবা স্বৈচ্ছায় কোন মুমিনকে হত্যা করে, আশা করা যায় যে, এমন গুনাহ ছাড়া আল্লাহ পাক অন্য সর্বপ্রকারের গুনাহ মাফ করে দেবেন। -(আবু দাউদ। আর নাসাঈ হাদীসটি হযরত মোআবিয়া (রা) হতে রেওয়াত করেছেন।)

### সন্তানকে হত্যা করলে পিতার কাছ থেকে কেসাস নেবে না

হাদীস : ৩২০৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শরীয়তের বিধান মসজিদের ভিতরে প্রয়োগ করা যাবে না। আর সন্তানকে হত্যা করার দরুন পিতা হতে কেসাস নেওয়া যাবে না। -(তিরমিযী ও দারেমী)

### সন্তানের অপরাধ পিতার ওপর পড়ে

হাদীস : ৩২০৭ ॥ হযরত আবু রিমসা (রা) বলেন, একদা আমি আমার পিতার সাথে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে এই ছেলটি কে? আমার পিতা বললেন, সে আমার পুত্র। এই ব্যাপারে আপনি সাক্ষী থাকুন। তখন রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! তার অপরাধের শাস্তি তোমার উপর এবং তোমার অপরাধের শাস্তি তার উপর বর্তাবে না। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

আর শরহে সুন্নাহর রেওয়াতের মধ্যে হাদীসের শুরুতে এই কথাটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, আবু রিমসা বলেন, আমি আমার পিতার সাথে রাসূল (স)-এর কাছে গিয়েছিলাম, তখন আমার পিতা রাসূল (স)-এর পৃষ্ঠে যা মোহরে নবুওত আছে, তা দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আপনার পৃষ্ঠদেশে যে জিনিসটি আছে আমি তার চিকিৎসা করে দিই। কারণ, আমি একজন চিকিৎসক। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, তুমি হলে সেবক! আর আল্লাহ হলেন, চিকিৎসক।

### পুত্র হতে পিতার কেসাস নেওয়া যায়

হাদীস : ৩২০৮ ॥ হযরত ইমর ইবনে শোয়াইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সুরাকা ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর দরবারে হাযির হয়েছি। তিনি পুত্র হতে পিতার কেসাস নিতেন; কিন্তু পিতা হতে পুত্রের কেসাস নিতেন না। -(তিরমিযী, অবশ্য তিনি এই হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।) হাফ্ফ-৭২০

### যে কোন হত্যার পরিবর্তে হত্যা করাই ইসলামের বিধান

হাদীস : ৩২০৯ ॥ হাসান বসরী (রা) হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার গোলাম হত্যা করবে, তার বদলে আমরা তাকে হত্যা করব। আর যে কেহ তার গোলামের কোন অঙ্গ কাটবে, তার বদলেও আমরা তার অঙ্গ কেটে দেব। -(তিরমিযী) হাফ্ফ-৭২০



### নিহত ব্যক্তির রক্ত মূল্য বাবদ একশত উট দিতে হবে

হাদীস : ৩২১০ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য কাউকেও স্বেচ্ছায় হত্যা করবে, তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও ওলী ওয়ালিদের হাতে সোপর্দ করা হবে। তারা যদি ইচ্ছা করে, তবে এই ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে। আর যদি চায় তবে দিয়ত রক্তপণ গ্রহণ করে তাকে ছেড়েও দিতে পারে। আর রক্তপণ হল একশত উট ত্রিশটি হিফা যে উটের বয়স তিন বৎসর পরিপূর্ণ হয়ে চতুর্থ বৎসরে পড়েছে। ত্রিশটি 'জায়আ' চার বৎসর পূর্ণ হয়ে পঞ্চমে পড়েছে। এবং চল্লিশটি 'খালেফাহ' গর্ভধারণ করার বয়স হয়েছে। আর নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যদি ইহার চাইতে কম উট গ্রহণ করেও রাজি হয়ে যায়, তাও হতে পারে। -(তিরমিযী)

### অমুসলিমদের মোকাবিলায় সকল মুসলমান এক অভিন্ন

হাদীস : ৩২১১ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সমস্ত মুসলমানের প্রাণ সমপর্যায়ের এবং একজন সাধারণ মুসলমান যদি কাউকেও আশ্রয় বা নিরাপত্তা প্রদান করে, তা প্রত্যেক মুসলমানকে রক্ষা করতে হবে এবং যদি দূরে কোন বিচ্ছিন্ন সেনাদল গণিমতের মাল হাসিল করে, তবে সেনাপতির নিকটবর্তী পূর্ণবাহিনীও তার অংশীদার হবে। আর অমুসলিমদের মোকাবিলায় সমস্ত মুসলমান এক অভিন্ন শক্তি বা সংগঠন। সাবধান! কোন কাক্ষেরের বদলে কোন মুসলিমকে কতল করা যাবে না। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ) আর ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

### খুনের পরিবর্তে তিনটির যে কোন একটি নিতে পারবে

হাদীস : ৩২১২ ॥ হযরত আবু শেরায়হ আলখোযায়ী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি কারও কোন আপনজন নাহকভাবে নিহত হয় কিংবা তার কোন অঙ্গহানি হয়, তখন তার অভিভাবক তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। তবে যদি সে চতুর্থ কিছুই ইচ্ছা করে, তখন তার হাত ধরে ফেল। আর সেই তিনটি জিনিস হল এই : কেসাস অথবা তাকে ক্ষমা করে দিবে অথবা দিয়ত গ্রহণ করবে। আর এই তিনটির কোন একটি গ্রহণ করার পর যদি সে সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম। যেখানে সে হামেশা অবস্থান করবে। -(দারেমী)

### স্বেচ্ছায় হত্যা করলে কেসাস ওয়াজিব হয়

হাদীস : ৩২১৩ ॥ তাউস হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গণ্ডগোলের মধ্যে নিহত হয়, যেমন পাথর মারামারি অথবা চাবুক ছোড়াছুড়ি কিংবা লাঠালাঠি দ্বারা গোলমাল ও মারপিট হয়েছে এবং কে হত্যা করেছে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তখন তাকে ভুলবশত হত্যা বলা হবে। আর তার রক্তপণও ভুলবশত হত্যা অনুযায়ীই হবে। আর যাকে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে হত্যা করা হয় তখন কেসাস ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি কেসাস লওয়ার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত ও ক্রোধ রয়েছে। ফলে তার ফরয ও নফল কোন এবাদতই কবুল হবে না। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

### রক্তমূল্য গ্রহণ করার পর হত্যা করলে তার কাছে থেকে কেসাস নেবে

হাদীস : ৩২১৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রক্তমূল্য গ্রহণ করার পর হত্যাকারীকে কতল করল, তার কাছে হতে কেসাস না নিয়ে ছাড়ব না। -(আবু দাউদ) ৭২৬

### আহতকারীকে ক্ষমা করলে আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন

হাদীস : ৩২১৫ ॥ হযরত আবুদুরাদা (রা) বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (স) বলেছেন, যার দেহে কোন জখম করা হয়, আর সে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে আহতকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তখন আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার গুনাহসমূহও মাফ করে দেন। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) ৭২৮

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### একজন লোককে যে কয়জনে হত্যা করবে সবাই দোষী

হাদীস : ৩২১৬ ॥ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা) হতে বর্ণিত, একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তির বদলে পাঁচ অথবা সাত ব্যক্তিকে কতল করেছেন। তারা সকলে মিলে গোপনে ঐ লোকটিকে হত্যা করেছিল। এই সময় হযরত ওমর (রা) বললেন, যদি ঐ লোকটিকে সমস্ত সানআবাসীরা মিলে হত্যা করত তা হলেও আমি তাদের সবাইকে কতল করতাম। মালেম, অবশ্য বোখারী এই হাদীসটি ইবনে ওমর (র) হতে অনুরূপভাবে রেওয়াত করেছেন।





## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### হত্যার দিয়ত একশত উট দিতে হবে

হাদীস : ৩২২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! ডুলবশত হত্যাযা এক প্রকার বৈধ হত্যার সাদৃশ্য অর্থাৎ, চাবুক কিংবা লাঠির দ্বারা হত্যা করা যায়। তার দিয়ত একশত উট। তার মধ্যে চল্লিশটি হতে হবে গর্ভবতী। -নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। এবং আবু দাউদ এই হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং ইবনে ওমর হতে বর্ণনা করেছেন। আরশরহে সুন্নাহর মধ্য মাসাবীহ এর ভাষ্যে ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।

### নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ ক্ষমা করতে পারে

হাদীস : ৩২২৫ ॥ আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) ইয়ামানবাসীদের কাছে লিখে পাঠালেন। তাঁর উক্ত নির্দেশনামায় লেখা ছিল, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তবে তা তার হাতের অর্জিত কেসাস। তবে যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ খুনের বদলে খুন নেয়া পরিহার করে অন্য কিছু গ্রহণে রাজি হয়ে যায়, তা করতে পারে। আর উক্ত নির্দেশনামায় এটাও ছিল, নারীর বদলে পুরুষকে কতল করা যাবে। তাতে আরও ছিল, প্রাণের দিয়ত হল একশত উট। আর যদি কেহ অর্থ মুদ্রা দ্বারা রক্তমূল্য পরিশোধ করতে চায়, তবে তা হবে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। আর যদি কারও নাক মূল হতে কেটে ফেলা হয়, তার দিয়ত হবে একশত উট সমস্ত দাঁতের বিনিময়ে পূর্ণ দিয়ত, পুরুষাঙ্গ কাটিলেও পূর্ণ দিয়ত, মেরুদণ্ড ভেঙে ফেললে পূর্ণ দিয়ত, উভয় চক্ষু ফুঁড়ে দিলে বা উপড়ে ফেলিলে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। এক পা কেটে কিংবা ভেঙে ফেললে পূর্ণ দিয়ত, মাথার খুলি ভেঙে যায় এমন জখম করলে এক-তৃতীয়াংশ দিয়ত, পেটের ভিতরে জখমের আঘাত পৌছালেও এক-তৃতীয়াংশ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর এমন আঘাত যদি দেওয়া হয়, যার দরুণ হাড়ি আপন স্থান হতে সরে যায়, তখন পনেরটি উট। আর হাতের বা পায়ের প্রত্যেকটি আঙ্গুলের দিয়ত হল দশটি উট এবং এক একটি দাঁতের দিয়ত হল পাঁচটি উট। - (নাসাই ও দারেমী)

আর মালেকের রেওয়াতে আছে, এক চক্ষুর দিয়ত পঞ্চাশটি। এক হাতের দিয়ত পঞ্চাশটি এবং জখম যার দরুণ ভিতরের হাড় পর্যন্ত দেখা যায়, উহার দিয়ত পাঁচটি উট।

৫২৫ - ৭২৭

### প্রতিটি দাঁতের জন্য পাঁচটি উট দিয়ত দিতে হবে

হাদীস : ৩২২৬ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) কারও অঙ্গের হাড়ি প্রকাশ হয় এমন ক্ষত হলে উহার জন্য পাঁচ-পাঁচটি উট এবং প্রত্যেক দাঁত ভাঙার জন্য পাঁচ-পাঁচটি উট দিয়ত আদায় করার ফয়সালা দিয়েছেন। - (আবু দাউদ, নাসাই ও দারেম। আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এই হাদীসের শুধু প্রথম বাক্যটিই রেওয়াত করেছেন।

### উভয় হাতের পায়ের আঙ্গুলীর দিয়ত সমান

হাদীস : ৩২২৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন রাসূল (স) উভয় হাত ও উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহের দিয়ত সমান সাব্যস্ত করেছেন। - (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

### দিয়তের ব্যাপারে সমস্ত দাঁতই সমান

হাদীস : ৩২২৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সমস্ত আঙ্গুলই সমান। অনুরূপভাবে সমস্ত দাঁতও সমান এবং সম্মুখের দাঁত ও মাড়ির দাঁত সমান। ইহাও উহাও সমান। - (আবু দাউদ)

### পশুর যাকাত এক জায়গায় বসে উসূল করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩২২৯ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের বৎসর এক ভাষণে বলেছেন, হে লোকগণ! ইসলামে শপথ জোট বা চুক্তি নেই। অবশ্য জাহেলী যুগে যে সাকল চুক্তি করা হয়েছে, ইসলাম এসে তাকেও আও সুদূর করে। অমুসলিমদের মোকাবিলায় সমস্ত মুসলমান তা রক্ষা করবে। সাধারণ একজন মুসলমান কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়ে সমস্ত মুসলমান তা রক্ষা করবে। দূরবর্তী সৈন্যগণ যে গণিমাত লাভ করবে নিকটবর্তীগণও তার অংশ পাবে। অর্থাৎ, যুদ্ধে লিপ্ত সিপাহীরা যাহা অর্জন করবে তাদের পিছনে বসে থাকা সৈন্যরাও তার অংশীদার হবে। কোন কাফেরের খুনের বদলে কোন মুমিনকে হত্যা করা যাবে না। একজন কাফেরের দিয়ত একজন মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক। পশুর যাকাত এক জায়গায় বসে থেকে উসূল করা জায়েয নেই এবং যাকাত দেওয়ার ভয়ে পশুসহ দূরে চলে যাওয়াও জায়েয নেই। লোকেদের নিজ বসতিতে গিয়েই যাকাত উসূল করতে হবে। অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, আশ্রিত বা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিয়ত হল একজন স্বাধীন মুসলমানের অর্ধেক। - (আবু দাউদ)

### ভুলবশত হত্যার দিয়ত মূল্য একশত উট

হাদীস : ৩২৩০ ॥ খিশফ ইবনে মালিক হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ভুলবশত হত্যার দিয়ত রাসূল (স) একশত উট নির্ধারিত করেছেন। তার মধ্যে বিশটি বিনতে মাখা এবং বিশটি ইবনে মাখা নর, বিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি জায়আ এবং বিশটি ছিল হিফা। - (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ) **৫২৫-৭২৬**

আর ইহাই সহীহ যে, এই হাদীসটি ইবনে মাসউদ (রা)-এর উক্তি রাসূল (স)-এর কথা নহে এবং খিশফ একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী। এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীসে তাঁর নাম উল্লেখ নেই। শরহে সুন্নাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, যেই লোকটি খায়বরে নিহত হয়েছিল, রাসূল (স) তার দিয়াতে যাকাতের উট হতে একশত উট আদায় করেছেন এবং বয়স হিসাবে যাকাতের উটের মধ্যে 'ইবনে মাখা' থাকে না; বরং 'ইবনে লাবুন' থাকতে পারে।

### দিয়ত মূল্য হযরত ওমর পরিবর্তন করেননি

হাদীস : ৩২৩১ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূল (স) যমানায় দিয়তের মূল্য ছিল আট শত দীনার অথবা আট হাজার দিরহাম আর সেই সময় কিতাবী সম্প্রদায়ের দিয়ত ছিল একজন মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক। আরম ইবনে শোআয়েবের দাদা বলেন, একরূপ চলে এসেছিল। কিন্তু যখন হযরত ওমর (রা) খলিফা নিযুক্ত হন, তখন লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে যেয়ে বললেন, বর্তমানে উটের দাম অনেক চড়া হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তাই হযরত ওমর (রা) দিয়তের হার নির্ধারণ করলেন, স্বর্ণের মালিকের উপর দুইশত গাভী, ছাগলের মালিকের উপর দুই হাজার বকরী এবং বস্ত্র মালিকের উপর দুই শত জোড়া কাপড়। বর্ণনাকারী বলেন, যিন্মীদের দিয়ত রাসূল (স)-এর যমানায় যাফা ছিল, হযরত ওমর (রা) তাহা পরিবর্তন না করে তা-ই বহাল রাখলেন। - (আবু দাউদ)

### দিয়তের পরিমাণ বার হাজার দিরহাম

হাদীস : ৩২৩২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দিয়তের পরিমাণ বার হাজার দেরহাম নির্ধারণ করেছেন। - (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী) **৫২৬-৭২৭**

### হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সম্পদের মালিক হবে না

হাদীস : ৩২৩৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদাহতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) কাতলে খাতার দিয়ত বস্তিবাসীর উপর ধার্য করেছেন চার শত দীনার স্বর্ণমুদ্রা অথবা উহার সমপরিমাণ মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা। বস্তৃত এই দিয়ত উটের দামের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নির্ধারণ করেছিলেন। সুতরাং যখনই উটের মূল্য চড়ে যেত, তখন দিয়তের মুদ্রার পরিমাণ বর্ধিত হত। আর যখন উটের মূল্য কমে যেত, তখন দিয়তের মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পেত। অতএব, রাসূল (স)-এর যমানায় দিয়তের মূল্য চার শত দীনার হতে আটশত দীনার পর্যন্ত ওঠানামা করত। আর আটশত স্বর্ণ মুদ্রার সমপরিমাণ রৌপ্য মুদ্রা ছিল আট হাজার দেরহাম। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (স) গাভীর মালিকদের উপর দুই শত গাভী, ছাগল মালিকদের উপর দুই হাজার বকরী দিয়তস্বরূপ ধার্য করেছেন। রাসূল (স) আরও বলেছেন, দিয়ত নিহত ব্যক্তির মীরাস। সুতরাং তার ওয়ারিসগণ হিস্যা অনুপাতে তাঁর মালিক হবে এবং রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন যে, মহিলার দেয়া দিয়ত তার আসাবাগণ হিস্যা অনুপাতে বহন করবে। আর হত্যাকারী কিছুতেই নিহত ব্যক্তির সম্পদের ওয়ারিস হবে না। - (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

### দিয়ত পরিশোধ করলে তাকে হত্যা করা যাবে না

হাদীস : ৩২৩৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, শিবহে আমদ-এর দিয়তও কাতলে আমদ-এর দিয়তের ন্যায় কঠোর প্রকৃতির হবে। তবে তাকে কেসাসস্বরূপ হত্যা করা যাবে না। - (আবু দাউদ)

### চোখ নষ্ট হওয়ায় এক-চতুর্থাংশ ধার্য করলেন

হাদীস : ৩২৩৫ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তিকে এমন মারধর করা হয়েছে যার দরুন তার চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু চক্ষু যথাস্থানে বহাল আছে, এই অপরাধের জন্য রাসূল (স) পূর্ণ দিয়তের এক-তৃতীয়াংশ ধার্য করেছেন। - (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

### গর্ভস্থ জ্রণ হত্যা করলে একটি ঘোড়া ক্ষতিপূরণ দেবে

হাদীস : ৩২৩৬ ॥ মুহম্মদ ইবনে আমর হতে বর্ণিত, তিনি আবু সালামা হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, গর্ভস্থ জ্রণ নষ্ট করার বিনিময় রাসূল (স) একটি গোররা ধার্য করেছেন। তা হল, একটি ক্রীতদাস বা দাসী অথবা একটি ঘোড়া বা একটি খচ্চর। - (আবু দাউদ) **৫২৭-৭২৮**

আবু দাউদ আরও বলেন, এই হাদীসটি হাম্মাদ ইবনে সালাম ও খালেদ ওয়াসেতী মুহম্মদ ইবনে আমর হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেইখানে ঘোড়া ও খচ্চরের কথা উল্লেখ নেই।

**অনন্তিক ডাক্তারের হাতে রোগী সারা গেলে ডাক্তার দোষী হবে**

হাদীস : ৩২৩৭ ॥ হযরত আমর ইবনে শামসের ভাই শিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেহ কোন রোগীর চিকিৎসা করে, অথচ তার চিকিৎসা জ্ঞান সুপরিচিত নহে, তবে সে দায়ী হবে।

-(আবু দাউদ ও নাসাই)

**অনেক সময় বিচারে কিছু ছাড় দিতে হয়**

হাদীস : ৩২৩৮ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, একদা গরীব সম্প্রদায়ের একটি বালক বিত্তবান সম্প্রদায়ের একটি বালকের কান কেটে ফেলল। পরে অপরাধী ছেলের অভিভাবকগণ রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমরা দুই গরীব লোক। তাদের কথা শুনে রাসূল (স) তাদের উপর কোন কিছুই আরোপ করেন নি। -(আবু দাউদ ও নাসাই)

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ**

**তিন প্রকারের উট দিয়ে দিয়ত পরিশোধ করতে হয়**

হাদীস : ৩২৩৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, শিবহে আমদ এর দিয়ত তিন প্রকারের উট দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। তেত্রিশটি হিফা, তেত্রিশটি 'জাযআ', চৌত্রিশটি 'সানিয়া', হতে 'বাঘিল' বয়স পর্যন্ত তবে এ সমস্ত উট গর্ভবতী হতে হবে। অন্য আরেক রেওয়াজে আছে, ভুলবশত হত্যার দিয়ত চার প্রকারের উট দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। পঁচিশটি পূর্ণ তিন তিন বৎসরের, পঁচিশটি পূর্ণ চার চার বৎসরের, পঁচিশটি দু' দু' বৎসরের এবং পঁচিশটি এক এক বৎসরের উটনী হতে হবে। -(আবু দাউদ)।

**তিন ধরনের উট দিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে হয়**

হাদীস : ৩২৪০ ॥ মুজাহিদ (রা) বলেন, হযরত ওমর (রা) 'শিবহে আমদ' হত্যার দিয়তের মধ্যে ত্রিশটি তিন দিন বৎসরে আর ত্রিশটি চারি চারি বৎসরের, আর চত্বিশটি গর্ভবতী যাদের বয়স পাঁচ বৎসরের উর্ধ্ব হতে নবম বৎসরের মধ্যে রয়েছে, এমন সব উট আদায় করতে রায় প্রদান করেছেন। -(আবু দাউদ)।

**জ্রণ হত্যার কারণে অবশ্য দিয়ত স্বরূপ একটি দাসী মুক্ত করতে হবে**

হাদীস : ৩২৪১ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই একবার রাসূল (স) এমন একটি গর্ভস্থিত জ্রণ, যাহা তার মায়ের পেটের মধ্যে থাকাবস্থায় হত্যা করা হয়েছে, তার দিয়ত স্বরূপ একটি দাস কিংবা দাসী দেওয়ার জন্য হুকুম করলেন। তখন প্রতিপক্ষ ব্যক্তি বলে উঠল, আমি কী কারণে এমন একটি বস্তুর দিয়ত আদায় করব? যে পান করে নি, কিছু খায়ও নি, কথা বলে নি এবং কাঁদেও নি, এই জাতীয় অপরাধ দণ্ডযোগ্য নয়। রাসূল (স) বললেন, এই লোকটি তো গণক গোষ্ঠীর ভাই। -মালিক ও নাসাই হাদীসটি মোরসাল পর্যায় বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ উক্ত বর্ণনাকরী সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে মুত্তাসিল হিসাব রেওয়াজ করেছেন।

## সপ্তম অধ্যায়

**যে সমস্ত অপরাধ ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না**

**প্রথম পরিচ্ছেদ**

**পত্তর আঘাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই**

হাদীস : ৩২৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পত্তর আঘাতের উপর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য দিয়ত নেই যারা কোন পত্তর দ্বারা আহত কিংবা নিহত হয়েছে। খনির মধ্যেও মৃত্যুবরণ করলে ক্ষতিপূরণ নেই আর কূপের মধ্যে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করণেও ক্ষতিপূরণ নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

**ঝগড়া করে দাঁত পড়লে দিয়ত মূল্য নেই**

হাদীস : ৩২৪৩ ॥ হযরত ইয়াল্লা ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে শরিক ছিলাম। আমার এক চালক ছিল, সে অন্য আরেক লোকের সাথে বিবাদে জড়িত হল। ফলে একজন অন্যজনের হাত কামড়িয়ে দিল। যার হাত কামড়াছিল, সে নিজের হাতখানা জোরপূর্বক বের করে আনতে দংশনকারীর সম্মুখস্থ দাঁত দুটি পড়ে গেল। তারা উভয়ে তাদের মোকদমা রাসূল (স)-এর দরবারে পেশ করল। কিন্তু রাসূল (স) তার দাঁতের কোন

দিয়ে বা রক্তমূল্য সাব্যস্ত করলেন না; বরং তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে বললেন, তুমি কি এটা কামনা কর যে, লোকটি তাহার নিজের হাতখানা তোমার মুখের ভিতরে রেখে দেবে আর তুমি পুরুষ উষ্ট্রের মত কামড়াতে থাকবে?

—(বোখারী ও মুসলিম)

### নিজের মাল সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ

হাদীস : ৩২৪৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের মাল-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। —(বোখারী ও মুসলিম)

### সম্পদ শূন্যকারীকে হত্যা করলে শহীদ হবে

হাদীস : ৩২৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আব্দুল্লাহর রাসূল (স)! যদি কোন লোক এসে জোরপূর্বক আমার মাল ছিনিয়ে নিতে চায়, তখন আমি কী করব? রাসূল (স) বললেন, তুমি তাকে তোমার মাল দিও না। লোকটি বলল, যদি সে আমার আক্রমণ করে। রাসূল বললেন, তুমিও তার উপর পাশ্টা আক্রমণ করবে। লোকটি বলল, যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে? রাসূল (স) বললেন, তখন তুমি হবে শহীদ। লোকটি বলল, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? রাসূল (স) বললেন, সে হবে জাহান্নামী। —(মুসলিম)

### অন্যের ঘরে উঁকি দেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩২৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি শুনেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরের দিকে উঁকি মারে আর তুমি তাকে কোন কংকর কিংবা টিলা নিক্ষেপ কর এবং ইহাতে তুমি তার চক্ষু ফুঁড়ে দাও, তজ্জন্য তোমার উপর কোন অভিযোগ নেই। —(বোখারী ও মুসলিম)

### দরজার ছিদ্রে উঁকি দিলে চোখ ফুটো করে দেওয়া যায়

হাদীস : ৩২৪৭ ॥ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর দরজার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল এবং এই সময় রাসূল (স)-এর হাতে একটি শলাকা ছিল, তা দ্বারা তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন এবং তাকে বললেন, আমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাইতেছ, তা হলে আমি তোমার চোখে এই শলাকা দিয়ে খোঁচা দিতাম। কেননা, অনুমতি গ্রহণের বিধান এই জন্যই করা হয়েছে, যাতে কেউ দেখতে না পায়।

—(বোখারী ও মুসলিম)

### কাঁকর নিক্ষেপ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩২৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত, একদা তিনি এক ব্যক্তিকে কাঁকর ছুঁড়তে দেখে বললেন, তুমি কাঁকর ছুঁড়িও না। কেননা, রাসূল (স) কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, ইহাতে কোন শিকারও মরে না এবং দশমনকেও ঘায়ের করা যায় না; বরং ইহা কখনো দাঁত ভেঙে দেয় এবং কখনো চক্ষু ফুঁড়ে দেয়। —(বোখারী ও মুসলিম)

### বাজারে তীর নিয়ে গমন করলে তীরের আগা ধরে রাখবে

হাদীস : ৩২৪৯ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের মসজিদে কিংবা বাজারে গমন করে, তা হলে সে যেন অবশ্যই তীরের ফলক ধরে রাখে। কেননা, উহাতে কোন মুসলমানের দেহে আঘাত লাগতে পারে। —(বোখারী ও মুসলিম)

### অস্ত্রের দ্বারা কান ও প্রতি ইশারা করা উচিত নয়

হাদীস : ৩২৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্রের দ্বারা ইঙ্গিত না করে। কেননা, সে জানে না, হয়তো শয়তান তার অস্ত্রটির দ্বারা ঐ ব্যক্তির উপর আঘাত করে দিতে পারে। ফলে সে জাহান্নামের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হবে। —(বোখারী ও মুসলিম)

### লোহার অস্ত্র দিয়ে ইশারা করা উচিত নয়

হাদীস : ৩২৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইকে লোহার অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করল, তা হাত হতে ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত ফেরেশতা তাকে লানত করতে থাকে। যদিও ঐ লোকটি তার আপন ভাই হোক না কেন। —(বোখারী)

### অস্ত্রধারণকারী আমাদের দলভুক্ত নয়

হাদীস : ৩২৫২ ॥ হযরত ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। —বোখারী, মুসলিম আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে আমাদের সাথে প্রতারণা করল, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।



যে মুসলমানদের ওপর তলোয়ার উত্তোলন করল সে মুসলমান নয়

হাদীস : ৩২৫৩ ॥ হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমাদের উপর তলোয়ার উত্তোলন করল সে আমাদের দলভুক্ত নয়। - (মুসলিম)

**সরকারী খাজনার ব্যাপারে সহনশীল হতে হবে**

হাদীস : ৩২৫৪ ॥ হযরত হেশাম ইবনে ওরওয়া তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হেশাম ইবনে হাকীম একবার শাম দেশের অনারব গ্রাম্য চাষীদের কাছে দিয়ে পথ অভিক্রম করবার সময় দেখলেন, রৌদ্রের মধ্যে কয়েকজন লোককে দাঁড় করিয়ে তাদের মাথার উপর গরম যয়তুনের তৈল ঢালা হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের সাথে এ ব্যবহার কেন করা হচ্ছে? বলা হল, ইহারা খেরাজ সরকারী খাজনা দিতে অস্বীকার করছে। তাই তাদেরকে এই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তখন হেশাম বললেন, আমি কসম করে বলছি যে, আমি নিশ্চয়ই শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যারা মানুষদেরকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে আখেরাতে শাস্তি দেবেন। - (মুসলিম)

**অচিরেই একদল অত্যাচারী লোক দেখবে**

হাদীস : ৩২৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর, তা হলে অচিরেই তুমি এমন এক শ্রেণীর লোক দেখতে পাবে, গরুর লেজের মত তাদের হাতের মধ্যে থাকবে চাবুক বা দোররা। তাদের ভোর হবে আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে আর বিকাল হবে আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে। অন্য রেওয়াজে আছে, তাদের বিকাল হবে লানতের মধ্যে। - (মুসলিম)

**দু'প্রকারের লোক জাহান্নামী হবে**

হাদীস : ৩২৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুই প্রকারের লোক জাহান্নামী। অবশ্য আমি তাদেরকে দেখতে পাব না, তাদের এক শ্রেণী এমন লোক হবে, যাদের হাতের মধ্যে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় দোররা। তার দ্বারা তারা মানুষদেরকে মারধর করতে থাকবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হবে এমন সব নারী, যারা কাপড় পরিধান করে উলঙ্গ থাকে, অপরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেও অপরের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথার চুল হবে বুখতি উটে হেলে পড়া ককুদের ন্যায়। তারা কখনো বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমন কি বেহেশতের দ্রাণও পাবে না। যদিও উহার দ্রাণ অনেক অনেক দূর হতে পাওয়া যাবে। - (মুসলিম)

**মুখে মারধর করা উচিত নয়**

হাদীস : ৩২৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কেহ কোন ব্যক্তিকে মারধর করে, তবে মুখে যেন না মারে। কেননা, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ)-কে তার আকৃতিতেই দৃষ্টি করেছেন। - (বোখারী ও মুসলিম)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**

**অনুমতি নেয়ার পূর্বে ঘরের পর্দা সরান উচিত নয়**

হাদীস : ৩২৫৮ ॥ হযরত আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, অনুমতি নেয়ার পূর্বে যেই ব্যক্তি ঘরের পর্দা সরিয়ে ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এবং ঘরওয়ালায় স্ত্রী দেখে ফেলল, সেই ব্যক্তি নিজের উপর শরীয়তের শাস্তি ওয়াজিব করে ফেলল। কেননা, এইভাবে আসা এবং অন্দরের দিকে তাকান তার জন্য জায়েয নেই; আর সে যখন ঘরের ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, যদি তখন ঘরের কোন পুরুষ ঐ লোকটির সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং কোন জিনিসের দ্বারা লোকটির চক্ষু ফুঁড়ে দেয়, তা হলে আমি আহতকারীকে কোন প্রকার ভরসনা ও তিরস্কার করব না। আর যদি কেহ এমন ঘরের সন্মুখ দিয়ে যায়, যেই ঘরের দরজার উপর কোন পর্দা বা আড়াল নেই এবং দরজাও খোলামেলা উন্মুক্ত, তখন তুমিই দিকে তাকালে কোন অপরাধ হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় অপরাধ গৃহবাসীদের। \6X!+' '

-(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।)

**তলোয়ার খাপের মধ্যে রাখতে হয়**

হাদীস : ৩২৫৯ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) তলোয়ার খাপের বাইরে উন্মুক্ত অবস্থায় একে অন্যকে দিতে নিষেধ করেছেন। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

**ফিতা দু'আঙ্গুল দিয়ে চেরা উচিত নয়**

হাদীস : ৩২৬০ ॥ হযরত হাসান বসরী হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) ফিতা ইত্যাদি দুই আঙ্গুল দ্বারা চিরতে নিষেধ করেছেন। - (আবু দাউদ)



### দ্বীনের ব্যাপারে নিহত হলে শহীদ হবে

হাদীস : ৩২৬১ ॥ হযরত সাযীদ ইবনে যায়দ (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের হেফাজতে মারা গেল যে শহীদ, যে ব্যক্তি নিজের জান রক্ষা করতে মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষা করতে মারা যায় সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজন হেফাজত করতে মারা যায় সেও শহীদ।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাই)

### জাহান্নামের দরজা সাতটি

হাদীস : ৩২৬২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি দরজা সেই সমস্ত লোকদের জন্য যারা আমার উম্মদের উপর, অথবা বলেছেন, মুহম্মদ (স)-এর উম্মতের উপর তলোয়ার উত্তোলন করেছে। -তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। আর আবু হুরায়রা (রা) -এর হাদীসে 'জানোয়ারের লাখিতে কোন লোক মারা গেলে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই' 'গসবের' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

২২২ - ৭৫৫

## অষ্টম অধ্যায় শপথবিষয়ক বর্ণনা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### উপযুক্ত সাক্ষী ব্যতীত হত্যার বিচার করা যাবে না

হাদীস : ৩২৬৩ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ ও সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) তাঁরা উভয়েই বর্ণনা করেছেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে সাহল এবং মুহাইয়োসা ইবনে মাসউদ (রা) খায়বর এলেন এবং সেখানে খেজুরের বাগানে এসে একে অন্য হতে আলাদা হয়ে গেলেন। অতপর দেখা গেল, আবদুল্লাহ ইবনে সাহলকে খুন করা হয়েছে। তখন আবদুর রহমান ইবনে সাহল মাসউদের দুই পুত্র মুহাইয়োসা ও মুহাইয়োসা রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাদের সাথীর ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আবদুর রহমান কথা বলা শুরু করলেন, অথচ তিনি ছিলেন এই দলের সকলের ছোট। তখন রাসূল (স) বললেন, বড়জনকে কথা বলতে দাও। বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে সাযীদ বলেন, রাসূল (স)-এর কথার অর্থ হল, যিনি বয়সে বড়, কথা শুরু করার উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন তিনি। মোটকথা, তারা তাদের সঙ্গীর হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। ইহার পর রাসূল (স) বললেন, তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন কসম খেয়ে তোমাদের নিহত ব্যক্তির, কিংবা বলেছেন, তোমাদের সাথীর হত্যার বিনিময় পাইবার হকদার হতে পারবে। তারা আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! ইহা এমন এক ব্যাপার যা আমরা স্বচক্ষে দেখি নি। তখন রাসূল (স) বললেন, তা হলে ইহুদীদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন কসম খেয়ে অভিযোগমুক্ত হয়ে যাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! উহারা তো কাফের। তখন রাসূল (স) নিজের তরফ হতে তাদের খুনের বিনিময় পরিশোধ করে দিলেন। অন্য আরেক রেওয়াতে আছে, তোমরা পঞ্চাশজন কসম খেয়ে তোমাদের হত্যাকারীর অথবা বলেছেন, তোমাদের সঙ্গীর দিয়ত পাবার হকদার হতে পারবে। অতপর রাসূল (স) নিজের পক্ষ হতে তাদেরকে একশত উট দিয়তস্বরূপ আদায় করে দিলেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

#### সাক্ষী ব্যতীত হত্যার বিচার করা যাবে না

হাদীস : ৩২৬৪ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আনসারীদের এক লোককে খায়বর এলাকায় নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার ওয়ারিসগণ রাসূল (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনাটি জানাল। তখন রাসূল (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এমন দুজন সাক্ষী আছে কি, যারা তোমাদের সঙ্গীর হত্যাকারী সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! ঘটনাস্থলে মুসলমানদের কেউই উপস্থিত ছিল না। আর ইহুদীরা এমন বন্ধুত্ব এর চেয়েও বিরাট মারাত্মক ঘটনা ঘটাতোও বেপরোয়া। তখন রাসূল (স) বললেন, তাহলে তোমরা তাদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন লোককে নির্বাচন করে তাদের কাছে হতে কসম নিয়ে নাও। কিন্তু তারা ইহুদীদের কাছে হতে কসম নিতে অস্বীকার করল; অতপর রাসূল (স) নিজের তরফ হতে দিয়ত আদায় করে দিলেন। -(আবু দাউদ)

## নবম অধ্যায়

### ধর্মত্যাগী এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে হত্যা করা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্বাহ ব্যতীত আশুনের শাস্তি কেউ দিতে পারে না

হাদীস : ৩২৬৫ ॥ ইকরেমা (রা) বলেন, একবার কতিপয় নাস্তিককে হযরত আলী (রা)-এর কাছে আনা হল এবং তাকে পুড়িয়ে ফেললেন। এই ঘটনার সংবাদ ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে পৌঁছালে তিনি মন্তব্য করলেন, তার স্থলে যদি আমি হতাম, তাহলে আমি তাদেরকে জ্বালাতাম না। কেননা রাসূল (স) এই কথা বলে এইরূপে নিষেধ করেছেন যে, আব্বাহর শাস্তি আশুনের দ্বারা তোমরা কাউকেও শাস্তি দিও না। অবশ্য আমি তাদেরকে রাসূল (স)-এর বানী অনুসারে হত্যা করতাম। যে কেউ তার ধীন পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা কর। -(বোখারী)

#### আশুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩২৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আব্বাহ ছাড়া অন্য কেউ আশুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না। -(বোখারী)

এক ধরনের যুবক হবে যারা ধর্মের কথা বলবে মূলত তারা ইমানদার নয়

হাদীস : ৩২৬৭ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, অচিরেই শেষ যুগে এমন সংখ্যক নির্বোধ যুবকের আবির্ভাব হবে, যার লোক সমাজে সবার চাইতে উত্তম কথা বলবে। কিন্তু ইমান তাদের গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না এবং তারা ধীন ত্যাগ করে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা এদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। কেননা, যারাই এদেরকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তারা পুরস্কৃত হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### একটি দল হবে সত্যের অধিক নিকটবর্তী

হাদীস : ৩২৬৮ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হবে এবং তাদের মধ্য হতে আর একটি দল বের হয়ে আসবে, যাদেরকে প্রথমোক্ত দুইটি দলের মধ্যে যে দল সত্যের অধিক নিকটবর্তী হবে, সেই দল হত্যা করবে। -(মুসলিম)

#### কাফেররা পরস্পরে কাটাকাটি করবে

হাদীস : ৩২৬৯ ॥ হযরত জারীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, তোমরা আমার অবর্তমানে কাফেরের দলে পরিণত হওয়া না যে, পরস্পরে কাটাকাটি করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দু মুসলমানে একে অপরের উপর অস্ত্র উত্তোলন করলে উভয়ে জাহান্নামী

হাদীস : ৩২৭০ ॥ আবু বাকর (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যখন দুইজন মুসলমান মুখোমুখি হয়ে একজন অপর ভাইয়ের উপর অস্ত্র উত্তোলন করে, তখন তারা উভয়েই জাহান্নামের গর্তের মুখ গিয়ে দাঁড়ায়। অতপর যখন একজন অন্যজনকে কতল করে ফেলে, তখন উভয়েই জাহান্নামে পতিত হয়। অন্য এক রেওয়াজে উক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত হয়েছে, যখন দুইজন মুসলমান তরবারি নিয়ে পরস্পর যুদ্ধ করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই দোষী হয়। আমি বললাম, হে আব্বাহর রাসূল (স)! হত্যাকারীর অবস্থা তো স্পষ্ট বুঝা যায়, তবে নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটি কেমন হল, সে কেন দোষী হবে? তিনি বললেন, সে তার সাথী মুসলমানকে হত্যা করতে উদ্বীষ ছিল।

-(বোখারী ও মুসলিম)

#### চুরি করার অপরাধে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হল

হাদীস : ৩২৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার 'উকল' গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় রাসূল (স)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল, কিন্তু মদীনায় আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না। রাসূল (স) তাদেরকে সদকার উদ্বীয কাছে যেতে তাদের পেশাব ও দুধ পান করতে আদেশ দিলেন। তারা গেল এবং তাই করল, অবশেষে তারা সুস্থ হয়ে মুরতাদ হয়ে গেল এবং রাখালদেরকে হত্যা করে উটগুলো হাকিয়ে নিয়ে গেল। তাদের খোঁজে লোক পাঠান হল, তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হল এবং তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল, তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দেওয়া হল। অতপর তাদের ক্ষতস্থান দাগান হল না, যাতে তাদের মৃত্যু ঘটল। অন্য আরেক রেওয়াজে আছে, লোকেরা তাদের চোখ গরম শলাকা দ্বারা মুছে দিল। অপর আরেক রেওয়াজে আছে, রাসূল (স) লৌহ শলাকা আনবার জন্য আদেশ দিলেন। অতপর উহা গরম করা হল এবং উহা তাদের চোখে সুরমার শলাকার ন্যায় টেনে দেয়া হল। এরপর তাদেরকে উত্তম মাটিতে ফেলে রাখলেন। তারা পানি চাইল; কিন্তু তা পান করান হয় নি। অবশেষে তারা এই অবস্থায় মারা গেল। -(বোখারী ও মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**মানুষের অঙ্গ কেটে বিকলাঙ্গ করা জায়েয নেই**

হাদীস : ৩২৭২ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে সদকা দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন এবং কোন লোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করতেন। -(আবু দাউদ)। ইমাম নাসাঈ এই হাদীস আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

**আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আশুন দিয়ে শান্তি দিতে পারে না**

হাদীস : ৩২৭৩ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এক সময় তিনি ইসিতেনজা করতে গেলেন, এমন সময় আমরা দুটি বাচ্চাসহ একটি 'হুম্মারা' দেখতে পেলাম। আমরা উহার ছানা দুটি ধরে নিয়ে এলাম। পাখিটি এসে তার ডানাঘয় একেবারে যমীনের উপর চাপড়াতে লাগল। পরে রাসূল (স) এসে জিজ্ঞেস করলেন, এর বাচ্চাগুলো এনে কে তাকে ব্যথিত করেছে? তার বাচ্চাগুলো তাকে ফেরত দিয়ে দাও। আবার রাসূল (স) পিঁপড়ার একটি বস্তি দেখলেন, যা আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে ইহাদেরকে জ্বালিয়েছে? বললাম, আমরা। তিনি বললেন, আশুনের প্রভু আল্লাহ ছাড়া আশুন দ্বারা শান্তি দেওয়া অন্য কারও জন্য উচিত নয়। -(আবু দাউদ)

**রাসূল (স) বলেছেন অচিরেই উম্মতের মধ্য মত বিরোধ দেখা দেবে**

হাদীস : ৩২৭৪ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী ও আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ ও দলাদলি দেখা দেবে। তাদের মধ্যে একদল এমন হবে যে, কথা বলবে খুব চমকপ্রদ কিন্তু তাদের কাজকর্ম হবে মন্দ। কোরআন মজীদ পাঠ করবে বটে, কিন্তু উহা তাদের গলার তলদেশে প্রবেশ করবে না। তারা ধীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। ফলে তীর তার ধনুকের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তারাও ধীনের দিকে ফিরে আসবে না। তারাই হল সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম এবং বদতর জাতি। যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা মানুষদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করবে। অথচ কোন কিছুতেই তারা আমাদের তরীকার উপর হবে না। অতএব, যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তারা ই আল্লাহর বন্ধু, ওরা নয়। সাহাবিরা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! তাদের পরিচয় চিহ্ন কী? বললেন, তাদের মাথা মুড়ান হবে। -(আবু দাউদ)

**আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারীকে হত্যা করার হুকুম**

হাদীস : ৩২৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে সাক্ষ্য দেয়, তিন কাজের যে কোন একটি ছাড়া তার খুন হালাল নহে। (১) বিবাহিত ব্যক্তি যিনায় লিপ্ত হলে তাকে কাঁকর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, তাকে কতল করা হবে, অথবা শূলে চড়ান হবে কিংবা দেশ হতে বিতাড়িত করা হবে। (৩) অথবা অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করলে উহার বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে। -(আবু দাউদ)

**একজন মুসলমানকে অনর্থক ভয় দেখান জায়েয নেই**

হাদীস : ৩২৭৬ ॥ ইবনে আবু লায়লা (রা) বলেন, মুহম্মদ (স)-এর সাহাবিরা বলেছেন যে, তারা রাসূল (স)-এর সাথে রাতে সফর করছিলেন। এক রাতে তাদের একজন ঘুমিয়ে পড়েছিল, এমন সময় তাদের এক সঙ্গী একখানা রশির দিকে অগ্রসর হল যা ঐ ঘুমন্ত লোকটির কাছে ছিল এবং তা হাতে নিল। হঠাৎ ঘুমন্ত লোকটি ঘুম হতে উঠে রশিশ হ লোকটিকে নিজের কাছে দেখে ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেল। তখন রাসূল (স) বললেন, কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নেই যে, অনর্থক সে অন্য আরেক মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করে। -(আবু দাউদ)

**খেরাজী জমি ক্রয় করা জায়েয নেই**

হাদীস : ৩২৭৭ ॥ হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন খেরাজী জমীন খরিদ করল সে যেন তার হিজরতকে বাতিল করে দিতে চাইল, আর যে ব্যক্তি কোন কাফেরের অপমান ও যিন্মত তার ঘাড় হতে নিজের ঘড়ে টেনে আনল, সে ইসলাম হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। -(আবু দাউদ)

**কাফেরদের অবস্থানে মুসলমানদের থাকা ঠিক নয়**

হাদীস : ৩২৭৮ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) ছোট একটি সেনাদল 'খাসআম' গোত্রের দিকে অভিযানে পাঠালেন। উক্ত গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক আত্মরক্ষার জন্য সিঁজদায় রত হয়ে পড়ল। কিন্তু সেনাদল তড়িৎ বেগে তাদেরকে হত্যা করে ফেলল। পরে রাসূল (স)-এর কাছে এই সংবাদ পৌছালে তিনি মিশকাত শরীফ-৬৮

নিহত ব্যক্তিদের ওয়ারিশদেরকে অর্ধেক দিয়ত আদায় করবার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যে সমস্ত মুসলমান কাফেরদের মাঝে বসবাস করে, আমার উপর তাদের সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, কেন, ইয়া রাসূল (স)! রাসূল (স) বললেন, কেননা, তাদের উচিত ছিল যে, এতো দূরে দূরে অবস্থান করে, যেন একজন অপরজনকে আশুনা পর্যন্ত দেখতে না পায়। -(আবু দাউদ)

**ইমানদার লোক অনেক অন্যায কাজ থেকে নিরাপদ থাকে**

হাদীস : ৩২৭৯ ॥ হযরত আবু হযরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইমান কোন লোককে হঠাৎ কতল করা হতে বিরত রাখে। সুতরাং কোন মুমিন যেন কোন লোককে হঠাৎ কতল না করে ফেলে। -(আবু দাউদ)

**শিরক করলে হত্যা করা জায়েয**

হাদীস : ৩২৮০ ॥ হযরত জারীর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন বান্দা শিরকের দিকে পালিয়ে যায়, তখন তার খুন হালাল। -(আবু দাউদ)

হাদীস - ৭৬৭

**এক মহিলার রক্তমূল্য ক্ষমা করা হল**

হাদীস : ৩২৮১ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, এক ইহুদী মহিলা রাসূল (স)-কে গালমন্দ করত এবং তাঁর দোষ-ত্রুটি বের করে তাকে তিরস্কার করত। জনৈক ব্যক্তি এটা শুনে তার গলা টিপে ধরল, ফলে সে মারা গেল। কিন্তু রাসূল (স) তার রক্তমূল্য মাফ করে দিলেন। -(আবু দাউদ)

হাদীস - ৭৬৮

**জাদুকরকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে হয়**

হাদীস : ৩২৮২ ॥ হযরত জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জাদুকরের শরীয় শাস্তি হল তাকে তলোয়ারের দ্বারা হত্যা করা। -(তিরমিযী)

হাদীস - ৭৬৯

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ**

**রাষ্ট্রদোহীকে হত্যা করা জায়েয আছে**

হাদীস : ৩২৮৩ ॥ হযরত উসামা ইবনে শারীক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমার উম্মতের মধ্যে বিভেদ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, তাকে কতল করে ফেল। -(নাসাঈ)

**শেষ যমানার লোকেরা কোরআন পড়বে গলদগ্রস্ত হবেন না**

হাদীস : ৩২৮৪ ॥ শারীক ইবনে শিহাব (রা) বলেন, আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, যদি আমি রাসূল (স)-এর জনৈক সাহাবীর সাক্ষাৎ পাই, তবে তাকে খারেজীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। সৌভাগ্যবশত এক ঈদের দিন আবু বারযাতুল আসলামী (রা)-এর সঙ্গে তার কয়েকজন বন্ধুসমেত আমার সাক্ষাৎ হল। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কখনো রাসূল (স)-কে খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আমার দুই কানে রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি এবং আমার দুই চোখে তাকে দেখেছি। একদা রাসূল (স)-এর খেদমতে কিছু মাল সম্পদ এসেছিল। তিনি তা বিতরণ করে দিলেন। যে তার ডানে আছে, তাকেও দিলেন এবং যে তার বামে আছে তাকেও দিলেন। কিন্তু যে তার পিছনে ছিল তাকে কিছুই দিলেন না। তখন এক ব্যক্তি পিছন হতে দাঁড়িয়ে বলল, হে মুহম্মদ! মাল বিতরণে আপনি ন্যায্য ও ইনসাফ করছেন না! লোকটি ছিল কালো বর্ণের নেড়ে মাথা। গায়ের উপর ছিল সাদা দুইখানা কাপড়। তার কথা শুনে রাসূল (স) ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা আমার পরে আর কোন ব্যক্তিকেই আমার চাইতে অধিক ন্যায্যবান ও ইনসাফকারী পাবে না। অতপর বললেন, শেষ যমানায় এমন এক দল লোকের আবির্ভাব ঘটবে এই লোকটিও তাদের একজন। তারা কোরআন পড়বে বটে, তবে কোরআন তাদের গলদদেশের নিচে অন্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা ইসলাম হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন নিক্ষিপ্ত তীর শিরাককে ছেদ করে বের হয়ে যায়। তাদের পরিচয় হল তারা হবে নেড়ে মাথা। অনবরত এই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দলটির আবির্ভাব ঘটবে মসীহে দাজ্জালের সাথে। সুতরাং তোমরা যেখানেই তাদেরকে পাও কতল করে দাও। কেননা, উহারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ও সবচাইতে মন্দ লোক। -(নাসাঈ)

হাদীস - ৭৭০

**কিছু সংখ্যক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে**

হাদীস : ৩২৮৫ ॥ আবু গালেব (রা) হতে বর্ণিত, একদা হযরত আবু উমামা (রা) দামেশকের সদর দরজায় কতগুলো বুলুন্ড মুড়ু দেখলেন। তখন আবু উমামা বললেন, এরা হল জাহান্নামের কুকুর। আসমানের নিচে সবচাইতে মন্দ এরা, যারা নিহত হয়েছে এবং সবচাইতে উত্তম ব্যক্তি তারা, যারা ইহাদেরকে কতল করেছে। অতপর তিনি কোরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, কিয়ামতের দিন কিছুসংখ্যক মুখমণ্ডল হবে জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল আর কিছুসংখ্যক

মুখ হবে কালো কুৎসিত। এই সময় আবু উমামাকে জিজ্ঞেস করা হল, এই কথাগুলো কি আপনি স্বয়ং রাসূল (স) হতে শুনেছেন? তিনি উত্তরে একবার, দুইবার কিংবা তিনবার নয়; বরং সাতবার শুনেছেন বলে উল্লেখ করে বললেন, যদি আমি স্বয়ং তাঁর কাছে হতে না শুনতাম, তা হলে আজ আমি উহা তোমাদেরকে বর্ণনা করতাম না। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, তবে তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)

## দশম অধ্যায়

### দণ্ডবিধি পর্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা

হাদীস : ৩২৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবনে খালেদ (রা) হতে বর্ণিত যে, একদা দুই বিবদমান ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে তাদের ঝগড়া পেশ করল এবং তাদের একজন বলল, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করুন। অপর লোকটি বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (স)! অবশ্যই আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব দ্বারা ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ঘটনার বিবরণ বলবার অনুমতি প্রদান করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা বল। লোকটি বলল, আমার পুত্র এই ব্যক্তির চাকর ছিল এবং তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। লোকেরা আমাকে বলেছে যে, আমার পুত্রের শাস্তি হল 'রজম'। কিন্তু আমি আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমাকে ফতোয়া দিয়েছেন যে, আমার পুত্রের শাস্তি একশত চাবুক এবং এক বৎসরের জন্য নির্বাসন। আর এই ব্যক্তির স্ত্রীর উপর অবশ্যই পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। তারপর রাসূল (স) বললেন, শুনে নাও। সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। অবশ্য আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করব। আর তা হল এই, ঐ একশত ছাগল আর দাসীটি তোমার কাছে ফেরত আসবে, তবে তোমার পুত্রের উপর পড়বে একশত চাবুক ও তার নির্বাসন হবে এক বৎসরের জন্য। আর হে উনায়স! আগামীকাল প্রাতঃকালে তুমি এই ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাও। যদি সে স্বীকার করে, তাহা হলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করবে। পরদিন ভোরে সে ঐ মহিলাটির কাছে গেল এবং সে তা স্বীকার করল। অবশেষে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হল।

-(বোখারী ও মুসলিম)

#### অবিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে একশত চাবুক মারতে হবে

হাদীস : ৩২৮৭ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালেদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) হতে শুনেছি যে, অবিবাহিত ব্যক্তি যিনায় লিপ্ত হলে তাকে তিনি একশত চাবুক মারা ও এক বৎসরের জন্য দেশান্তর করার নির্দেশ প্রদান করতেন।

-(বোখারী)

#### বিয়ের পর যিনা করলে রজম কার্যকর করতে হবে

হাদীস : ৩২৮৮ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক হযরত মুহম্মদ (স)-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাযিল করেছেন। আল্লাহ পাক যা কিছু নাযিল করেছেন, তার মধ্যে একটি হল রজমের আয়াত। রাসূল (স) জীবদ্দশায় রজম করেছেন এবং তাঁর পর আমরা রজম করেছি। আর মূলত রজমের বিধান আল্লাহর কিতাবের মধ্যে সত্য ও অবধারিত সেই ব্যক্তির উপর, যে পুরুষ ও নারী বৈবাহিক জীবন যাপনের পর যিনায় লিপ্ত হল এবং ইহার প্রমাণও পাওয়া যায় অথবা অবৈধ গর্ত প্রমাণিত হল কিংবা স্বীকারোক্তি করল। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### যুবক-যুবতী যিনা করলে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে

হাদীস : ৩২৮৯ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আমার কাছে হতে হাসিল করে নাও! তোমরা আমার কাছে হতে হাসিল করে নাও! আল্লাহ পাক নারীদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর তা হল এই, কোন যুবক ও যুবতী যিনা করলে তাদেরকে একশত চাবুক মারতে হবে ও এক বৎসরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। আর কোন বিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনা করলে একশত চাবুক মারবে ও পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে। -(মুসলিম)

#### তাওরাত কিতাবে রজমের নির্দেশ দেওয়া আছে

হাদীস : ৩২৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা ইহুদীগণ রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, তাদের এক পুরুষ ও এক নারী যিনা করেছে। তখন রাসূল (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, রজমের ব্যাপারে তাওরাতের মধ্যে তোমরা কী পেয়েছ? তারা বলল, আমরা তাদেরকে অপমান করি এবং চাবুক মারা হয়। আবদুল্লাহ



ইবনে সালাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তার মধ্যে নিশ্চয়ই রজমের কথা উল্লেখ আছে। আচ্ছা, তওরাত নিয়ে এস। তারা তা আনল এবং খুল বটে; কিন্তু তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর তার হাত দ্বারা চাপা দিয়ে রাখল এবং উক্ত আয়াতের সামনে এবং পিছন হতে পড়ল। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, তোমার হাত ওঠাও! সে হাত ওঠাল, দেখা গেল তন্মধ্যে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তখন তারা বলল, হে মুহম্মদ (স)! আবদুল্লাহ সত্যই বলেছে। ইহার মধ্যে রজমের আয়াত ঠিকই বিদ্যমান আছে। অতপর রাসূল (স) নির্দেশ করলেন, তখন তাদের উভয়কে রজম করা হল। অন্য আরেক রেওয়াজে আছে, রাসূল (স) বললেন, তোমার হাত ওঠাও! সে হাত ওঠাল, তখন দেখা গেল, সেখানে স্পষ্ট রজমের আয়াত রয়েছে। তখন হাত দ্বারা চাপাদানকারী লোকটি বলে উঠল, হে মুহম্মদ (স)! সত্যই ইহার মধ্যে রজমের আয়াত বিদ্যমান আছে। অবশ্য আমরা তা নিজেদের মধ্যে গোপন রাখতাম। অতপর তিনি নির্দেশ করলেন এবং তাদের উভয়কে পাথর নিক্ষেপ করা হল। -(মোয়াত্তা)

### যিনা করার শাস্তি রজম করে হত্যা করা

হাদীস : ৩২৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এলেন। এই সময় রাসূল (স) মসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে সম্বোধন করে বলল, হে আব্বাহর রাসূল (স)! আমি যিনা করেছি। তার দিক হতে রাসূল (স) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি সেই দিকে যেয়েও বলল, আমি যিনা করেছি। এবারও রাসূল (স) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অবশেষে লোকটি যখন নিজের উপর চারবার সাক্ষ্য দিল তখন রাসূল (স) তাকে ডাকলে এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূল (স)! অতপর তিনি লোকদের বললেন, তোমরা এই লোকটিকে নিয়ে যাও এবং তাকে রজম কর। বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ হতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন আমরা তাকে মদীনাতেই পাথর নিক্ষেপ করেছি। কিন্তু যখন তার শরীরে পাথরের আঘাতে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব হচ্ছিল, তখন সে দৌড়িয়ে পলায়ন করল। কিন্তু আমরা 'হাররা' নামক স্থানে তার নাগাল পেলাম এবং সেখানেই তাকে পাথর নিক্ষেপ করলাম। শেষ নাগাদ সে মৃত্যুবরণ করল। -(বোখারী ও মুসলিম)

জাবের (রা) হতে বোখারীর অন্য আরেক রেওয়াজের মধ্যে তার কথা, 'হ্যাঁ' এর পরে বর্ণিত আছে, অতঃপরে তিনি রজমের নির্দেশ দিলেন, তখন ঈদগাহের মাঠে তার উপর রজম করা হল। যখন পাথরের আঘাতে তার অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব হচ্ছিল, তখন সে দৌড়িয়ে পলায়ন করল। অতপর তাকে পেয়ে পাথর নিক্ষেপ করা হল, অবশেষে সে মারা গেল। কিন্তু রাসূল (স) তার সম্বন্ধে ভালই মন্তব্য করেছেন এবং তার জানাযার নামাযও পড়িয়েছেন।

### ময়েজ ইবনে মালেকের প্রতি মহানবীর হুকুম

হাদীস : ৩২৯২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন মায়েয ইবনে মালিক (রা) রাসূল (স)-এর কাছে আসলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, সম্ভবত তুমি চুষন করেছিলে অথবা চক্ষুর দ্বারা ইশারা করেছিলে কিংবা তাকে কুদৃষ্টিতে দেখেছিলে। সে বলল না, হে আব্বাহর রাসূল (স)! তখন তিনি বললেন, তা হলে তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছ? কথটি তিনি তাকে স্পষ্টই জিজ্ঞেস করেছেন। কোনরূপ ইঙ্গিত কিংবা অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেন নি। সে বলল, জি হ্যাঁ, অতপর তিনি তাকে রজম করবার হুকুম দিলেন। -(বোখারী)

### যিনার পর এক লোককে শাস্তি দেওয়া হল

হাদীস : ৩২৯৩ ॥ হযরত বুয়ায়দা (রা) বলেন, একদা হযরত মায়েয ইবনে মালিক (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূল (স)! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, আক্ষেপ তোমার প্রতি, চলে যাও, আব্বাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন এবং সামান্য একটু দূরে গিয়ে পুনরায় ফিরে এলেন এবং আবারও বললেন, ইয়া রাসূল (স)! আমাকে পবিত্র করুন। রাসূল (স) এবারও তাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এইভাবে তিনি যখন চতুর্থবার এসে বললেন, তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! আমি তোমাকে কোন জিনিস হতে পবিত্র করব? তিনি বললেন, যিনা হতে। তার কথা শুনে রাসূল (স) সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটি কি পাগল? লোকেরা বলল, না তো? তিনি পাগল নয়। তিনি আবার বললেন, লোকটি কি মদ পান করেছে? তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকে দিল; কিন্তু মদের কোন গন্ধ তার মুখ হতে পাওয়া গেল না। অতপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যই যিনা করেছ? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। ইহার পর তিনি রজমের নির্দেশ দিলেন, তখন তাঁকে রজম করা হল। এই ঘটনার দু'তিন দিন পর রাসূল (স) এসে বললেন, তোমরা মায়েয ইবনে মালেকের জন্য ইস্তেগফার কর। কেননা, সে এমন তওবাই করেছে, যদি উহা সমস্ত উম্মতের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়, তবে উহা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।



অতপর আযদ বংশের গামেদী গোত্রীয় এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ! চলে যাও, আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার কর এবং তওবা কর। তখন মহিলাটি বলল, আপনি মায়েয ইবনে মালিককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাকেও কি সেইভাবে ফিরিয়ে দিতে চান? দেখুন, আমার এই গর্ভ যিনার! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যিই গর্ভবতী? মহিলাটি বলল, জিঁ হ্যাঁ অতপর তিনি বললেন, যাও, তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আনসারী এক লোক মহিলাটির সন্তান প্রসব হওয়ার সময় পর্যন্ত তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। সন্তান প্রসব হওয়ার পর ঐ লোকটি রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! গামেদিয়া মহিলাটিকে রজম করতে পারব না। এমতাবস্থায় যে, তাকে দুধপান করাবার মত কেউই নেই। এমন সময় আর একজন আনসারী দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমিই তার দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর তাকে রজম করলেন।

অন্য এক রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) মহিলাটিকে বললেন, তুমি চলে যাও এবং সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। অতপর সন্তান প্রসবের পর যখন এল, তখন বললেন, আবারও চলে যাও এবং তাকে দুধ পান করাও এবং দুধ ছাড়ান পর্যন্ত অপেক্ষা কর। পরে যখন বাচ্চাটির দুধ খাওয়া বন্ধ হয়, তখন মহিলাটি বাচ্চার হাতে এক খণ্ড রুটির টুকরা দিয়ে তাকে সঙ্গে করে রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হল। এইবার মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর নবী! এই দেখুন দুধ ছাড়ান হয়েছে, এমন কি সে নিজের হাতে খানাও খেতেও পারে। তখন রাসূল (স) বাচ্চাটিকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিলেন। পরে মহিলাটির জন্য গর্ভ খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। অতএব, তার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গর্ভ খনন করা হল। অতপর লোকদেরকে নির্দেশ করলেন তারা মহিলাটিকে রজম করল। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় একখণ্ড পাথর নিক্ষেপ করেতেই রক্ত ছিটে এসে তাঁর মুখমণ্ডলে উপর পড়ল। তাই তিনি মহিলাটিকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে গালমন্দ করলেন। ইহা শুনে রাসূল (স) বললেন, হে খালেদ, থাম! সেই সন্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্য মহিলাটি এমন তওবা করেছে, যদি কোন বড় যালেমও এই ধরনের তওবা করে, তারও মাগফেরাত হয়ে যাবে। অতপর তিনি তার জানাযা পড়ার আদেশ করলেন। অতপর জানাযা পড়া হল এবং তাকে দাফনও করা হল। -(মুসলিম)

### দাসী যিনা করলে চাবুক মারতে হবে

হাদীস : ৩২৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কাহারও দাসী যিনা করে আর তা প্রকাশ হয়ে যায়, তখন তাকে চাবুক মার। কিন্তু তাকে তিরস্কার করা যাবে না। পুনরায় যদি যিনা করে, এইবারও তাকে দোররা লাগাও; কিন্তু তিরস্কার করা যাবে না। কিন্তু ইহার পর যদি সে তৃতীয়বারও যিনায় লিপ্ত হয় এবং তা প্রমাণিত হয়, তখন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রয় করে ফেল। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দাস-দাসীদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে

হাদীস : ৩২৯৫ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, একদা তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন হে মানুষেরা! তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের উপর শাস্তিপ্রয়োগ কর; চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। কেননা, একবার রাসূল (স)-এর দাসী যিনা করেছিল। তাবে চাবুক মারার জন্য তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে দাসীটি ছিল সদ্য প্রসূতি। তখন আমার আশঙ্কা হল, যদি আমি এই অবস্থায় তাকে চাবুক লাগাই, তা হলে আমিই তাকে হত্যা করে ফেলব। সুতরাং ব্যাপারটি আমি রাসূল (স)-এর সমীপে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি উত্তম কাজই করেছ।

-(মুসলিম)

আর আবু দাউদের এক রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) বললেন, তার নেফাসের মুদত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তাকে ছেড়ে দাও। ইহার পর তার উপর হদ প্রয়োগ কর। তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের উপর হদ প্রয়োগ কর।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যদি কেউ শাস্তির ভয়ে পালাতে চায় তখন তাকে যেতে দেওয়া উচিত

হাদীস : ৩২৯৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মায়েযুল আসলামী রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, তিনি যিনা করেছেন। তাঁর কথা শুনে রাসূল (স) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি পুনরায় সেই দিকে যেয়ে বললেন, তিনি যিনা করেছেন, এইবারও রাসূল (স) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে নিলেন। কিন্তু তিনি সেই দিকে যেয়ে আবারও বললেন, ইয়া রাসূল (স)! আমি যিনা করেছি। অবশেষে যখন চতুর্থবার ঐ একই কথা পুনরাবৃত্তি করলেন, এইবার তিনি তাকে রজম করবার জন্য হুকুম দিলেন। সে মতে তাকে 'হাররা' এলাকায় নিয়ে যাওয়া হল এবং সেখানেই তাকে পাথর দ্বারা রজম করা হল। যখন তাঁর গায়ে পাথরের আঘাত লাগল, তখন তিনি দৌড়িয়ে পালাতে লাগলেন এবং

এমন এক ব্যক্তির কাছে দিয়া অতিক্রম করলেন, যার হাতে ছিল উটের চোয়ালের হাড়ি, তৎক্ষণাৎ সে উহার দ্বারা তাকে আঘাত করল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লোকেরাও তাকে আঘাত করল। অবশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে ঘটনাটি বলল যে, তিনি পাথরের আঘাতে মৃত্যুভয়ে পালাছিলেন, তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? -তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, অন্য আরেক রেওয়াজে আছে, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? হয়তো সে তওবা করত আর আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করতেন।

### দাসীর সাথে যিনা করলে রজম করতে হবে

হাদীস : ৩২৯৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) মায়েয ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সম্পর্কে আমার কাছে যে খবর পৌছেছে, তা কি সত্য? মায়েয বললেন, আমার সম্পর্কে আপনার কাছে কী খবর পৌছেছে? তিনি বললেন, আমার কাছে এই খবর পৌছেছে, তুমি নাকি অমুক ব্যক্তির দাসীর সাথে যিনা করেছ? তিনি বললেন হ্যাঁ। কথাটি সত্য এবং তিনি এ কথাটি চারবার স্বীকার করলেন। অতপর রাসূল (স) নির্দেশ করলেন তাতে তাকে রজম করা হয়। - (মুসলিম)

### যিনার কথা স্বীকার করলে রজম করতে হবে

হাদীস : ৩২৯৮ ॥ হযরত ইয়াযীদ ইবনে নুআইম তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, মায়েয রাসূল (স)-এর কাছে এসে চারবার স্বীকার করলেন, অতপর রাসূল তাঁকে রজম করবার নির্দেশ করেছেন। আর তিনি 'হাযালা'কে বললেন, যদি তুমি তোমার কাপড় দ্বারা মায়েযের এই অপরাধ বা দোষকে গোপন করে ফেলতে, তবে উহা হতো তোমার জন্য সবচেয়ে উত্তম কাজ। বর্ণনাকারী ইবনে মুনকাদির বলেন, রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার জন্য এই হাযালাই মায়েযকে আদেশ করেছিলেন। - (আবু দাউদ) ১২৮০ - ৭৪০

### হদের বিচার প্রার্থী হলে বিচার করা ওয়াজিব

হাদীস : ৩২৯৯ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনের ইবনুস আস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, আমার কাছে পৌছাবার আগে তোমাদের সংঘটিত হদযোগ্য অপরাধ নিজেদের মধ্যে রফাদফা করে ফেল। কেননা, যেই হদের ব্যাপার আমার কাছে পৌছবে, তা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

-(আবু দাউদ ও নাসাই)

### হত ব্যতীত সাধারণ ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতে হয়

হাদীস : ৩৩০০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, সম্মানী লোকদের হদ ব্যতীত সাধারণ ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। - (আবু দাউদ)

### মুসলমানদের ওপর যথাসাধ্য হদ মওকুফ রাখার নির্দেশ

হাদীস : ৩৩০১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যথাসাধ্য মুসলমানদের উপর হতে হদ মওকুফ রাখ, যদি সামান্য পরিমাণ ও তার জন্য অব্যাহতির উপায় বের হয়, তবে তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, শাসকের পক্ষে ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে ভুল করা, শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে ভুল করা হতে অধিক উত্তম। - (তিরমিযী, অনেকের মতে এই হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) পর্যন্ত মওকুফ। আর ইহাই সহীহ। ১২৮০ - ৭৪২

### কোন মহিলাকে জোর করে যিনা করলে হদ মাফ হয়

হাদীস : ৩৩০২ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজুর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যুগে এক মহিলার সঙ্গে জোরপূর্বক যিনা করা হয়েছিল। ফলে রাসূল (স) উক্ত মহিলাটির হদ মওকুফ করেছিলেন এবং যেই পুরুষটি এই কাজ করেছিল, তাহার উপর শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তবে তিনি মহিলাটির জন্য মহর সাব্যস্ত করেছিলেন কি-না বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেন নাই। - (তিরমিযী) ১২৮০ - ৭৪৬

### জোর করে যিনা করলে মহিলার হদ মাফ

হাদীস : ৩৩০৩ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজুর (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় এক নারী নামাযের জন্য বের হল। এমন সময় এক ব্যক্তি তাকে কাপড় মোড়ান দিয়ে জড়িয়ে ধরল এবং তার উদ্দেশ্য হাসিল করে ফেলল। তখন মহিলাটি চিৎকার করলে লোকটি চলে যেতে লাগল। এমন সময় একদল মুহাজির সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছে দেখে মহিলাটি বলল, এই লোকটি আমার সঙ্গে এই এই কাজ করেছে। তারা লোকটিকে পাকড়াও করে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে গেল। অতপর তিনি মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। আর যেই লোকটি তার সঙ্গে কুকর্ম করেছে, তার সম্পর্কে লোকদেরকে বললেন, যাও এই লোকটিকে রজম কর এবং তিনি বললেন, অবশ্য এই লোকটি এমন তওবা করেছে, যদি মদীনার সমস্ত পাপীরা একরূপ তওবা করত তা হলে সকলের পক্ষ হতেও তা কবুল হত। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

### এক ব্যক্তিকে রাসূল (স) দোররা মারতে আদেশ দিলেন

হাদীস : ৩৩০৪ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি কোন এক নারীর সঙ্গে যিনা করেছিল। রাসূল (স) তাকে দোররা মারবার আদেশ দিলেন। অতএব, হৃদ্বরূপ তাকে দোররা লাগান হল, অতপর তাঁকে জানান হল যে, লোকটি বিবাহিত। তখন তিনি রজমের আদেশ করলেন, তাকে রজম করা হল। -(আবু দাউদ) ১৪২০-৭৪৪

### একশত ছড়া বিশিষ্ট খেজুরের ডাল দিয়ে আঘাত করা

হাদীস : ৩৩০৫ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) হতে বর্ণিত, একদা সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন, যেই লোকটি বিকলাঙ্গ এবং রোগগ্রস্ত অথচ তাকে মহল্লার এক দাসীর সঙ্গে যিনায় লিপ্ত পাওয়া যায়। তখন রাসূল (স) বললেন, তার জন্য এমন একি খেজুরের বড় ছড়া নিয়ে এস, যার মধ্যে ছোট ছোট একশত শাখা রয়েছে এবং উহার দ্বারা লোকটিকে একবার আঘাত কর। -(শরহে সুন্নাত এবং অনুরূপ ইবনে মাজাহরও একটি রেওয়াত আছে।)

### লাওয়াতাত করলে উভয়কে হত্যা করতে হবে

হাদীস : ৩৩০৬ ॥ ইকরেমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা যেই ব্যক্তিকেই হযরত লূত (আ)-এর কণ্ডমের ন্যায় করতে পাও, তখন যে করে এবং যার সাথে করা হয় উভয়কে হত্যা করে ফেল। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

### জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করলে জানোয়ার মেরে ফেলতে হয়

হাদীস : ৩৩০৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করে, তাকে হত্যা করে ফেল এবং তার সাথে ঐ জানোয়ারটিকেও হত্যা করে ফেল। ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, জানোয়ারটিকে কেন হত্যা করা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, এই সম্পর্কে আমি রাসূল (স) হতে কিছুই শুনি নাই। তবে আমি মনে করি, ঐ জানোয়ারের গোশত খাওয়া কিংবা উহা হতে কোনভাবে উপকৃত হওয়াকে তিনি অপছন্দ করেছেন। কেননা, জানোয়ারটির সাথে এই কুকর্মটি করা হয়েছে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### রাসূল কর্তৃক লেওয়াতাতের ভয় বেশি ১৪২০-৭৪৫

হাদীস : ৩৩০৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের উপর সবচাইতে বেশি যে জিনিসের ভয় করি, তা হল হযরত লূত (আ)-এর কণ্ডমের কুকর্ম। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

### অবিবাহিত যুবক যিনা করলে একশত চাবুক

হাদীস : ৩৩০৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, বকর ইবনে লাইস গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে চারবার এই স্বীকারোক্তি করল যে, সে একটি মহিলার সঙ্গে যিনা করেছে। লোকটি ছিল অবিবাহিত। তাই রাসূল (স) তাকে একশত চাবুক মারেন। অতপর তিনি মহিলাটির বিরুদ্ধে তার কাছে প্রমাণ চাইলেন, মহিলাটি দাবী করল, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আল্লাহর কসম, লোকটি মিথ্যা বলেছে। সুতরাং এইবার তিনি লোকটিকে হদ্দে কযফ প্রদান করলেন। -(আবু দাউদ)

### মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি দেওয়া হয়

হাদীস : ৩৩১০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি নির্দোষ বলে যখন আল্লাহর কালাম নাযিল হল, তখন রাসূল (স) মিশরের উপর দাঁড়িয়ে তা তেলাওয়াত করলেন। অতপর মিশর হতে অবতরণ করে দুইজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে শাস্তি দেয়ার নির্দেশ করলেন। সুতরাং লোকেরা তাদেরকে হদ্দে কযফ মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি প্রদান করল।

-(আবু দাউদ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### গোলামকে চাবুক মারা হল যিনার কারণে

হাদীস : ৩৩১১ ॥ হযরত নাফে (রা) হতে বর্ণিত যে, সাফিয়া বিনতে আবু ওবায়দ তাকে বর্ণনা করেছেন। একদা সরকারী এক ক্রীতদাস বায়তুল মালের একটি দাসীর সাথে বলপূর্বক যিনা করেছে। এমন কি তার কুমারিত্বও নষ্ট করে দিয়েছে। ঘটনা হযরত ওমর (রা)-এর নিকটে পৌঁছলে তিনি গোলামটিকে চাবুক মারলেন। কিন্তু দাসীটিকে শাস্তি দিলেন না। কেননা, তার সাথে জোরপূর্বক এই কাজ করা হয়েছে। -(বোখারী)

#### হদ কার্যকরের সময় পালাতে চাইলে যেতে দেওয়া উচিত

হাদীস : ৩৩১২ ॥ ইয়াযীদ ইবনে নুআইম ইবনে হাযযাল তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মায়েয

ইবনে মালিক ছিলেন ইয়াতীম। আমার পিতা তাকে লালন-পালন করেছেন। তিনি মহল্লাহর এক দাসীর সঙ্গে যিনায় লিপ্ত হন। তখন আমার পিতা তাকে পরামর্শ দিলেন, হে মায়েয! তুমি রাসূল (স)-এর কাছে যেয়ে তোমার ঘটনাটি বল, সম্ভবত রাসূল (স) তোমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করবেন। মূলত তাকে রাসূল (স)-এর খেদমতে পাঠাবার মধ্যে আমার পিতার উদ্দেশ্য তার গুনাহ মাফের কোন উপায় উদ্ভাবন হওয়া ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। সুতরাং তিনি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমি যিনা করেছি; সুতরাং আপনি আমার উপর আল্লাহর কিতাবের বিধান প্রয়োগ করুন। তার কথা শুনে রাসূল (স) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মায়েয পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমি যিনা করেছি; সুতরাং আমার উপর আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিধান প্রয়োগ করুন। অবশেষে তিনি চারবার পর্যন্ত তার কথাটি আবৃত্তি করলেন। এবার রাসূল (স) বললেন, তুমি চারবার স্বীকারোক্তি করেছ। এখন তুমি বল, কার সাথে যিনা করেছ? মায়েয বললেন, অমুক মহিলার সাথে। অতপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছ? এইবারও তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইহার পর তিনি তাকে রজম করবার জন্য আদেশ করলেন। পরে তাকে 'হাররা' নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হল এবং যখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল, তখন পাথরের আঘাত সহ্য করতে না পেরে তিনি অর্ধমৃত হয়ে পড়লেন এবং দৌড়িয়ে পালাতে লাগলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওনায়স মায়েযকে এমতাবস্থায় পেলেন যে, তার সঙ্গীরা পাথর মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এমন সময় আবদুল্লাহ উটের একখানা পায়ের হাড়ি তুলে তাকে আঘাত করলেন, যাতে তিনি মারা গেলেন। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে ওনায়স (রা)-এর কাছে এসে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কোন তাকে ছেড়ে দিলে না? সম্ভবত সে তওবা করে নিত এবং তার তওবা আল্লাহ কবুল করে নিতেন। -(আবু দাউদ)

### ব্যভিচার দূর্ভিক্ষের প্রধানতম কারণ

হাদীস : ৩৩১৩ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, সেই জাতি দূর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে পতিত হবে। আর যেই জাতির মধ্যে যুষের প্রচলন হবে সেই জাতিকে ভীষণতা ও কাপুরুষতায় গ্রাস করবে। -(আহমদ) গ্রন্থ - ৭৪৩

### লেওয়াতাতকারী আল্লাহর অভিশপ্ত

হাদীস : ৩৩১৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যেই ব্যক্তি লূত (আ)-এর কওমের ন্যায় কুকর্মে লিপ্ত হল, তার উপর আল্লাহর লানত। -(রাযীন) ১৬৪!'+(+

উক্ত রাযীনের আরেক রেওয়াত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা) এই কুকর্মে লিপ্ত উভয়কেই আঙনে পুড়িয়ে দিয়েছেন এবং হযরত আবু বকর (রা) তাদের উভয়কে দেওয়াল চাপা দিয়ে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

### পিছনের রাস্তায় সঙ্গম কলে রহমত থেকে বঞ্চিত

হাদীস : ৩৩১৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ এমন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি করবেন না, যে লোক কোন পুরুষের কিংবা নারীর গুহাধারে সঙ্গম করল। -(তিরমিযী এবং তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

### জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করলে শরীয়তে তার হদ নেই

হাদীস : ৩৩১৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জানোয়ারের সাথে বলাৎকার করল, তার উপর কোন 'হদ' নেই। -তিরমিযী ও আবু দাউদ এবং তিরমিযী সুফিয়ান সওরী হতে বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি বলেন, এই হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত হাদীস হতে অধিক সহীহ। এই হাদীসের উপরই ওলামাগণের আমল রয়েছে।

### আত্মীয়দের ওশর হদ কায়েম করতে হবে

হাদীস : ৩৩১৭ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিকটতম আত্মীয় এবং দূরবর্তী আত্মীয় সকলের উপর আল্লাহর 'হদ' কায়েম কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তোমরা কোন নিন্দাকারীর নিন্দা ও তিরস্কারকে পরোয়া করিও না। -(ইবনে মাজাহ)

### আল্লাহর নির্ধারিত হদ কায়েম করার ফযিলত

হাদীস : ৩৩১৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর হদসমূহ হতে কোন একটি 'হদ' কায়েম করা আল্লাহর সমস্ত শহর-নগরে চল্লিশ দিন যাবৎ অবিরাম বৃষ্টি বর্ষণ হতেও অনেক উত্তম। -(ইবনে মাজাহ। আর নাসাঈ এই হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

## একাদশ অধ্যায়

### চোরের হাত কাটার বিধান

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

**ফলের স্থপ থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে**

হাদীস : ৩৩১৯ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স)-কে যে ফল গাছ হতে কাটা হয়নি, এমন ফল চুরি করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, যেই ফল গাছ হতে চয়ন করে স্থপীকৃত করার পর কেহ উহা হতে কিছু চুরি করল এবং উহার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমান হল, তবে তার হাত কাটা যাবে। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

**পাহাড়ে বিচরণশীল জানোয়ার চুরি করলে হাত কাটা যাবে না**

হাদীস : ৩৩২০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রহমান ইবনে আবু হুসাইন আল-মক্কী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যেই ফল বৃক্ষ হতে কাটা হয় নি এবং যেই জানোয়ার পাহাড়ের উপর বিচরণশীল, উহা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। অবশ্য যখন জানোয়ারকে গোশালায় এবং ফলকে স্থপীকৃত করে রাখা হয়, তখন উহা চুরি করলে হাত কাটা যাবে, যদি উহার মূল্য ঢালের মূল্যের সমান হয়। -(মালিক)

**ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না**

হাদীস : ৩৩২১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছিনতাই করে সে আমাদের দলভুক্ত নহে। -(আবু দাউদ)

**আত্মসাৎকারীর হাত কাটা যাবে না**

হাদীস : ৩৩২২ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আত্মসাৎকারী, ছিনতাইকারী ও লুট তরাজকারীর হাত কাটা যাবে না। -তিরমিসী, ও নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। আর শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া মদীনায় আগমন করলেন এবং নিজের চাদরখানা মাথার নিচে বালিশস্বরূপ রেখে মসজিদের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় এক চোর এসে চাদরখানা তুলে নিল। অমনি সাফওয়ান তাকে ধরে ফেললেন এবং তাকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে এলেন। তখন রাসূল (স)! আমি তাকে এই জন্য আনি নি যে, আপনি তার হাত কেটে দেবেন। আমি উক্ত চাদরখানা তাকে সদকা করে দিয়েছি। তার কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আমার কাছে আসার পূর্বে তুমি তাকে কেন উহা সদকা করে দিলে না? আর ইবনে মাজাহ উক্ত হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবন সাফওয়ান হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর দারেমী রেওয়াত করেছেন ইবনে আব্বাস (রা) হতে।

**দীনারের এক-চতুর্থাংশ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না**

হাদীস : ৩৩২৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দীনারের এক-চতুর্থাংশ কিংবা ততোধিক পরিমাণ চুরির দায় ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

**একটি ঢাল চুরির অপরাধে হাত কাটার হুকুম**

হাদীস : ৩৩২৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, রাসূল (স)-এর ঢাল চুরির দায়ে চোরের হাত কেটেছেন যার মূল্য ছিল তিন দেবহাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

**একটা ডিম চুরি করলেও হাত কাটা যাবে**

হাদীস : ৩৩২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সেই চোরের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, যে একটি ডিম চুরি করল, আর তার হাত কাটা হল এবং একটি রশি চুরি করল আর তার হাত কণ্ঠিত হল।

-(বোখারী ও মুসলিম)

**গাছের ফল চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে না**

হাদীস : ৩৩২৬ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, গাছের ফল চুরি করার দায়ে এবং খেজুরের খোড় চুরি করার দায়ে চোরের হাত কাটা যাবে না।

-(মালিক, তিরমিসী, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)।



### যুদ্ধ অভিযানে থাকা অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না

হাদীস : ৩৩২৭ ॥ হযরত বুসর ইবনে আরতাত (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যুদ্ধ অভিযানে থাকাকালে চোরের হাত কাটা যাবে না। -(তিরমিযী, দারেমী, আবু দাউদ ও নাসাই, তবে আবু দাউদ ও নাসাই যুদ্ধ বা জেহাদের, স্থলে 'সফর' বলেছেন।

### প্রথমে চোরের ডান হাতের কজি পর্যন্ত কাটে হয়

হাদীস : ৩৩২৮ ॥ হযরত আবু সালামা হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) চোর সম্পর্কে বলেছেন, যদি সে চুরি করে, তবে প্রথমে তার ডান হাত কেটে দাও। যদি সে আবার চুরি করে, তবে তার বাম পা গোড়ালী পর্যন্ত কেটে দাও। যদি সে পুনরায় তৃতীয়বার চুরি করে এবার তার বাম হাত কজি পর্যন্ত কেটে দাও। আবার যদি যে চতুর্থবার চুরি করে, তবে তার ডান পা কেটে দাও। -(শরহে সুন্নাহ)

### চোরের ডান হাত প্রথমে কাটে হয়

হাদীস : ৩৩২৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-এর কাছে একটি চোর আনা হল। তিনি বললেন, তোমরা তার ডান হাত কেটে দাও। সুতরাং তা কাটা হল। পরে আবার চুরির দায়ে তাকে দ্বিতীয়বার আনা হল। এইবারও তিনি বললেন, তা বাম বা কেটে দাও। সুতরাং উহা কাটা হল। পরে আবার তৃতীয়বার চুরির দায়ে তাকে আনা হল। এইবারও তিনি বললেন, তার বাম হাত কেটে দাও। সুতরাং তাও কাটা হল। পরে চতুর্থবার চুরির দায়ে তাকে আনা হল। এইবার তিনি বললেন, তার ডান পা খানা কেটে দাও। এইবারও তা কাটা হল। অবশেষে চুরির দায়ে পঞ্চমবার তাকে আনা হল। এইবার তিনি বললেন, একে কতল করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাকে নিয়ে গোলাম এবং তাকে কতল করে ফেললাম। অতপর আমরা তাকে টেনে আনিয়া একটি কূপের মধ্যে ফেলে দিলাম এবং উপর হইতে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করলাম। -(আবু দাউদ ও নাসাই। আর শরহে সুন্নাহর মধ্যে চোরের হাত কাটা প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেছেন, তার হাত কেটে দাও এবং গরম তৈলে তা দাগিয়ে দাও।

### চোরের গোলাম কর্তিত হাত ঝুলিয়ে দেয়া হল

হাদীস : ৩৩৩০ ॥ হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়দ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-এর কাছে এক চোরকে আনা হল। তার হাত কাটা হল, পরে তিনি হুকুম করলেন, এইবার তার কর্তিত হাত তার গলার মধ্যে ঝুলিয়ে দাও। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)। **যহীফ-৭৪৬**

### গোলাম চুরি করলে তাকে বিক্রয় করার হুকুম আছে

হাদীস : ৩৩৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি গোলাম চুরি করে তাকে বিক্রয় করে ফেল, যদিও এক 'নাশ্বের' বিনিময়ে হয়। -(আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)। **যহীফ-৭৪৭**

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### চোরের প্রতি বদান্যতা দেখান উচিত নয়

হাদীস : ৩৩৩২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-এর কাছে এক চোরকে আনা হল। তিনি তার হাত কেটে দিলেন। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাদের ধারণা এটা ছিল না যে, আপনি তার হাত কেটে দেবেন; বরং আমরা মনে করেছিলাম আপনি তাকে কিছুটা শাসিয়ে দিবেন। ইহার জওয়াবে তিনি বললেন, যদি ফাতেমাও চুরিতে ধৃত হত, অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম। -(নাসাই) **যহীফ-৭৫০**

### গোলাম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না

হাদীস : ৩৩৩৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা এক লোক তার একটি গোলামকে হযরত ওমর (রা)-এ কাছে নিয়ে আসল এবং বলল, ইহার হাত কেটে দিন। কেননা, সে আমার স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে। উত্তরে ওমর (রা) বললেন, তার হাত কাটা যাবে না। কেননা, সে তোমাদেরই খাদেম, সে তোমাদেরই মালই নিয়েছে। -(মালিক

### কাফন চোরের হাত কাটা যাবে

হাদীস : ৩৩৩৪ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু যর! উত্তরে আমি বললাম, আমি উপস্থিত ইয়া রাসূল (স)! এবং আমি আপনার খেদমতের জন্য হাযির। তিনি বললেন, সেই সময় তুমি কি করবে, যখন আকস্মিক মহামারীতে ব্যাপকভাবে মানুষের মৃত্যু ঘটবে, এমন কি একটি ঘরের অর্ধাংশ, কবরের মূল্য একটি গোলামের মূল্যের সমান হবে? উত্তরে আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সমধিক অবগত। তিনি বললেন, তখন তুমি সবর ও ধৈর্যধারণ করবে। হায্যাদ ইবনে আসু সুলায়মান বলেছেন, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে। কেননা, সে মৃতের ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছে। -(আবু দাউদ)



## দ্বাদশ অধ্যায়

### দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

**আল্লাহর দরবারে দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ নেই**

হাদীস : ৩৩৩৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করেছিল। যাতে কোরাইশগণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তারা বলল, কে রাসূল (স)-এর কাছে এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে? আবার তারা ইবনে যয়দ ব্যতীত আর কে এই ব্যাপারে সাহস করবে? কারণ, সে হল রাসূল (স)-এর অত্যন্ত প্রিয়। অতপর তিনি রাসূল (স)-এর সমীপে এই ব্যাপারে আলোচনা করলেন। তার কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহ হতে একটি ব্যাপারে সুপারিশ করছ? অতপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে জনগণ! জেনে রাখ, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্বকারলোকগণ এই আচরণের কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাহাদের মধ্যে কোন ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোন অসহায় দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তা হলে আমি নিশ্চয়ই তার হাত কেটে দিতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক রেওয়াতে আছে, আয়েশা (রা) বলেছেন, মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা লোকদের কাছে হতে জিনিসপত্র ধার নিয়ে পরে সে তা অস্বীকার করত। এই জন্য রাসূল (স) তার হাত কেটে ফেলার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। অতপর উক্ত মহিলাটির আপনজনেরা উসামার কাছে এসে আলোচনা করল, পরে উসামা এই ব্যাপারে রাসূল (স)-এর সাথে আলোচনা করলেন। ইহার পর হাদীসের অবশিষ্ট ঘটনার বিবরণ অবিকল পূর্বের ন্যায়।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করা**

হাদীস : ৩৩৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহ হতে কোন একটি দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সে যেন আল্লাহর সঙ্গে মোকাবিলায় লিপ্ত হল। আর যে লোক জেনে-শুনে বাতিল বা অন্যায় সমর্থনে ঝগড়ায় লিপ্ত হল, সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির মধ্যেই পড়ে রইল। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন সম্পর্কে এমন অপবাদ রটাল, যে দোষ তার মধ্যে নেই, যতক্ষণ না সে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায় তার উক্তি হতে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামীদের দূষিত রক্ত ও পূজের মধ্যে অবস্থান করাবেন। -আহমদ ও আবু দাউদ। আর বায়হাকীর কিতাব শোআবুল ইমানের এক রেওয়াতে আছে, যে লোক কোন ঝগড়া-বিবাদে মধ্যে কোন পক্ষের সাহায্য-সহযোগিতা করল, অথচ তার এইটুকুও জানা নেই যে, উহা ন্যায় বা অন্যায়, তবে সে তা পরিহার না করা পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকবে।

**চুরি প্রমাণিত হলে হাত কাটতে হবে**

হাদীস : ৩৩৩৭ ॥ হযরত আবু উমাইয়া মুখযুমী (রা) হতে বর্ণিত, একদা নিশ্চয়ই রাসূল (স)-এর কাছে এক চোরকে আনা হল। অবশ্য যে পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করল যে, সে চুরি করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে চুরির কোন মাল পাওয়া যায় নি। তখন রাসূল (স) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার ধারণা যে, তুমি চুরি কর নি। কিন্তু সে বলল, হ্যাঁ, আমি চুরি করেছি। উক্ত কথাটি দুই কি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই চুরি করেছি বলে স্বীকার করল। অতপর তিনি নির্দেশ দিলেন এবং তার হাত কাটা হল। ইহার পর তাকে আবারও রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত করা হল, তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, যাও, আল্লাহর কাছে মাফ চাও এবং তওবা কর। সে বলল, আমি আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছি এবং তওবা করেছি। অতপর রাসূল (স) তার জন্য তিনবার এই দোয়া করলেন। আয় আল্লাহ! তার তওবা কবুল কর। -(আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দরেমী)

ফাঈজ - ৭৫০

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### মদ্যপানের শাস্তির বিধান

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

**মদ্যপানকারীর জন্য শাস্তির বিধান আছে**

হাদীস : ৩৩৩৮ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) মদ্যপানের জন্য খুরমা গাছের ডাল ও জুতার দ্বারা প্রহার করেছেন এবং আবু বকর (রা) চল্লিশ চাবুক মেরেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আনাস (রা) হতে অন্য এক রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) মদ্যপায়ীকে জুতা ও খেজুরের ডাল দ্বারা চল্লিশবার প্রহার করতেন।

### হযরত ওমর (রা) মদ্যপানকারীকে চল্লিশ চাবুক মেরেছিলেন

হাদীস : ৩৩৩৯ ॥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সময়, আবু বকরের খেলাফতকালে এবং ওমরের খেলাফতের প্রারম্ভে মদ্যপায়ীকে এনে উপস্থিত করা হত। তখন আমরা আমাদের হাত, জুতা এবং চাদর দ্বারা তাকে আঘাত করতাম। কিন্তু হযরত ওমরের খেলাফতের শেষ দিকে তিনি চল্লিশ চাবুক মারতেন। আর যখন তারা সীমিতক্রম করতে লাগল এবং ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হতে আরম্ভ করল, তখন তিনি আশি দোররা মারতে লাগলেন।

-(বোখারী)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### যে মদ্যপান করে তাকে দোররা মারতে হবে

হাদীস : ৩৩৪০ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, তাকে দোররা লাগাও। যদি সে চতুর্থবারও মদ্যপানের পুনরাবৃত্তি করে, তবে তাকে কতল করে ফেল। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর এক সময় এমন এক ব্যক্তিকে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত করা হল, যে চতুর্থবার মদ্যপান করেছে। কিন্তু তিনি তাকে প্রহার করলেন অথচ 'কতল' করেন নি। -তিরমিযী, আর আবু দাউদ এই হাদীসটি কাবীসা ইবনে যুওয়াযব হতে রেওয়াতে করেছেন। এতদভিন্ন তিরমিযী ও আবু দাউদের অন্য রেওয়াতে এবং নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং দারেমীর রেওয়াতে রাসূল (স)-এর এক দল সাহাবী -ইবনে ওমর, মুআবিয়া, আবু হুরায়রা এবং শারীদ প্রমুখ হতে 'তাকে হত্যা করে ফেল' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

#### রাসূল (স) মদ্যপানকারীকে মারধর করার নির্দেশ দিলেন

হাদীস : ৩৩৪১ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আযহার (রা) বলেন, একটি দৃশ্যকে আমি যেন এখনও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আর তা হল এই একদা রাসূল (স)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল। সে মদ্য পান করেছিল। তখন তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা এটাকে মার। সুতরাং তাকে কেউ জুতার দ্বারা আবার কেউ লাঠির দ্বারা এবং কেহ খেজুর ডাল দ্বারা লোকটিকে আঘাত করল। বর্ণনাকারী ইবনে ওহাব বলেন, এই হাদীসে মীখা-এর অর্থ হর খেজুরের কাঁচা ডাল। অতপর রাসূল (স) স্বয়ং নিজেই যমীন হতে কিছু মাটি তুলে নিলেন এবং ঘৃণা ও নিন্দার ছলে উহা তার মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। -(আবু দাউদ)

#### মদ খেলে তাকে পেটানোর নির্দেশ

হাদীস : ৩৩৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা নিশ্চয়ই রাসূল (স)-এর কাছে এমন এক লোককে আনা হল, যে মদ্য পান করেছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা লোকটিকে পেটাও। সুতরাং আমাদের কেউ হাত দ্বারা কেউ চাদর দ্বারা আবার কেউ জুতার দ্বারা তাকে মারধর করল। অতপর তিনি বললেন, এই কাজের দরুণ তোমরা তাকে ভর্ৎসনা ও নিন্দা জ্ঞাপন কর। সুতরাং লোকেরা তার সামনে গিয়ে তাকে মুখোমুখি তিরস্কার করতে করতে বলল, তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? তোমার কি আল্লাহর আযাবের ভয় নেই? রাসূল (স) হতেও কি তোমায় লজ্জাবোধ হল না ইত্যাদি দ্বারা তাকে নিন্দা করতে গিয়ে কোন এক ব্যক্তি বলে ফেলল, 'আল্লাহ তোমাকে অপমান ও লাঞ্ছিত করুক'। এই কথা শুনে রাসূল (স) বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা তাকে এরূপ কথা বা এরূপ বদদোয়া করিও না। তোমরা এরূপ বল তার ব্যাপারে শয়তানের মদদ ও সাহায্য করো না; বরং তোমরা এভাবে বল, আয় আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ! তার প্রতি অনুগ্রহ কর। -(আবু দাউদ)

#### মাতলামি করার কেসাস জারি হয়নি

হাদীস : ৩৩৪৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মদ্য পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। লোকেরা তাকে এমন অবস্থায় পেল যে, সে রাস্তার মধ্যে মাতলামি করছে। অতপর লোকেরা তাকে রাসূল (স)-এর সমীপে ধরে নিয়ে আসতে লাগল। যখন সে হযরত আব্বাস (রা)-এর ঘরের কাছাকাছি ল, তখন সে লোকদের হাত হতে ছুটে গিয়ে আব্বাসের গৃহে পবেশ করল এবং তাকে জড়িয়ে ধরল। পরে লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে এসে এই খবর জানালে তিনি হেসে ফেললেন এবং বললেন, সে কি এরূপ করেছে? এবং তিনি তার ব্যাপারে কোন কিছু নির্দেশ করেন নি।

১৫২-৭৫২

-(আবু দাউদ)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## মদপানের হদ নির্ধারিত হয়নি

হাদীস : ৩৩৪৪ ॥ হযরত ওমায়ের ইবনে সায়ীদ নাখরী (রা) বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, কারও উপর আমি শাস্তি প্রয়োগ করলে এসে সে যদি মারা যায়, তবে আমি এই জন্য কখনো দুঃখিত বা অনুতপ্ত হব না। কিন্তু মদ্যপায়ীর ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। কখনো যদি সেই মদ্যপায়ী শাস্তি প্রয়োগে মৃত্যুবরণ করেছে তখন আমি তার জরিমানা আদায় করেছি। আর তা এ জন্য ছিল যে, নিশ্চয় রাসূল (স) এটার 'হদ' নির্ধারণ করেন নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

## মদপানকারীকে আশি দোররা মারতে হবে

হাদীস : ৩৩৪৫ ॥ সওর ইবনে যায়দ দায়লামী (রা) বলেন, মদ্যপায়ীর শাস্তির ব্যাপারে হযরত ওমর (রা) সাহাবাদের পরামর্শ চাইলেন। তখন হযরত আলী (রা) বললেন, আমি মনে করি, তাকে আশি দোররা লাগান উচিত। কেননা, যখন সে মদ্যপান করে, তখন সে মাতাল হয়ে পড়ে, আর মাতাল আবোল তাবোল বকাবাকি করে। আর যখন সে আবোল তাবোল বকে তখন সে মিথ্যা অপবাদও রটায়। সেই হতে হযরত ওমর (রা) মদ্যপায়ীকে আশি দোররা মারার নির্দেশ দিলেন। -(মালিক)

## চতুর্দশ অধ্যায়

## সাজাপ্রাপ্তদের বদ দোয়া না করা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## সব অপরাধীকে অভিশাপ দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৩৪৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি যার নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং হিমার উপাধিতে পরিচিত ছিল। সে তার আচরণে রাসূল (স)-কে হাসাত। মদ্য পানের অপরাধে রাসূল (স) তাকে একবার চাবুক মেরেছিলেন। আবার একদিন এই অপরাধে রাসূল (স)-এর কাছে আনা হল। তিনি নির্দেশ করলেন, তখন তাকে চাবুক মারা হল। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হউক। কতবারই না তাকে এই অপরাধে আনা হল? এতে রাসূল (স) বললেন, তার উপর লা'নত করিও না। আল্লাহর কসম! আমি তার সম্পর্কে জানি যে, সে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে মহব্বত করে। -(বোখারী)

## মদপানকারীকে মারধর করা যায়

হাদীস : ৩৩৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-এর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হল, যে মদ্য পান করেছে। তিনি বললেন, তোমরা এই লোকটিকে পেটাও। তখন আমাদের কেউ তার হাতের দ্বারা, আবার কেউ জুতার দ্বারা এবং কেউ কাপড় দ্বারা মারধর করল। যখন সেই ব্যক্তি ফিরে গেল, তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে কেউ বলে উঠল, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্চিত করুক। তার এই কথা শুনে রাসূল (স) বললেন; তোমরা তাকে এইরূপ বলিও না, তার প্রতি শয়তানের সাহায্য করিও না। -(বোখারী)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা

হাদীস : ৩৩৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মায়েয আসলামী রাসূল (স)-এর কাছে এসে স্বীকার করল যে, সে এক মহিলার সাথে হারাম কাজ করেছে। এই কথাটি সে চারবার স্বীকার করল; কিন্তু প্রত্যেকবারই রাসূল (স) তার দিক হতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উদ্দেশ্য, সে তার কথা হতে ফিরে যাক। কিন্তু সে বারবার একই কথা বলতে থাকে। পরে রাসূল পঞ্চমবার তার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, তুমি কি উক্ত মহিলাটির সাথে সহবাস করেছে? সে বলল, হ্যাঁ, রাসূল (স) কথাটি আরও স্পষ্ট হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা! তোমার লজ্জাস্থান তার লজ্জাস্থান (ফুরুজ)-এর মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কি এমনভাবে যে, সুরমার শলা সুরমাদানীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং বালতি রশিহ কূপের ভিতরে ঢুকে যায়? উত্তরে সে বলল, জি হ্যাঁ। অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! তুমি কি জান যিনা কাহাকে বলে? সে বলল, হ্যাঁ জানি। আমি তার সাথে এমনভাবে হারাম কাজ করেছি, যেমনভাবে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হালালভাবে সঙ্গম করে।

অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই সমস্ত কথার দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী? সে বলল, আমি চাই যে, আপনি আমাকে এই গুনাহ হতে পবিত্র করে দেন। সুতরাং তিনি আদেশ করলেন, ফলে তাকে রজম করা হল। এরপর রাসূল (স) তাঁর দুজন সাহাবিকে আলোচনা করতে শুনলেন যে, একজন অপরজনকে বলছে, ঐ লোকটির অবস্থা দেখ তো? আল্লাহ পাক তার দোষ গোপন করেছিলেন। কিন্তু তার মনের প্রেরণা তাকে ছাড়ল না। ফলে তাকে এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করে মারা হয়েছে, যেমন কুরকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। তাদের উভয়ের বাক্যালাপ শুনে রাসূল (স) নীরব থাকলেন এবং তিনি কিছুক্ষণ পথ চললেন। অবশেষে তিনি এমন একটি মৃত গাধার কাছে দিয়ে গেলেন যার পা ফুলে উপরের দিকে উঠে রয়েছে। এবার তিনি বললেন, অমুক অমুক কোথায়? তারা বলল, এই তো আমরা ইয়া রাসূল (স)। তিনি বললেন, তোমরা দুজন নামো এবং এই মৃত গাধাটির গোশত খাও। তারা বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! এই মৃত গাধার গোশত কে খেতে পারবে? এবার তিনি বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বে তোমরা দুজন তোমাদের ভাইয়ের ইজ্জত আবরুকে যে নষ্ট করলে, তা এ মৃত গাধার গোশত খাওয়ার চাইতেও অধিক জঘন্য। সেই সত্তার কদম যার হাতে আমার প্রাণ। ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই এখন বেহেশতের নহরসমূহে ডুব দিয়ে বেড়াচ্ছে। -(আবু দাউদ) **যইফ-৭৫৬**

### হদ কার্যকর করলে পাপ মুক্ত হয়

হাদীস : ৩৩৪৯ ॥ হযরত খুযায়মা ইবনে সাবেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করে এবং তার উপর এই অপরাধের 'হদ' কায়েম করা হয়, তখন উক্ত 'হদ'ই তার অপরাধের কাফফারা হয়ে যায়।

-(শরহে সুন্নাহ)

### দুনিয়ার হদ কার্যকর করলে আখেরাতে শাস্তি হবে না

হাদীস : ৩৩৫০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন অপরাধ করল, যার সাজা নির্ধারিত আছে। আর দুনিয়াতে উহা তার উপর কার্যকরীও করা হয়েছে, আল্লাহ পাক তার বান্দার প্রতি সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। তিনি ন্যায়কে খুব বেশি পছন্দ করেন। সুতরাং তাকে পরকালে দ্বিতীয়বার সাজা দেবেন না। আর যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করল, অথচ আল্লাহ তার সেই অপরাধকে গোপন করে রেখেছেন এবং শাস্তি প্রয়োগ হতে অব্যাহতি দিয়েছেন। আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়ালু। সুতরাং পরকালে তাকে ঐ অপরাধে আর সাজা দেবেন না, যা দুনিয়াতে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আর তিরমিযী এই হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।)

**যইফ-৭৫৪**

## পঞ্চদশ অধ্যায়

### সতর্কতামূলক শাস্তি প্রদান

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত অন্যান্য শাস্তি দশ চারুক

হাদীস : ৩৩৫১ ॥ হযরত আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত অন্য কোন অপরাধে দশ চারুকের বেশি প্রয়োগ করা জায়েয নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### মুখমণ্ডলে মারধর করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৩৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মারধর করে, তখন অবশ্যই যেন মুখমণ্ডলে না মারে। -(আবু দাউদ)

#### কোন মুসলমানকে ইহুদী বললে বিশ চারুক মারতে হবে

হাদীস : ৩৩৫৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তিকে 'ইহুদী' বলে, তখন তাকে বিশ বার চারুক মার। অনুরূপভাবে যদি কাহাকেও 'হিজড়া' বলে, তখনও তাকে বিশ দোররা লাগাও। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি তার কোন মাহরাম নারীর সাথে যিনা করে, তখন তাকে 'কতল' কর। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।)

**যইফ-৭৫৫**

#### আল্লাহর সাথে খেয়ানত করলে মারধর করা যায়

হাদীস : ৩৩৫৪ ॥ হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমরা লোক লোককে আল্লাহর পথে খেয়ানত করতে পাও, তবে তার সমুদয় মাল পুড়িয়ে ফেল এবং তাকে প্রহার কর। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ। আর তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।)

**যইফ-৭৫৬**

## ষোড়শ অধ্যায়

### মদ্যপারীর প্রতি ভীতিপ্রদর্শনের গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### নাবীয প্রস্তুত করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৩৫৫ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) শুকনো এবং কাঁচা খেজুরকে একত্র করে শুকনো আঙ্গুর এবং শুকনা খেজুরকে মিশ্রিত করে এবং কাঁচা ও তাজা খেজুরকে একত্র করে নাবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। অতপর বলেছেন, প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে ভিজিয়ে শরবত প্রস্তুত কর। -(মুসলিম)

#### মদ সিরকা হিসেবে ব্যবহৃত হবে না

হাদীস : ৩৩৫৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, মদকে সিরকায় পরিণত করা জায়েয আছে কিনা? তিনি বললেন, না। -(মুসলিম)

#### মদ ঔষধ নয় নেশা উৎপাদনকারী বস্তু

হাদীস : ৩৩৫৭ ॥ ওয়ায়েল হাযয়ামী (রা) হতে বর্ণিত যে, হযরত তারেক ইবনে সুওয়ায়দ (রা) রাসূল (স)-কে মদ ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। পরে তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি তা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করি? রাসূল (স)-বললেন তা ঔষধ নহে; বরং তা নিজেই রোগ। -(মুসলিম)

#### খেজুর আঙ্গুর থেকে মদ উৎপন্ন হয়

হাদীস : ৩৩৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, এই দুই প্রকারের গাছ হতে মদ প্রস্তুত হয়। -খেজুর ও আঙ্গুর। -(মুসলিম)

#### পাঁচ প্রকারে জিনিস দিয়ে মদ তৈরি হয়

হাদীস : ৩৩৫৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদা হযরত ওমর (রা) মিশরের উপর খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, অবশ্যই মদ হারাম ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়েছে। আর উহা সাধারণত পাঁচ প্রকারের জিনিস দ্বারা প্রস্তুত হয়। -(আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু। মদ তাই যাহা বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়। -(বোখারী)

#### মদপান হারাম ঘোষিত হয়েছে

হাদীস : ৩৩৬০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, মদ যে মুহূর্তে হারাম করা হয়, তখন আমাদের মধ্যে আঙ্গুরের তৈরী মদ খুব কমই প্রচলিত ছিল। সাধারণত কাঁচা ও পাকা খেজুর হতে আমাদের মদ প্রস্তুত হত। -(বোখারী)

#### বিতআ এক প্রকার মদ জাতীয় পানীয়

হাদীস : ৩৩৬১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে 'বিতআ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, অর্থাৎ মধু হতে তৈরি মদ সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন, যে কোন পানীয় নেশা সৃষ্টি করে তা-ই হারাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই মদ

হাদীস : ৩৩৬২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই মদ এবং প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বরাবরই মদ পান করেছে এবং তা হতে তওবা না করেছে মৃত্যুবরণ করেছে, সে পরকালে তা পান করতে পারবে না। -(মুসলিম)

#### নেশা সৃষ্টিকারী কোন কিছুই পান করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৩৬৩ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি ইয়ামান দেশ হতে আগমন করল এবং রাসূল (স)-কে ঐ মদের বিধান জিজ্ঞাসা করল, যা তাদের দেশে পান করা হয়। এই মদটি জোয়ার হতে প্রস্তুত করা হয়। তারা উহাকে 'মিয়র' বলে। এর উত্তরে রাসূল (স) জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এর দ্বারা কি নেশা সৃষ্টি হয়? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন প্রত্যেক জিনিসই হারাম। আর আল্লাহর প্রতিজ্ঞা হল এই যে, যে লোক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস পান করবে, তিনি তাকে 'তানাতুল খাবাল' পান করাবেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! 'তানাতুল খাবাল' জিনিসটা কী? তিনি বললেন, তা জাহান্নামীদের গায়ের ঘাম, অথবা তিনি বলেছেন, দোষখীদের রক্ত ও পুঁজ। -(মুসলিম)



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন মদপান করলে চল্লিশ দিন নামায কবুল হবে না

হাদীস : ৩৩৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, আল্লাহ পাক চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল করে না। অবশ্য যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। যদি সে পুনরায় মদ্যপান করে, আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল করেন না। আবার যদি সে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। যদি সে আবারও মদ্যপান করে, আল্লাহ চল্লিশ দিন নাগাদ তার নামায কবুল করেন না। পুনরায় যদি সে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। যদি সে চতুর্থবারও মদ্যপানের পুনরাবৃত্তি করে, তা হলে আল্লাহ তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করে না। এবারও যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন না এবং আল্লাহ তাকে 'নহরে খাবাল' হতে অর্থাৎ, জাহান্নামীদের রক্ত ও পূজের নহরত হতে পান করাবেন। -(তিরমিযী। আর নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে রেওয়াতে করেছেন।

যে জিনিস বেশি পান করলে নেশা হয় তা হারাম

হাদীস : ৩৩৬৫ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে জিনিস অধিক পরিমাণে ব্যবহার কলে নেশা সৃষ্টি করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস হারাম

হাদীস : ৩৩৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে জিনিস এক 'ফারাক' পরিমাণ ব্যবহার করে নেশা সৃষ্টি করে, তা হাতের অঙ্গুলি পরিমাণ ব্যবহার করাও হারাম। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

খেজুর কিশ্মিশ থেকে মদ তৈরি হয়

হাদীস : ৩৩৬৭ ॥ হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই গম, যব, খেজুর, কিশ্মিশ এবং মধু হতেও মদ প্রস্তুত হয়। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।)

মদ এতিমের সম্পদ হলেও তা চেলে ফেলতে হবে

হাদীস : ৩৩৬৮ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে কোন এক এতিমের কিছু মদ ছিল। যখন সূরা মায়দা নাযিল হল তখন আমি এই সম্পর্কে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূল (স)! উহা তো এতিমের মাল। তিনি বললেন, তবুও তাকে চেলে ফেল। -(তিরমিযী)

মদের পাত্রও ভেঙে ফেলার নির্দেশ আছে

হাদীস : ৩৩৬৯ ॥ হযরত আনাস (রা) আবু তালহা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূল (স)! আমি সে সমস্ত এতিমদের জন্য কিছু মদ ক্রয় করেছি যার আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হচ্ছে। রাসূল (স) বললেন, মদ ফেলে দাও এবং তার পাত্রগুলোও ভেঙে ফেল। -তিরমিযী। অবশ্য তিরমিযী এই হাদীসটিকে যঈফ বলেছে। আর আবু দাউদের রেওয়াতে আছে, আবু তালহা (রা) রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তার তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত এতিম আছে, মীরাস সূত্রে তারা কিছু মদের মালিক হয়েছে। তিনি বললেন, তা ফেলে দাও। আবু তালহা বললেন, আল্লাহ, আমি কি উহাকে সিরকা বানাতে পারব না? তিনি বললেন না।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপকারী জিনিস ব্যবহার নিষেধ

হাদীস : ৩৩৭০ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী ও জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপকারী জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ) ২৫৭-৭৫৭

কোন অবস্থায়ই মদ পান করা যাবে না

হাদীস : ৩৩৭১ ॥ হযরত দায়লামে হিমইয়ারী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে আরয করলাম ইয়া রাসূল্লাহ (স)! আমরা গম দ্বারা মদ তৈরী করি। উহা পানে আমাদের দেহে শক্তির সঞ্চয় হয় এবং আমাদের শরীরে শক্তি যোগায় এবং আমাদের অঞ্চলের শীত হতে আত্মরক্ষা করে। রাসূল (স) জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে কি নেশা হয়? আমি বললাম, জি হ্যাঁ, তাতে নেশা হয়। তিনি বললেন, তা হতে বেচে থাক। আমি বললাম, আমাদের দেশের লোকেরা তা বর্জন করবে না। এবার তিনি বলেন, যদি তারা তা পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। -(আবু দাউদ)

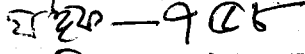
মদ, জুয়া কুবা ও গোবায়রা প্রভৃতি নিষেধ

হাদীস : ৩৩৭২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) মদ, জুয়া, কুবা ও গোবায়রা প্রভৃতিকে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরও বলেছেন, নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই হারাম। -(আবু দাউদ)

### খোটাদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না

হাদীস : ৩৩৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মাতা-পিতার সঙ্গে নাফরমানীকারী, জুয়াড়ী, উপকার করে খোটাদানকারী ও হামেশা মদ্যপায়ী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। -দারেমী, দারেমীর অন্য আরেক রেওয়াতে জুয়াড়ির পরিবর্তে আছে, জারজ সন্তান বেহেশতে প্রবেশ করবে না বলেছে।

### মদপান করলে দোষখে পুঁজ পান করান হবে

হাদীস : ৩৩৭৪ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত ও বরকত এবং দুনিয়াবাসীর জন্য হেদায়ত ও পথপ্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং আমার সেই মহাপরাক্রমশালী প্রভু সর্বপ্রকারের ঢোল ও যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তিসমূহ, শূলি ও ক্রুশ এবং জাহেলী যুগের বদ রসম ও কুসংস্কার নির্মূল ও ধ্বংস করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমার মহা পরাক্রমশালী রব তাঁর মহাক্রমতার শপথ করে বলেছেন, আমার বান্দাদের যে কোন বান্দা এক ঢোল মদ পান করবে, আমি নিশ্চয় তাকে অনুরূপ দোষীদের পচা পুঁজ পান করাব। আর যে লোক আমার ভয়ে তা পান করা বর্জন করবে, আমি অবশ্যই পবিত্র কূপ হতে তাকে পান করাব। -(আহমদ) 

### দাইউস ব্যক্তি বেহেশতে যেতে পারবে না

হাদীস : ৩৩৭৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোকদের জন্য আল্লাহ পাক বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন। নিত্য মদ পানকারী, পিতা-মাতার নাফরমানকারী, অবাধ্য লোক এবং দাইউস, অর্থাৎ যে লোক তার পরিবারের কুকর্মকে স্বীকৃতি দেয়। -আহমদ ও নাসাঈ

### আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে যাবে না

হাদীস : ৩৩৭৬ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। নিত্য মদ্যপায়ী, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী এবং জাদু টোনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী আহমদ

### মদ পান করা অবস্থায় মারা গেলে দোষখী হবে

হাদীস : ৩৩৭৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিত্য মদ্যপায়ী অবস্থায় যার মৃত্যু ঘটবে, সে মূর্তিপূজকের ন্যায় আল্লাহ পাকের সম্মুখীন হবে। -(আহমদ)

### মূর্তিপূজা আর মদপানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই

হাদীস : ৩৩৭৮ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, আমার কাছে এই দুয়ের মধ্যে কোন রকমের প্রভেদ নেই, আমি মদপান করব অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে খুঁটির পূজা করব। -(নাসাঈ)

## সপ্তদশ অধ্যায়

### প্রশাসন ও বিচার পর্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### আমীরের আনুগত্য করা অবশ্য করণীয়

হাদীস : ৩৩৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, বস্তুত সে আল্লাহর নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। প্রকৃতপক্ষে ইমাম বা শাসক হলেন, চালস্বরূপ, তাঁর পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তাঁর দ্বারা নিরাপদে থাকা যায়। সুতরাং যে শাসক বা ইমাম খোদার প্রতি ভয়-ভীতি রেখে তাঁর বিধান মোতাবেক শাসন চালায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে, এর বিনিময়ে সে সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করবে। কিন্তু যদি সে তার বিপরীত কোন কথা বলল বা কোন কাজ করল, তা হলে তার গুনাহ এবং সাজাও তার উপর বর্তাবে।

-(বোখারী মুসলিম)

#### শাসনকর্তার আদেশ নিষেধ মেনে চল

হাদীস : ৩৩৮০ ॥ হযরত উম্মুল হসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন বিকলাঙ্গ কুৎসিত ক্রীতদাসকেও তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে, তবে তোমরা অবশ্যই তার আদেশ-নিষেধ মেনে চল এবং তার আনুগত্য কর। -(মুসলিম)

### যে কোন শাসনকর্তার হুকুম মানতে হয়

হাদীস : ৩৩৮১ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা হুকুম শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কিশমিশের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট হাবশী গোলামকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। -(বোখারী)

### প্রত্যেক মুসলমানের আনুগত্য করা উচিত

হাদীস : ৩৩৮২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। চাই সে নির্দেশতার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ না তাকে নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু যদি তার প্রতি নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার দায়িত্ব নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

### ন্যায় ও সংকাজের ক্ষেত্রে আনুগত্য করতে হবে

হাদীস : ৩৩৮৩ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নাফরমানীর ব্যাপারে আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলমাত্র ন্যায় ও সংকাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। -(বোখারী ও মুসলিম)

### সর্ব অবস্থায় আনুগত্য পালন করতে হয়

হাদীস : ৩৩৮৪ ॥ হযরত ওবাদাতা ইবনে ছামেত (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স) কাছে বায়আত গ্রহণ করেছিলাম এই প্রতিজ্ঞার উপর যে, আমরা মেনে চলব ও আনুগত্য করব কষ্টে, আরামে, সুখে ও দুঃখে, আমাদের উপর কোন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেও আমরা সবর করব, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করব না। সত্যের উপর অবিচল থাকব। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আল্লাহর পথে কোন ভৎসনাকারীর ভৎসনাকে আমরা মোটেই পরোয়া করব না। অন্য এক রেওয়াজে আছে, রাসূল (স) আমাদের কাছে হতে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, আমরা নিযুক্ত শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না। অবশ্য তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই বা বিদ্রোহ করতে পার, যদি তাকে প্রকাশ্যে কুফরী তথা গুনাহর কাজে লিপ্ত হতে দেখ। আর সে ব্যাপারে যাকে তোমাদের কাছে আল্লাহর কোরআন-এর ভিত্তিতে কোন দলিল প্রমাণ থাকে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### সাধ্যমত আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হয়

হাদীস : ৩৩৮৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, যখনই আমরা রাসূল (স)-এর কাছে শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়আত (অঙ্গীকার) গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাদেরকে বলতেন, যা তোমাদের সাধ্যমত হয় তা-ই কর।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### জামাত থেকে এক বিষয় দূরে সরলে জাহেলিয়াত প্রবেশ করবে

হাদীস : ৩৩৮৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেউ তার শাসককে অপছন্দীয় কিছু করতে দেখে, তবে তার ধৈর্যধারণ করা উচিত। কেননা, যে কেউ ইসলামী জামাআত বা সংগঠন হতে এক বিষয় পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হল, সে জাহেলিয়াতের যুগের মত মৃত্যুবরণ করল।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### আনুগত্য ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু

হাদীস : ৩৩৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কেউ শাসকের আনুগত্য হতে বের হয়ে যায় এবং মুসলমানের জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় সে মরে গেলে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের উপরই হবে। আর যে কেউ এমন পতাকার তলে যুদ্ধ করে, যার হক ও বাতিল হওয়ার সম্পর্কে জানা নেই; বরং সে খান্দানী ক্রোধের বশীভূত হয় কিংবা বংশীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লোকদের সে দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রীয় প্রেরণায় মদদ ও সাহায্য করে, এমতাবস্থায় সে নিহত হলে জাহেলিয়াতের উপরই নিহত হবে। আর যে কেউ আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করল এবং তাতে নেক-বদ (ভাল-মন্দ) সকলের উপর আক্রমণ করতে লাগল, এমন কি তা হতে আমার উম্মতের কোন মু'মিনও রেহাই পেল না। আর আশ্রিত তথা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে যে চুক্তি-সন্ধি রয়েছে তাও পূরণ করল না। (অর্থাৎ, তার উপরও আক্রমণ করল), আমার সাথে এমন ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই এবং তার সাথেও আমার কোন সম্পর্ক নেই। -(মুসলিম)

### যাকে লোকজন ঘৃণা করে সেই খারাপ শাসক

হাদীস : ৩৩৮৮ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক আল আশজায়ী (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের শাসকদের মধ্যে সেই শাসকই উত্তম যাকে তোমরা ভালোবাস, আর যারা তোমাদেরকে ভালোবাসে। আর তোমরা

তাদের জন্য দোয়া কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। আর তোমাদের সেই শাসকই মন্দ, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। আর তাদের প্রতি তোমরা অভিসম্পাত কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমতাবস্থায় আমরা কি সেই সমস্ত শাসকদেরকে অপসারণ করে তাদের সাথে কৃত বায়আত ভঙ্গ করে ফেলব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করে, যাবৎ তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করে। সাবধান! যে ব্যক্তিকে তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত করা হয়, আর যদি তার মধ্যে আল্লাহর নাকরমানীর কোন কিছু পরিলক্ষিত হয়, তখন তোমরা তার সেই নাকরমানীর কাজটিকে ঘৃণার সাথে অপছন্দ কর, কিন্তু তার আনুগত্য হতে হাত গুটাতে পারবে না। -(মুসলিম)

### যে পর্যন্ত নামায পড়ে সে পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষেধ

হাদীস : ৩৩৮৯ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অচিরেই তোমাদের উপর এমন সব শাসক নিযুক্ত করা হবে, যারা ভাল-মন্দ উভয় প্রকারের কাজ করবে। সুতরাং যে লোক তার মন্দ কাজের প্রতিবাদ করল সে ব্যক্তি তার দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি মনে মনে উক্ত কাজটিকে খারাপ জানল, সে ব্যক্তিও নিরাপদে রইল। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত কাজের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং উক্ত শাসকের সে কাজে আনুগত্য করল, তখন সাহাবিরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না। যতক্ষণ তারা নামায পড়ে। না, যতক্ষণ তারা নামায পড়ে। (বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসে বর্ণিত-যে ব্যক্তি অন্তরে উক্ত কাজকে অপছন্দ করল ও অগ্রাহ্য করল)। -(মুসলিম)

### স্বজনদের প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে

হাদীস : ৩৩৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদেরকে বললেন, অচিরেই তোমরা আমার প্রতি স্বজনপ্রীতি এবং এমন সব কাজ দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। সাহাবিরা আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন আমাদেরকে কী করতে আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা তাদের প্রাপ্য তাদেরকে পরিশোধ করে দেবে এবং নিজেদের প্রাপ্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### যার যার কর্তব্য পালন করবে

হাদীস : ৩৩৯১ ॥ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা) বলেন, একবার সালামা ইবনে ইয়াযীদ জু'ফী রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী। আপনি আমাদেরকে এই সম্পর্কে কি আদেশ করেন? যদি আমাদের উপর এমন শাসক চাপিয়ে বসে, যে আমাদের কাছে হতে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করে নিতে চায়, কিন্তু তারা আমাদের প্রাপ্য আদায় করতে অস্বীকার করে? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের আদেশ শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর। কেননা, তাদের কর্তব্য তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা আর তোমাদের কর্তব্য হল তোমাদের উপর অর্জিত দায়িত্ব পালন করা।

-(মুসলিম)

### বায়আত না করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু

হাদীস : ৩৩৯২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি শাসক বা ইমামের আনুগত্য হতে হাত গুটায় নেন, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার কাছে প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে ইমাম (শাসক)-এর আনুগত্যের বায়আত করে নাই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। -(মুসলিম)

### প্রথম জনের পর প্রথম জনের আনুগত্য করতে হবে

হাদীস : ৩৩৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নবী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখন একজন নবী মারা যেতেন তখন অন্য আরেকজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নাই। অবশ্য খলীফা হবেন এবং তাঁরা হবেন অনেক। সাহাবায়ে কোরামগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন আমাদেরকে কী করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, প্রথমজনের পর প্রথমজনের বায়আত পূর্ণ করবে। অর্থাৎ, তোমাদের উপর তাদের যে হক অধিকার রয়েছে তোমরা তা আদায় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তাদের সম্পর্কে যাদের উপর (তাদেরকে) শাসক বানিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দুজন খলীফা দাবী করলে দ্বিতীয়জনকে হত্যা করবে

হাদীস : ৩৩৯৪ ॥ হযরত আবু সায়ীদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি একই সময়ে দুইজন খলীফা বায়আতের দাবী করে, তখন তাদের দ্বিতীয়জনকে কতল করে ফেল। -(মুসলিম)

### উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে শাস্তি দিতে হবে

হাদীস : ৩৩৯৫ ॥ হযরত আরফাজা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, অচিরেই বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন বিশৃঙ্খলা ও কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মতের ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায় এবং তাদের ঐক্যের মধ্যে কাটল ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তোমরা তাকে শাস্ত দাও। চাই সে যে কেউই হোক না কেন। -(মুসলিম)

### যে ঐক্য স্পষ্ট করতে চায় তাকে হত্যা করবে

হাদীস : ৩৩৯৬ ॥ হযরত আরফাজা (রা) বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি বৈধ ও নির্বাচিত খলীফার বিরুদ্ধাচরণ করার সংকল্প নিয়ে তোমাদের কাছে আসে, অথচ অবস্থা হল এই যে, তোমরা কোন একজন খলীফা বা শাসকের আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ রয়েছো। তবে যে লোক তোমাদের সে ঐক্য ও সংহতিকে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে কতল করে দাও। -(মুসলিম)

### বায়আত গ্রহণ করলে আনুগত্য করতে হবে

হাদীস : ৩৩৯৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের বায়আত গ্রহণ করল, অর্থাৎ, নিজের হাত তাঁর হাতে দিয়ে আনুগত্যের শপথ করল এবং অন্তর হতে সেই বায়আতের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করল, যে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। এর পর যদি কোন ব্যক্তি প্রথম ইমামের মোকাবিলায় দাঁড়ায়, তখন তোমরা পরবর্তী দাবীদারের ঘাড় সংহার করে দাও। -(মুসলিম)

### নেতৃত্ব চেয়ে নিতে নেই

হাদীস : ৩৩৯৮ ॥ হযরত আবদুল রহমান ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, (হে সামুরা!) নেতৃত্ব বা পদ চেয়ো না। কেননা, যদি তোমাকে তা চাওয়ার কারণে দেয়া হয়, তবে তা তোমার উপর সোপর্দ করা হবে। আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ব্যতীত দেয়া হয়, তা হলে এই ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### মানুষ ক্ষমতার জন্য লালায়িত থাকবে

হাদীস : ৩৩৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা অচিরেই ক্ষমতা ও পদের জন্য লালায়িত হয়ে পড়বে এবং এর কারণে অতিসত্ত্বের কিয়ামতের দিন লজ্জিত হতে হবে; বস্তৃত ধাত্রী কতই না উত্তম। আর ক্ষমতার দুখ ছাড়ান কতই না মন্দ। -(বোখারী)

### শাসকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করলে মুক্তি

হাদীস : ৩৪০০ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ, আপনি কি আমাকে কোন স্থানের শাসক নিযুক্ত করবেন না? বর্ণনাকারী বলেন অতপর তিনি আমার স্কন্ধের উপর করাঘাত করে বললেন, হে আবু যর! তুমি একজন দুর্বল লোক। আর শাসনভার হল একটি আমানত, এর পরিণাম হল কিয়ামতের দিন অপমান ও লজ্জা। অবশ্য সেই ব্যক্তির অপমান ও লজ্জার কারণ হবে না, যেই ব্যক্তি ন্যায়ভাবে তাকে গ্রহণ করেছে এবং নিষ্ঠার সাথে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। অপর এক রেওয়াতে আছে, তিনি তাঁকে বললেন, হে আবু যর! আমি দেখেছি, তুমি একজন দুর্বল লোক এবং তোমার জন্য সেই কাজটিই পছন্দ করি, যেই কাজটি আমি আমার নিজের জন্য পছন্দ করি। তুমি কখনো দুইজন লোকের উপরও শাসক হয়ো না, এবং গ্রহণ করো না। আর এতিমের কোন মালের অভিভাবকও হয়ো না। -(মুসলিম)

### শাসন ক্ষমতার প্রার্থী হতে রাসূল (স)-এর নিষেধ

হাদীস : ৩৪০১ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, একদা আমি ও আমার দুজন চাচাত ভাই রাসূল (স) কাছে গেলাম। তখন সেই দুজনের একজন বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যে সকল কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনি আমাদেরকেও তার মধ্য হতে কোন একটি শাসক হিসেবে নিযুক্ত করুন। এরপর দ্বিতীয়জনও অনুরূপই বলল। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা এই কাজে এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি না, যে তার প্রার্থী হয় এবং ঐ ব্যক্তিকেও না, যে তার জন্য লালায়িত হয়। অন্য এর রেওয়াতে আছে, রাসূল (স) বললেন, আমরা আমাদের কোন কাজেই এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি না, যে তার আকাঙ্ক্ষা করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### শাসনভারকে যারা ঘৃণা করে তারাই উত্তম লোক

হাদীস : ৩৪০২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন : এই শাসনভাকে যারা কঠোরভাবে ঘৃণা করে, তাদেরকেই তোমরা উত্তম লোক হিসেবে পাবে, যতক্ষণ তারা তাতে লিপ্ত না হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)



### প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে

হাদীস : ৩৪০৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কিয়ামতের দিন তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর পুরুষ ও তার পরিবারে একজন দায়িত্বশীল। তাকে তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীও তার স্বামীর ঘর-সংসার এবং সম্বানের উপর দায়িত্বশীল। তাকেও এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এমন কি কোন ব্যক্তির গোলাম বা দাসও তার প্রভুর সম্পদের ব্যাপারে একজন দায়িত্বশীল। সেই দিন তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই কিয়ামতের দিন এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### প্রত্যেক শাসকের জন্য বেহেশতে হারাম

হাদীস : ৩৪০৪ ॥ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তি মুসলিম জনগণের শাসক নিযুক্ত হয়, অতঃপর সে প্রত্যেক বা আত্মসাৎকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### প্রজাদের নিরাপত্তা বিধান না করলে দোষী

হাদীস : ৩৪০৫ ॥ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রজাপালনের দায়িত্ব অর্পণ করেন; কিন্তু সে তাদের কল্যাণকর নিরাপত্তা বিধান করল না, সে বেহেশতের গন্ধও পাবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

### যালেম ও নির্যাতনকারী সবচেয়ে মন্দ শাসক

হাদীস : ৩৪০৬ ॥ হযরত আয়েয ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, শাসকদের মধ্যে সকলের চেয়ে মন্দ শাসক সে-যে যালেম ও নির্যাতনকারী। -(মুসলিম)

### শাসক বিপজ্জনক কিছু চাপিয়ে দিলে তারও বিপদ হবে

হাদীস : ৩৪০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তথা এই দোয়া করেছেন, আয় আল্লাহ! যেই ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোন কাজের শাসক বা পরিচালক নিযুক্ত করা হয়, যদি সে তাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয়, যা তাদের জন্য বিপদ ও কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়ায়, তুমিও তার উপর সে মত বিপদ চাপিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের উপর কোন কাজের পরিচালক বা শাসক নিযুক্ত করা হয় আর সে তাদের সাথে সদাচরণ করে, তুমিও তার সাথে অনুরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। -(মুসলিম)

### রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে

হাদীস : ৩৪০৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ন্যায় নীতিবান বিচারক আল্লাহর কাছে তাঁর ডান পার্শ্বে নূরের মিশরের উপর অবস্থান করবে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার উভয় পার্শ্বেই ডান। তারাই সে সমস্ত বিচারক বা শাসক, যারা নিজেদের বিচার-বিধানে, নিজেদের পরিবার-পরিজনে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। -(মুসলিম)

### খলিফাদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত দু'জন ফেরেশতা থাকে

হাদীস : ৩৪০৯ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ যাকেই নবী করে পাঠান অথবা যাকে খলীফা নিযুক্ত করেন, তার জন্য দুইজন গোপন পরামর্শদাতা থাকে। একজন পরামর্শদাতা তাঁকে সর্বদা ন্যায় ও সৎ কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং সে কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। আর অপরজন তাঁকে অন্যায় ও অসৎ কাজের জন্য পরামর্শ দেয়, তার প্রতি উৎসাহিত করে। অতএব, নিষ্পাপ থাকবেন সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ রক্ষা ও হেফাজত করেন। -(বোখারী)

### রাসূল (স)-এর কাছে কায়স ইবনে সাদ-এর মর্যাদা

হাদীস : ৩৪১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, কায়স ইবনে সাদ (রা) রাসূল (স) এ কাছে এমন মর্যাদায় ছিলেন, যেমন শাসকের কাছে কোতওয়ালের মর্যাদা। -(বোখারী)

### মহিলা শাসক হওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৪১১ ॥ হযরত আবু বাক্রা (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) এই সংবাদ পেলেন যে, পারস্যবাসীরা কিসরার কন্যাকে তাদের শাসক নির্বাচিত করেছে, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কখনো সফলতা অর্জন করতে পারে না, যারা দেশ (রাষ্ট্র) পরিচালনার দায়িত্ব কোন মহিলার হাতে সোপর্দ করে। -(বোখারী)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানদের জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে

হাদীস : ৩৪১২ ॥ হযরত হারেস আশুআরী (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ করেছি। (১) মুসলমানদের জামাত ও সংগঠনের সাথে নিজেকে জড়িত রাখ। (২) শাসকের আদেশ-নিষেধ মেনে চল। (৩) তার আনুগত্য কর। (৪) হিজরত করা। (৫) আল্লাহর পথে জেহাদ কর। বস্তুত যে ব্যক্তি মুসলমানের দল হতে এক বিষত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে অবশ্যই নিজের গর্দান হতে ইসলামের রশিটি খুলে ফেলল, যে পর্যন্ত না ফিরে আসে এবং পুনরায় উক্ত জামাতের সাথে জড়িত হয়। আর যে ব্যক্তি মানুষদেরকে জাহেলী যুগের সংস্কৃতির দিকে আহ্বান করে, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত, যদিও সে রোযা রুখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে ধারণাও করে। -(আহমদ ও তিরমিযী)

শাসককে অপমান করতে নিষেধ করা হয়েছে

হাদীস : ৩৪১৩ ॥ হযরত যিয়াদ ইবনে কুসাইব আদভী বলেন, একদা আমি আবু বকর (রা) এর সাথে ইবনে আমেরের মিশরের নিচে বসেছিলাম। তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন; আর তাঁর পরনে ছিল একখানা চিকন ও মিহিন কাপড়। এটা দেখে আবু বেলাল বলল, তোমরা তোমাদের আমীরের দিকে একটু তাকিয়ে দেখ, তিনি ফাসেকদের পোশাক পরিধান করেছেন। এ কথা শুনে আবু বাকরা (রা) বাধা দিয়ে বললেন, চুপ কর, আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ঐ বাদশাহকে অপমান ও তিরস্কার করে, যাকে আল্লাহ ঐ যমীনের বাদশাহ বানিয়েছেন, আল্লাহও তাকে অপমান করবেন। -(তিরমিযী এবং তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান গরীব।)

সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর মধ্যে সৃষ্টির আনুগত্য নেই

হাদীস : ৩৪১৪ ॥ হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর মধ্যে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নাই। -(শরহে সুন্নাহ)

শাসকের যুলুম নির্খাতন তাকে ক্ষংস করবে

হাদীস : ৩৪১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দশজন লোকেরও শাসক হবে, কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার গলায় রশি লাগান হবে। সে গলবন্ধন হতে তার ন্যায় ইনসাফ তাকে মুক্ত করবে অথবা তার কৃত যুলুম ও নির্খাতন তাকে ক্ষংস করবে। -(দারেমী)

রাসূল (স) শাসকদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন

হাদীস : ৩৪১৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অভিসম্পাত শাসকদের উপর, অভিসম্পাত মাতব্বরদের উপর, অভিসম্পাত আমানতদারদের উপর। বহুলোক কিয়ামতের দিন এই আকাজকা প্রকাশ করবে কভই না উত্তম হত যদি তার কপালের চুল ধ্রুবতারার সাথে বেঁধে দেয়া হত আর সে আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলতে থাকত, তবুও তাদেরকে সেসব নেতৃত্ব না দেয়া হত। -(শরহে সুন্নাহ ও আহমদ। আর আহমদের এক রেওয়াতে আছে, যদি তাদের কপালের কেশগুলি ধ্রুবতারার সাথে বেঁধে দেয়া হত আর তারা আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলতে থাকত, ঐ সমস্ত নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা লাভ করার চেয়ে অনেক উত্তম হত।

সরদারী ও মাতব্বরী একটি সত্য বস্তু

হাদীস : ৩৪১৭ ॥ গালেবুল কাত্তান একজন রাবী হতে, তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, সরদারী মাতব্বরী একটি সত্য বস্তু। লোকদের মধ্যে কেউ সরদার হওয়াটা অপরিহার্যও বটে। তবে অধিকাংশ নেতা ও সরদার দোষী হবে। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ - ৭৫৬

যালিম শাসক অচিরেই আবির্ভূত হতে থাকবে

হাদীস : ৩৪১৮ ॥ হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাকে অর্বাচীন নির্বোধ শাসকদের নেতৃত্ব হতে আল্লাহর হেফাযতে দিলাম। তিনি বললেন, তা কিরূপ হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তরে তিনি বললেন, অচিরেই আমার পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে। যেই ব্যক্তি তাদের কাছে যাবে, তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং তাদের অন্যায় কাজকর্মে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। আমার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নাই তাদের সাথে আমারও কোন সম্পর্ক নাই। অবশেষে তারা হাউয়ে কাওসারে আমার কাছে আসতেও পারবে না। বস্তুত যারা তাদের কাছে যাবে না, তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে না এবং তাদের অন্যায় কাজে সহযোগিতাও করবে না, সে সমস্ত লোকেরা হবে আমার দলভুক্ত এবং আমিও হব তাদের দলভুক্ত। এরাই হাউয়ে কাওসারে আমার সাথে মিলিত হবে। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

যে লোক শিকারের পিছনে দৌড়ায় সে গাফেল হয়

হাদীস : ৩৪১৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গ্রামে-গঞ্জে বসবাস করে, সে গাফেল হয়। যে লোক শিকারের পিছনে দৌড়ায় সে গাফেল হয়। আর যে ব্যক্তি রাজা-বাগশাহদের কাছে যায় সে ফেতনায় পতিত হয়। -আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈ। আবু দাউদের রেওয়াজতে আছে, যে রাজা-বাদশাহর সন্ত্রাসে থাকে সে ফেতনায় পতিত হয়। আর বান্দা যতই বাদশাহর নৈকট্যের দিকে অগ্রসর হয়, ততই আল্লাহ তায়াল্লা হতে তার দূরত্ব বেড়ে যায়।

যাবতীয় পদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে

হাদীস : ৩৪২০ ॥ হযরত মেকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) তার কাঁধের উপর করাঘাত দিয়ে বললেন, হে কোদায়ম! যদি তুমি শাসক অথবা লেখক (পেশকার) অথবা মোড়ল সরদার ইত্যাদি পদে না থেকে মৃত্যুবরণ কর, তা হলে তুমি সফলকাম হলে। - (আবু দাউদ) হৃফ-৭৬০

অন্যায়ভাবে যাকাত ট্যাক্স ওশর আদায়কারী জাহান্নামী

হাদীস : ৩৪২১ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কর আদায়কারী অর্থাৎ, অন্যায়ভাবে ওশর ও যাকাত আদায়কারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। - (আহমদ, আবু দাউদ ও দারেমী) হৃফ-৭৬১

কিয়ামতে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার অধিকার হবে বাদশাহগণ

হাদীস : ৩৪২২ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ন্যায়পরায়ণ শাসকই হবেন আল্লাহর কাছে সমস্ত লোকের চেয়ে প্রিয়তম এবং তাঁর নিকটতম মর্যাদার অধিকারী। আবার কিয়ামতের দিন অত্যাচারী ও যালেম শাসকই হবে আল্লাহর কাছে সমস্ত মানুষের চেয়ে ঘৃণিত ও কঠোরতম আযাবের অধিকারী। অন্য আরেক রেওয়াজতে আছে, যালেম বাদশাহ মর্যাদায় আল্লাহর কাছে হতে বহু দূরে। - (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।) হৃফ-৭৬২

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কথা বলা জিহাদ

হাদীস : ৩৪২৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অত্যাচারী ও যালেম শাসকের সম্মুখে হক কথা বলাই হল উত্তম জেহাদ। - তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্। অবশ্য আহমদ ও নাসাঈ হাদীসটি তারেক ইবনে শেহাব হতে বর্ণনা করেছেন।

কল্যাণকামী শাসকের নিষ্ঠাবান উজির থাকেন

হাদীস : ৩৪২৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আল্লাহ তায়াল্লা কোন শাসকের কল্যাণ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার জন্য একজন নিষ্ঠাবান উযীরের (পরামর্শদাতা) ব্যবস্থা করে দেন। যদি শাসক কোন কাজ করতে ভুলে যান তখন উযীর তাঁকে স্মরণ করে দেন। আর যদি তিনি উক্ত কাজ স্মরণে রাখেন, তখন উযীর তাঁকে সে কাজে মদদ ও সাহায্য করেন। আর যদি আল্লাহ তায়াল্লা কোন শাসকের সাথে এর বিপরীত অন্য কিছু (অকল্যাণ) করতে ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য একজন কুস্বভাবের উযীর নির্ধারণ করে দেন। যদি শাসক কোন কাজ করতে ভুলে যান, উযীর তাঁকে স্মরণ করে দেয় না আর যদি তিনি স্মরণে রাখেনও, তবে উযীর তাঁর সহযোগিতা করে না।

-(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

শাসকের উচিত নয় জনসাধারণের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা

হাদীস : ৩৪২৫ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, শাসক যখন জনসাধারণের দোষত্রুটি অবশেষ করে, তখন তাদের অনিষ্টের দিকে নিয়ে যায়। - (আবু দাউদ)

মানুষের গোপন দোষত্রুটি তালাশ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৪২৬ ॥ হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি তুমি মানুষের গোপন দোষত্রুটি তালাশ করে বেড়াও তা হলে তুমি তাদেরকে খারাপ করে ফেললে। - (বায়হাকী শো'আবুল ইমানে)

পরবর্তী শাসকরা খাজনা উঠিয়ে নিজেরা ভোগ করবে

হাদীস : ৩৪২৭ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বললেন, আমার পরে তোমরা তোমাদের ইমাম বা শাসকদের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করবে? যখন তারা কাফেরদের কাছে হতে খেরাজ ও জিযিয়া উসূল করে এককভাবে নিজেরাই ভোগ করবে না স্বজনপ্রীতি করবে, প্রকৃত হকদারদেরকে দেবে না। আবু যর (রা) বলেন, উত্তরে আমি বললাম, সে মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন। অবশ্যই আমি আমার তলোয়ার

নিজের কাঁধের উপর তুলে নিব, অতপর আপনার সাথে সাক্ষাৎ লাভ করা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করব। তখন বললেন, আমি কি তোমাকে তা হতে উত্তম কাজের কথা বর্ণনা করব না? তা হল এই, আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) তুমি ধৈর্যধারণ কর। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ-৭৫৩

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

**আমীর ও শাসকেরা কিয়ামতে আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে**

হাদীস : ৩৪২৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বললেন, তোমরা কি অবগত আছ যে, কিয়ামতের দিন সকলের আগে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা (আরশের) ছায়ায় কোন শ্রেণীর লোকেরা স্থান পাবে? সাহাবারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বললেন : ঐ সমস্ত লোকেরা, যাদেরকে হক কথা বলা হলে তৎক্ষণাৎ তা কবুল করে। আর যখনই ন্যায্য হক ও অধিকার চাওয়া হয়, সাথে সাথেই তা দিয়ে দেয় এবং মানুষের উপর অনুরূপভাবে শাসন করে, যেকোনো নিজের উপর শাসন করে। (অর্থাৎ, শাসন ও বিচার ব্যাপারে নিজের ও অপরের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।) গ্রন্থ-৭৫৪

**মানুষ তকদীরকে অবিশ্বাস করবে**

হাদীস : ৩৪২৯ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য তিনটি জিনিসের আশঙ্কা করি। (ক) তাঁদের বা তারকার কক্ষপথ অতিক্রম করার হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টির কামনা করা। (খ) বাহশাহ বা শাসকের যুলুম ও অত্যাচার এবং (গ) তকদীর (ভাগ্যলিপি)-কে অবিশ্বাস করা।

**যখন কোন মন্দ কাজ করবে সাথে সাথে কোন সৎ কাজ করবে**

হাদীস : ৩৪৩০ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, ছয় দিন তুমি অপেক্ষা কর। তারপর আমি তোমাকে কিছু কথা বলব। সপ্তম দিন তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে (১) খোদাকে ভয় করার জন্য অসিয়ত করছি, চাই গোপনে হোক কিংবা প্রকাশ্যে। (২) যখন তুমি কোন মন্দ কাজ করে বস তখন সঙ্গে সঙ্গে নেক (ভালো) কাজও করে ফেলবে। (৩) কখনো কারো কাছে কোন কিছুর 'সওয়াল' করো না, যদিও তোমার ছড়ি নিচে পড়ে যায়। (৪) তুমি কারো আমানত গ্রহণ করার দায়িত্ব নিয়ো না। (৫) দুইজনের মধ্যেও বিচারক হয়ো না। গ্রন্থ-৭৫৫

**পৃথিবীতে যে অধিক লোকের অভিভাবক কিয়ামতে তার অবস্থা**

হাদীস : ৩৪৩১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দশ বা ততোধিক লোকের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছে, কিয়ামতের দিন সে গলায় শিকল পরা অবস্থায় উত্থিত হবে। তার হাত তার নিজের গর্দানের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে। তাকে এই অবস্থা হতে একমাত্র তার নেক আমলই (ইনসাফ ও ন্যায়নীতিই) মুক্ত করতে পারবে। অথবা তার কৃত গুনাহ (অপরাধ) তাকে ধবংস করবে। নেতৃত্বের প্রথম অবস্থায় নিন্দা ও তিরস্কার, মধ্যম অবস্থায় লজ্জা এবং পরিশেষে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করতে হয়।

**শাসন পরিচালনায় ইনসাফ কায়ম করতে হয়**

হাদীস : ৩৪৩২ ॥ হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) হযরত মাআবিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মুআবিয়া! যদি তুমি কোন দিন শাসক পদে নিযুক্ত হও, তবে আল্লাহকে ভয় করবে এবং শাসন পরিচালনায় ইনসাফ রক্ষা করে চলবে। মুআবিয়া বলেন, (স) এ উক্তির কারণে সেই দিন হতে সর্বদা আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, একদিন আমি নিশ্চয়ই এই দায়িত্বে নিয়োজিত হবো। শেষ পর্যন্ত এই পরীক্ষায় উপনীত হলাম।

**সন্তর হিজরির গোড়ার দিকে ফেতনা বৃদ্ধি পাবে**

হাদীস : ৩৪৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সন্তর সালের গোড়ার যুগ (এর ফেতনা) হতে এবং বাকাদার নেতৃত্ব হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। উপরে বর্ণিত এই হাদীস ছয়টি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত মুআবিয়ার বর্ণিত হাদীসটি বায়হাকী দালায়েলে নবুওত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

**জনগণের চরিত্র অনুসারে শাসক নির্ধারিত হবে**

হাদীস : ৩৪৩৪ ॥ ইয়াহইয়া ইবনে হাশেম হতে বর্ণিত, তিনি ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা যে চরিত্রের হবে, অনুরূপ চরিত্রের শাসক তোমাদের উপর নিয়োগ করা হবে। গ্রন্থ-৭৫৬

## বাদশাহ জমিনে আল্লাহর ছায়া বিশেষ

হাদীস : ৩৪৩৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই বাদশাহ হলেন যমীন আল্লাহ তায়ালায় ছায়াবিশেষ। নির্ধারিত ময়লুম বান্দাগণ তার কাছে আশ্রয় কামনা করে; সুতরাং যদি তিনি ন্যায়-নীতি অবলম্বন করেন, তবে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার। আর প্রজাবৃন্দের কর্তব্য হল, তার শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা। আর যদি তিনি যুলুম ও নির্ধাতনমূলক নীতি অবলম্বন করেন, তা হলে গুনাহর বোঝা চাপাবে তার মাথায় এবং প্রজাবৃন্দের উচিত তখন ধৈর্য ধারণ করা।

৭৬৭ (ফান)

## ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়

হাদীস : ৩৪৩৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সহনশীল ন্যায়পরায়ণ শাসকই হবেন আল্লাহর কাছে সমস্ত বান্দার চেয়ে উত্তম মর্যাদার অধিকারী। আর কিয়ামতের দিন নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসকের স্থান হবে আল্লাহর কাছে সমস্ত মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।

## কোন মুসলমানের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৪৩৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দিকে এমন রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকায়, যার কারণে সে ভয় পেয়ে যায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অনুরূপভাবে ভয় দেখাবেন। এই হাদীস চারটি বায়হাকী শোআবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহইয়ার হাদীসের ব্যাপারে তিনি বলেন, এটা মুনকাতা এবং তার রেওয়ায়ত দুর্বল।

ফাইফ-৭৬৮

## সমস্ত রাজা-বাদশাহর অন্তর আল্লাহর হাতের মুঠোয়

হাদীস : ৩৪৩৮ ॥ হযরত আবদুরদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, আমি হলাম সর্বশক্তিমান আল্লাহ। আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহা (মা'বুদ) নাই। আমিই রাজা-বাদশাহদের মালিক এবং রাজাদের রাজা (শাহানশাহ), সমস্ত বাদশাহর অন্তর আমার (কুদরতের) মুঠোর মধ্যে। বস্তৃত বান্দাগণ যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে দয়া ও হৃদয়তার সাথে তাদের দিকে ফিরিয়ে দিই। আর বান্দারা যখন আমার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, তখন আমি তাদের অন্তরকে প্রজাদের জন্য কঠোর ও নিষ্ঠুর করে দিই। এরই ফলে তারা জনগণকে বিভিন্ণভাবে কঠিন যাতনা দিতে থাকে। সুতরাং তোমরা তখন তোমাদের শাসকদের জন্য বদ-দো'আ করিও না; বরং নিজেদেরকে আল্লাহর যিকরে মশগুল রাখ ও তাঁকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ কর, যাতে আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হই। -(আবু নুআইম হিলইয়া গ্রন্থে)

ফাইফ-৭৬৯

## অষ্টাদশ অধ্যায়

## শাসিত জনগনের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## লোকেদের সবসময় আশার বাণী শোনাতে হয়

হাদীস : ৩৪৩৯ ॥ হযরত আবু মুসা আশ্জারী (রা) বলেন, রাসূল (স) যখনই তাঁর কোন সঙ্গীকে কোন কাজে পাঠাতেন, তখন তাকে এভাবে উপদেশ দিতেন, তোমরা লোকদেরকে আশার বাণী শোনাতে, নৈরাশ্যজনক কথা বলে তাদেরকে ভীতশ্রদ্ধ করে তুলতে না। তাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, কঠোর ব্যবহার করবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

## লোকেদের সাথে সহজ ও সরল ব্যবহার করবে

হাদীস : ৩৪৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, লোকেদের সাথে সহজ ও সরল ব্যবহার কর, কষ্টদায়ক ব্যবহার করো না। তাদেরকে সাত্ত্বনা প্রদান কর, ভীত-ত্রস্ত করো না। -(বোখারী ও মুসলিম)

## কষ্টসাধ্য কাজ চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৪৪১ ॥ আবু বুরদা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) দাদা আবু মুসা ও মুআয (রা)-কে ইয়ামান দেশে পাঠালেন এবং এ নির্দেশ দিলেন, তোমরা উভয়েই লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজ করবে, কষ্টদায়ক কোন কাজ তাদের উপর চাপিয়ে দিও না। আশাব্যঞ্জক সুসংবাদ তাদেরকে শোনাতে, হতাশ ও নৈরাশ্যজনক কোন কথা তাদেরকে শোনাতে না। পরস্পর ঐক্যমত সহকারে কাজ করবে, মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

## বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ে রাসূলের বাণী

হাদীস : ৩৪৪২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক। -(বোখারী ও মুসলিম)



### প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পতাকা থাকবে

হাদীস : ৩৪৪৩ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন এক একটি পতাকা থাকবে। তা এমনভাবে রাখা হবে যে, তার দ্বারা তাকে চিহ্নিত করা যাবে।—(বোখারী ও মুসলিম)

### কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকের পিছনে পতাকা ঝুলান হবে

হাদীস : ৩৪৪৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পাহার কাছে তার বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা স্থাপন করা হবে। আরেক রেওয়াজের আছে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুযায়ী পতাকা উত্তোলন করা হবে। সাবধান! প্রধান শাসকের বিশ্বাসঘাতকতাই হবে সর্ববৃহৎ।—(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### জনগণের অভাব অভিযোগের প্রতি শাসকের দৃষ্টি রাখতে হবে

হাদীস : ৩৪৪৫ ॥ হযরত আমর ইবনে মুররাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা হযরত মুআবিয়া (রা)-কে বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ তায়ালা যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন, আর সে তাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও অভাব-অভিযোগ শ্রবণ হতে আড়ালে এবং দূরে থাকে, আল্লাহ তায়ালাও তার প্রয়োজন চাহিদা ও অভাব মোচন হতে আড়ালে থাকেন। এই কথা শোনার পর হযরত মুআবিয়া (রা) লোকদের প্রয়োজন ও অভাব-অভিযোগ শ্রবণের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করলেন।—আবু দাউদ ও তিরমিযী। তিরমিযীর অন্য আরেক রেওয়াজত ও আহমদের রেওয়াজতে আছে—আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির প্রয়োজন, চাহিদা ও অভাব মোচন ব্যাপারে আসমানের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেবেন।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### শাসকদের পাতলা মিহি কাপড় পরিধান নিষেধ

হাদীস : ৩৪৪৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি যখনই কোন শাসক কোথাও নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখন তাদের উপর নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো আরোপ করতেন, “তোমরা তুর্কী ঘোড়ায় সওয়ার হবে না, ময়দার রুটি খেতে পারবে না, পাতলা মিহি কাপড় পরিধান করবে না। মানুষের প্রয়োজন মেটান হতে তোমার দ্বার রুদ্ধ করবে না। যদি তোমরা এর মধ্যে কোন একটি কর, তা হলে তোমাদের উপর শাস্তি পতিত হবে।” তারপর তিনি কিছুদূর পর্যন্ত তাদের পৌছে দিয়ে আসতেন। এ হাদীস বায়হাকী শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন।

#### শাসকদের রহমতের দ্বার বন্ধ করা ঠিক নয়

হাদীস : ৩৪৪৭ ॥ হযরত আবু সাঈখ আল-আযদী তাঁর এক চাচাত ভাই হতে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূল (স) সাহাবি ছিলেন, একদা তিনি মুআযিবয়া (রা) -এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি লোকদের কোন ব্যাপারের অভিভাবক বা শাসক-মানুষের কোন কাজে নিযুক্ত হয়েছে, অতপর সে মুসলমান, ময়লুম কিংবা দুস্থ লোকদের জন্য তার দ্বার বন্ধ রাখল। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা সে ব্যক্তির প্রয়োজনের ও অভাবের সময় তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে দিবে, যখন সে চরম অভাবে পতিত হবে।

## উনবিংশ অধ্যায়

### প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকে ভয় করা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### বিচার নিজে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছালে দ্বিগুণ সওয়াব

হাদীস : ৩৪৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু হুরায়রা (রা) তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কোন বিচারক নিজের প্রচেষ্টা দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। পক্ষান্তরে কোন বিচারক ইজতেহাদের পরও ভুল সিদ্ধান্তে পৌছলে তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে।—(বোখারী ও মুসলিম)

#### বিচারকের রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৪৪৯ ॥ হযরত আবু বাক্রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা না করে।—(বোখারী ও মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## বিচারকের কাজ খুব কঠিন

হাদীস : ৩৪৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তিকে মানুষের মধ্যে কাহী (বিচারক) হিসেবে নিয়োগ করা হল, তার যেন ছুরি ছাড়াই যবাহু করা হল। - (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

## কোন পদ চেয়ে নেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৪৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিচারকের পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে এবং খলীফা কিংবা বাদশাহ হতে তা চেয়ে নেয়, সে ব্যক্তি নিজেকেই উক্ত পদের দিকে সোপর্দ করে দিল। আর যে ব্যক্তিকে উক্ত পদ জোর জবরদস্তিভাবে দেয়া হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তার সাহায্যার্থে একজন ফেরেশতা অবতারণ করেন, যিনি তার কাজকর্মগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে থাকেন। - (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

## বিচারক তিন প্রকারের হয়

হাদীস : ৩৪৫২ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিচারক তিন প্রকারের হয়ে থাকে, তন্মধ্যে এক প্রকারের জন্য জান্নাত এবং দুই প্রকারের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। সে বিচারক জান্নাতে প্রবেশ করবেন, যিনি সত্যটি উপলব্ধি করেছেন এবং তদনুযায়ী বিচার করেছেন। আর যে বিচারক সত্য উপলব্ধি করেও বিচারের মধ্যে অন্যায় (যুলুম) করল, সে বিচারক জাহান্নামী। অনুরূপভাবে সে বিচারকও দোযখে প্রবেশ করবে, যে অজ্ঞতার সাথে মানুষের মধ্যে বিচার করল (এবং ভুল ফয়সালা দিল)। - (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

## শাসক যদি ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করে তবে বেহেশত

হাদীস : ৩৪৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারক বা শাসক নিযুক্ত হওয়ার কামনা করল, অবশেষে সে তা পেয়েও গেল, এমতাবস্থায় যদি তার ন্যায়পরায়ণতা তার যুলুম ও অন্যায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করল, তা হলে তার জন্য বেহেশত। পক্ষান্তরে যদি তার যুলুম ও অন্যায়ের দিকটা তার ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রাবল্য লাভ করে, তবে সে দোযখী। - (আবু দাউদ)

## ইজতেহাদ করে বিচার ফয়সালা করা যায়

হাদীস : ৩৪৫৪ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, যখন রাসূল (স) তাঁকে ইয়ামান দেশে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে (মুআযকে) জিজ্ঞেস করলেন, যখন তোমার কাছে কোন মোকদ্দমা পেশ হবে, তখন তুমি কীভাবে ফয়সালা করবে? উত্তরে মুআযান বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। এবার পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যদি উহার কোন সমাধান না মিলে, তখন কী করবে? উত্তরে মুআয বললেন, রাসূল (স) সুনুত রাসূল (স) অনুযায়ী ফয়সালা করব। রাসূল (স) পুনরায় তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, যদি রাসূলুল্লাহর সুনুতের মধ্যেও তার সমাধান না মিলে তখন কী করবে? উত্তরে মুআয বললেন, তখন আমি আমার বিবেক দ্বারা ইজতেহাদ করব এবং এই কাজে সামান্য পরিমাণ ত্রুটি করব না। মুআয (রা) বলেন, আমার এই কথা শুনে রাসূল (স) আমার বক্ষে হাত মেরে বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে সে কাজটি করার তৌফিক (যোগ্যতা) দান করছেন, যেই কাজে আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

## দু পক্ষের আরজি শ্রবণ করে বিচার করবে

হাদীস : ৩৪৫৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) আমাকে ইয়ামান দেশের শাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন, তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, অথচ আমি একজন যুবক, বিচার বা শাসন সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার অন্তরকে অচিরেই সৎ পথ প্রদর্শন করবেন এবং তোমার যবানকেও সঠিক রাখবেন। অতপর তিনি বললেন, যখন দুই ব্যক্তি কোন এক ব্যাপার নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হয়, তখন প্রতিপক্ষের কথাবার্তা না শোনা পর্যন্ত বাদীর গক্ষে (ডিক্রি) রায় প্রদান করো না। কেননা, প্রতিপক্ষের বর্ণনা হতে মোকদ্দমার রায় প্রদানে তোমার মদদ ও সাহায্য মিলবে। হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর দোয়ার পর আমি আর কোন মোকদ্দমায় সন্দেহে পতিত হই নাই। - (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)। গ্রন্থকার বলেন, 'আকযিয়া ও শাহাদাতের' অধ্যায়ে আমরা ইনশাআল্লাহ উম্মে সালামা হতে বর্ণিত।

[আর= পৃষ্ঠা ৭১৭]

হাদীসটি বর্ণনা করব।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## কিয়ামতের দিন শাসকের বিচার হবে কঠিন

হাদীস : ৩৪৫৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি শাসক হয়ে দুনিয়াতে মানুষের মাঝে বিচার তথা শাসনকার্য চালিয়েছেন, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে যে, একজন ফেরেশতা তার ঘাড় ধরে রেখেছেন। অতপর ফেরেশতা মাথাটি উপরের দিকে তুলবেন। সুতরাং যদি তাকে বলা হয় যে, 'নিচের দিকে ছেড়ে দাও, তখন ফেরেশতা তাকে দোষখের তলদেশে নিক্ষেপ করবেন, যার গভীরতা চল্লিশ বৎসরের পথ।' - (আহমদ ও ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।) **যহুফ-৭৭৬**

## ন্যায় বিচারক শাসকবর্ণের আক্ষেপ

হাদীস : ৩৪৫৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক তার শাসনে যুলুম বা অন্যায় করবে না, ততক্ষণ নাগাদ আল্লাহর সাহায্য তার সঙ্গে বহাল থাকে। কিন্তু সে যখন যুলুম বা অন্যায় করতে লাগে, তখন আল্লাহর সাহায্য তার উপর হতে সরে যায় এবং তদস্থলে শয়তান তার সঙ্গী হয়। - (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। (ইবনে মাজাহর) আরেক রেওয়াজে যখন সে যুলুম করে, তখন আল্লাহ তায়াল্লা তাকে তার নফসের উপর সোপর্দ করে দেন।) **যহুফ-৭৭৮**

## শাসক জুলুম না করলে আল্লাহ সাহায্য করেন

হাদীস : ৩৪৫৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক তার শাসনে যুলুম বা অন্যায় করবে না, ততক্ষণ নাগাদ আল্লাহর সাহায্য তার সঙ্গে বহাল থাকে। কিন্তু সে যখন যুলুম বা অন্যায় করতে লাগে, তখন আল্লাহর সাহায্য তার উপর হতে সরে যায় এবং তদস্থলে শয়তান তার সঙ্গী হয়। - (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। (ইবনে মাজাহর) আরেক রেওয়াজে আছে, যখন সে যুলুম করে, তখন আল্লাহ তায়াল্লা তাকে তার নফসের উপর সোপর্দ করে দেন।)

## হযরত ওমর ন্যায় বিচারক ছিলেন

হাদীস : ৩৪৫৯ ॥ সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক মুসলমান ও এক ইহুদী তাদের উভয়ের এক বিবাদ নিয়ে হযরত ওমর (রা)-এর কাছে এল। হযরত ওমর (রা) ইহুদীর দাবীটিকে সত্য বুঝলেন এবং তার পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। এর পর ইহুদী হযরত ওমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলল, খোদার কসম! আপনি সত্য বিচারই করেছেন। এ কথা শোনার পর হযরত ওমর তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন, তুমি কীরূপে জানতে পারছ যে, এটা সত্য বিচার হয়েছে? উত্তরে ইহুদী বলল, খোদার কসম! আমরা তওরাত কিতাবে পেয়েছি যে, যে শাসক ন্যায়বিচার করে, তার দানে ও বামে দুই পার্শ্বে দুইজন ফেরেশতা থাকেন। তারা তার কাজটিকে দুরন্ত করে দেন এবং ন্যায় কাজ করার মধ্যে সাহায্য করেন আর যতক্ষণ তিনি এ ন্যায়ের মধ্যে থাকেন, ফেরেশতারাও তার সঙ্গে থাকেন। কিন্তু তিনি যখন ন্যায়ের পথ বর্জন করেন, তখন ফেরেশতারা উভয়েই উপরে চলে যান এবং তার সঙ্গে পরিহার করেন। - (মালিক)

## ন্যায় বিচারকের হিসাব সমান সমান

হাদীস : ৩৪৬০ ॥ হযরত ইবনে মাওহাব (রা) হতে বর্ণিত, একদা হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) ইবনে ওমর (রা)-কে বললেন, আপনি মানুষের মাঝে বিচার করুন! উত্তরে ইবনে ওমর (রা) বললেন, বরং হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত ওসমান (রা) বললেন আপনি উক্ত পদটিকে কেন অপছন্দ করেছেন? অথচ আপনার পিতা তো অ্য সময় বিচারক হয়ে বিচার করেছেন। এবার ইবনে ওমর (রা) বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি শাসক নিযুক্ত হয়ে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করে, তার জন্য এটাই শ্রেয় যে, সে তা হতে সমান সমানভাবে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে ওমরের এই কথা শুনে হযরত ওসমান (রা) এই সম্পর্কে তার সাথে আর কোন কথাবার্তা বলেন নাই। - (তিরমিযী) **যহুফ-৭৭৫**

## বিংশ অধ্যায়

## কর্মচারীদের বেতন নেওয়া ও উপটৌকন গ্রহণ করা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## রাসূল (স) ছিলেন শুধু বণ্টনকারী

হাদীস : ৩৪৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি স্বীয় ইচ্ছায় তোমাদেরকে কিছু প্রদান করি না, আবার বঞ্চিতও করি না। আমি শুধুমাত্র বণ্টনকারী। সুতরাং আমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছি ঠিক সেভাবেই দান করি বা বণ্টন করি। - (বোখারী)

### গনিমতের মাল তহরুপ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৪৬২ ॥ হযরত খাওলাতুল আনসারিরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিছুসংখ্যক লোক আব্বাহর সম্পদে অন্যায়ভাবে তহরুপ করে থাকে। এই ধরনের লোকদের জন্য কিয়ামতের দিন দোযখের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।  
--(বোখারী)

### হযরত আবু বকর (রা) বায়তুল মাল থেকে ভাতা পেতেন

হাদীস : ৩৪৬৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন হযরত আবু বকর (রা)-কে খলীফা মনোনীত করা হল, তখন তিনি বললেন, আমার গোত্রের লোকেরা ভালোভাবে জানে যে, আমার ব্যবসার আয় আমার পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলমানদের কাজে নিযুক্ত হয়েছি। অতএব, আবু বকরের সম্মান-সম্মতি ও পরিবার-পরিজন এখন হতে এই মাল হতে খেতে থাকবে। আর সে মুসলমানদের জন্য কাজ করবে।  
--(বোখারী)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### পরিশ্রমের বেশি গ্রহণ করা খেয়ানত

হাদীস : ৩৪৬৪ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে লোককে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি এবং তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি, যদি সে এর পর তার পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তবে তা হবে খেয়ানত। --(আবু দাউদ)

#### কাজ করলে তার পারিশ্রমিক অবশ্যই প্রাপ্য

হাদীস : ৩৪৬৫ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) যমানায় কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম, অতপর আমাকে তার পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। --(আবু দাউদ)

#### অনুমতি ব্যতীত কোন মাল ভক্ষণ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৪৬৬ ॥ হযরত মুআয (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে ইয়ামান প্রদেশে পাঠালেন। যখন আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম তখন তিনি আমার পশ্চাতে একজন লোক পাঠালেন। যখন আমি ফিরে এলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি অবগত আছ যে, আমি কেন তোমাকে পুনরায় ডেকে আনলাম? আমি তোমাকে এই কথা বলার জন্যই এনেছি যে, আমার অনুমতি ছাড়া কোন মাল-সম্পদই ভোগ করবে না। কেননা, এভাবে ভোগ করা আত্মসাৎ বা খেয়ানত। আর যে ব্যক্তি যা কিছু আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন সে তা বহন করেই (হাশরের ময়দানে) আসবে। আমি তোমাকে এই কথাগুলো বলে দেয়ার জন্যই ডেকেছি। এখন তুমি তোমার কাজে চলে যাও। --(তিরমিযী)

#### প্রশাসক একখানা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারে

হাদীস : ৩৪৬৭ ॥ হযরত মোসাতাওরেন ইবনে শাদ্দাদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের প্রশাসক নিযুক্ত হবে, যদি তার স্ত্রী না থাকে, তবে সে একজন স্ত্রী সংগ্রহ করতে পারে, যদি তার খাদেম (চাকর) না থাকে, তা হলে সে একটি চাকরেরও ব্যবস্থা করতে পারে এবং যদি তার বাসস্থান (ঘর) না থাকে, তবে একখানা ঘরেরও ব্যবস্থা করতে পারে। অন্য আরেক রেওয়াজতে আছে, এটা ব্যতীত সে অন্য যা কিছু নেবে তা খেয়ানত বা আত্মসাতে গণ্য হবে। --(আবু দাউদ)

#### একটি সূচ পরিমাণ সম্পদ অনুমতি ব্যতীত নেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩৪৬৮ ॥ হযরত আদী ইবনে আমীরাহ (রা) হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (স) বললেন, হে লোকগণ! তোমাদের কাউকেও যদি আমাদের কোন কাজে (চাকরিতে) নিয়োগ করা হয়, আর সে উক্ত কাজের আমদানি আয় হতে একটি সূচ পরিমাণ অথবা তার চেয়ে অধিক কিছু গোপন করে, সে আত্মসাৎকারী এবং কিয়ামতের দিন সে তা বহন করে আসবে। এই কথা শুনে একজন আনসারি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনি আমার উগর যে কাজ সোপর্দ করেছেন, তা ফেরত নিয়ে যান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইহা কেন? লোকটি বলল, আমি শুনেছি, আপনি এরূপ (ভীতির) কথা বলেছেন। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আমি সে কথা এখনো বলেছি। যাকেই আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি, সে যেন তার আমদানীর কম ও বেশি আমাদের কাছে নিয়ে আসে। অতপর তাকে যা কিছু প্রদান করা হবে, কেবলমাত্র তাই-ই গ্রহণ করবে। আর যা হতে বারণ করা হবে তা হতে বিরত থাকবে। --(মুসলিম ও আবু দাউদ, তবে হাদীসে বর্ণিত শব্দগুলো আবু দাউদের



### ঘৃষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর উপর আল্লাহর লা'নত

হাদীস : ৩৪৬৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) উৎকোচ প্রদানকারী ও উৎকোচ গ্রহণকারী উভয়ের উপর লা'নত করেছেন। -আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্। আর তিরমিযী আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবু হুরায়রা হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর আহমদ এবং বায়হাকী শোআবুল ইমানে সাওবান হতে রেওয়ায়ত করেছেন। তন্মধ্যে অতিরিক্ত আছে, অর্থাৎ, উভয়ের মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন করে, রাসূল (স) তার উপরও লা'নত করেছেন।

### রাসূল (স) কর্তৃক আমার ইবনুল আসকে উপদেশ প্রদান

হাদীস : ৩৪৭০ ॥ হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমার কাছে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন যে, আমি যেন আমার অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় নিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হই। তিনি বলেন, সুতরাং সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। এই সময় তিনি ওয়ু করছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, হে আমার! আমি তোমাকে এই জন্য ডেকে এনেছি যে, আমি তোমাকে এক দিকে পাঠাব। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এই জন্য নিরাপদে ও সহীস-সলামতে রাখুন এবং গণিমতের মাল-সম্পদও প্রদান করুন। আর আমিও তোমাকে কিছু মাল প্রদান করব। আমার (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-দৌলতের লোভে আমার হিজরত ছিল না; বরং আমার হিজরত ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই। রাসূল (স) বললেন, সৎ লোকের জন্য পবিত্র মাল কতই না উত্তম। -(শরহে সুন্নাহ। আব আহমদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর আরেক রেওয়ায়তে আছে-ভালো লোকের জন্য ভালো মালই উত্তম জিনিস।)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### প্রশাসককে হাদিয়া দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৪৭১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো কাছে সুপারিশ নিয়ে যায় এবং পরে তাঁর কাছে হাদিয়া পাঠায় আর তিনি সেই হাদিয়া কবুল করেন, তবে তিনি সুদের ফটকসমূহের মধ্য হতে একটি বিরাট ফটকে প্রবেশ করলেন। -(আবু দাউদ)

## একবিংশ অধ্যায়

### বিচার-বিধান ও সাক্ষ্যদান

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### বিচারে সাক্ষী হাজির করতে হবে

হাদীস : ৩৪৭২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেবল বাদী পক্ষের দাবির ভিত্তিতেই তার পক্ষে রায় প্রদান করা হয়, তা হলে অনেকেই লোকেদের জান ও মাল হরণের সুযোগ পাবে। কিন্তু বিবাদীর উপর শপথ করা অনিবার্য হবে। -মুসলিম, তবে মুসলিমের শরাহ নববীতে রয়েছে, ইমাম নববী (র) বলেন, বায়হাকী হাসান কিংবা সহীহ সনদ দ্বারা আরও কিছু অতিরিক্ত শব্দ যারফু পর্যায়ে ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। আব জা হল, সাক্ষ্য-প্রমাণ বাদী পক্ষ পেশ করবে এবং বিবাদী বা প্রতিপক্ষের উপর কসম বর্তাবে।

#### অর্থ-সম্পদ লাভের জন্য মিথ্যা শপথ কাজ হারাম

হাদীস . ৩৪৭৩ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে জেনে-ওনে মিথ্যা শপথ করে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে যে, তিনি তার উপর ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। এই কথার সমর্থনে আল্লাহর কোরআনের এই আয়াত নাযিল করলেন, “যারা আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তাঁর নামে করা শপথ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে থাকে ---- ।

---(বোখারী ও মুসলিম)

#### কসমের মাধ্যমে মুসলমানের হক দাবিয়ে রাখলে বেহেশত হারাম

হাদীস : ৩৪৭৪ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক দাবিয়ে নেয়, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তার উপর বেহেশত হারাম করেছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূল্লাহ! যদিও তা সামান্য জিনিস হয়? (তবুও কি তার উপর জান্নাত হারাম?) তিনি বললেন, যদি : তা ‘পিলু’ গাছের একটি ডালও হয়। -(মুসলিম)



### মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩৪৭৫ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তো একজন মানুষই। তোমরা বিভিন্ন ধরনের ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে আমার কাছে আগমন কর। আর সম্ভবত তোমাদের কেউ কেউ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অন্যের চেয়ে অনেক পটু ও পারদর্শী। সুতরাং আমি যা ঘটনা উপস্থাপনের সময় শ্রবণ করি ঠিক সেই মোতাবেকই বিচার ফয়সালা করি। কাজেই আমি যেই ব্যক্তির বিচার করে তার ভাইয়ের হক অন্য ভাইকে প্রদান করি সে যেন উহা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তাকে কেবলমাত্র এক খণ্ড আগুনের টুকরোই দিলাম।—(বোখারী ও মুসলিম)

### ঝগড়াটে লোক অতিশয় ঘৃণিত

হাদীস : ৩৪৭৬ ॥ হযরত আয়েশ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কাছে সবার চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হল, অতিশয় ঝগড়াটে লোক।—(বোখারী ও মুসলিম)

### কসম ও সাক্ষী দ্বারা বিচার করা যায়

হাদীস : ৩৪৭৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (স) কোন এক ঘটনায় কসম এক সাক্ষী দ্বারা মোকদ্দমার বিচার করেছেন।—(মুসলিম)

### দাবীর পক্ষে প্রমাণের প্রয়োজন

হাদীস : ৩৪৭৮ ॥ হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদা হাযরামাউত গোত্রের এক লোক এবং কিন্দী গোত্রীয় এক লোক রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হল। অতপর হাযরামী গোত্রের লোকটি বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! এই ব্যক্তি আমার কিছু যমীন জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। তখন কিন্দী (গোত্রীয়) লোকটি প্রতিবাদ করে বলল, উক্ত যমীনখানি আমার এবং বর্তমানে ইহা আমারই দখলে, তোমার দাবীর পেছনে তোমার কোন প্রমাণ আছে কি? সে বলল, না। তাহলে বিবাদীর কসমই তোমার প্রাপ্য। এইবার হাযরামী বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! সে অসৎ লোক, কিসের উপর শপথ করতেছে সে এর পরোয়া করে না। এমন কি সে কোন অবৈধ কাজ হতে পরিহেয করে না। তার কথার প্রতিবাদে বললেন, সে যাহা কিছুই হউক না কেন তোমার জন্য এটা ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। অতপর সেই কিন্দী লোকটি কসম করতে উদ্যত হল। এই সময় রাসূল (স) বললেন, যদি এই লোকটি অন্যায়ভাবে অপরের মাল-সম্পদ খাওয়ার জন্য কসম করে, তাহা হলে সে আল্লাহর সাথে (কিয়ামতের দিন) এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি এই লোকটির প্রতি ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট থাকবেন।—(মুসলিম)

### অন্যের জিনিস দাবী করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৪৭৯ ॥ হযরত আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি শুনেছেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন জিনিসের দাবী করে, যেই জিনিস প্রকৃতপক্ষে তার নহে, সে আমার উগত ভুক্ত নহে। অবশ্য সে যেন তাহার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে লয়।—(মুসলিম)

### যে সত্য সাক্ষ্য দেয় সেই উত্তম ব্যক্তি

হাদীস : ৩৪৮০ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালেদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না যে, সকলের চেয়ে উত্তম সাক্ষ্য দানকারী কারা? সেই ব্যক্তিই উত্তম সাক্ষ্যদানকারী, যে চাইবার আগে সাক্ষ্য দান করে।—(মুসলিম)

### রাসূল (স)-এর যুগের লোক উত্তম লোক

হাদীস : ৩৪৮১ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার যুগের লোক উত্তম লোক। অতপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা এবং তারপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা। অতপর এমন সব লোকদের যমানা আসবে, যাদের সাক্ষ্য কসমের অগ্রগামী হবে এবং কসম সাক্ষ্য হতে অগ্রগামী হবে।—(বোখারী ও মুসলিম)

### কসম বিষয়ে লটারি করা জায়েয

হাদীস : ৩৪৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একবার রাসূল (স) এক কওমের উপর কসম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তারা সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাক্ষ্য দানে এগিয়ে এল। সুতরাং তিনি তাদের মধ্যে হতে কে কসম করবে সেই ব্যাপারে লটারি করার আদেশ দিলেন।—(বোখারী)

টীকা

হাদীস নং : ৩৪৮২ ॥ হাদীসের বাহ্যিক অর্থে এটাই বুঝা যায় যে, এক ব্যক্তি কোন এক বড় দল বা জামায়াতের উপর কোন জিনিসের দাবি তুলেছিল, আর তারা সকলে তা অস্বীকার করেছিল। এদিকে বাদীর কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণও ছিল না। তাই হযর (স) তাদের উপর কসম আরোপ করলেন। ফলে তারা একে অপরের আগে কসম করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল। তাই তিনি লটারি ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### সাক্ষ্য-প্রমাণ বাদীকে হাজির করতে হবে

হাদীস : ৩৪৮৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ বাদীকেই পেশ করতে হবে। আর প্রতিপক্ষ বা বিবাদীর উপর বর্তাবে কসম। - (তিরমিযী)

### প্রমাণবিহীন দু ব্যক্তির মধ্যে রাসূল (স)-এর ফয়সালা

হাদীস : ৩৪৮৪ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল হতে এমন দুই ব্যক্তির ঝগড়া-বিবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যারা মীরাস সম্পর্কীয় বিবাদ নিয়ে রাসূল (স) এর কাছে এসেছিল, অথচ তাদের কারো কাছে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছুই ছিল না। শুধু দাবী-ই দাবী। তখন রাসূল (স) তাদের উভয়কে লক্ষ্য করে বললেন, যদি আমি তোমাদের কাউকেও তার ভাইয়ের হক প্রদান করি, তখন আমার সেই ফয়সালা তার জন্য হবে (দোষখের) এক খণ্ড আগুন। রাসূল (স)-এর এই কথা শুনে তারা প্রত্যেকেই বলে উঠল ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার অংশটি আমার সঙ্গীকে (প্রতিপক্ষকে) প্রদান করলাম এবং আমার দাবী প্রত্যাহার করলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, না। বরং তোমরা উভয়ে মিলেমিশে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে যাও। আর বটনের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বটনের পর উভয় ভাগে লটারি করবে। অতপর তোমাদের প্রত্যেকে নিজের প্রতিপক্ষ সঙ্গীকে ঐ অংশ হতে ক্ষম করে দেবে যার কাছে তোমার অংশ চলে গিয়েছে। অন্য এক রেওয়াজতে আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আমি ফয়সালা আমি নিজের বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা তোমাদের মধ্যে করব। কেননা, এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন ওহী নাযিল হয় নি। - (আবু দাউদ)

### দখলদারের দাবী অগ্রগণ্য

হাদীস : ৩৪৮৫ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি একটি জানোয়ার সম্পর্কে দাবি করল এবং তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দাবির সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল যে, তা তার এবং সেই ঝাঁড় দ্বারা প্রজনন করিয়ে বাচ্চা হাসিল করেছে। রাসূল (স) জীবটি তাকেই প্রদান করলেন যার দখলে ছিল। - (শরহে মুলাহ)

### দাবী সমান হলে অর্ধেক ভাগ করা যায় যক্ষ্ম-৭৭৭

হাদীস : ৩৪৮৬ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলে, রাসূল (স) যমানায় দুই ব্যক্তি একটি উটের দাবী করল এবং তারা উভয়ে দুই দুজন সাক্ষীও পেশ করল। অতপর রাসূল (স) উটটিকে তাদের উভয়ের মধ্যে আধাআধিভাবে ভাগ করে দিলেন। - আবু দাউদ, আবু দাউদের আরেক রেওয়াজতে এবং নাসাঈ ও ইবনে মাজাহর মধ্যে আছে, দুই ব্যক্তি একটি উটের দাবী করল, অথচ তাদের কারো কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই। অতপর রাসূল (স) উটটি তাদের উভয়ের জন্য সাব্যস্ত করলেন। যক্ষ্ম-৭৭৬

### লটারির মাধ্যমে ভাগ করা যায়

হাদীস : ৩৪৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি একটি জানোয়ারের ব্যাপারে ঝগড়া করল। কিন্তু তাদের কারো কাছে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। তখন রাসূল (স) লটারি দ্বারা তাদের মধ্যে কসমের ব্যবস্থা করলেন। - (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### আল্লাহর নামে কসম করতে হয়

হাদীস : ৩৪৮৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) এমন এক ব্যক্তিকে-যাকে তিনি শপথ করার সংকল্প করেছিলেন তাকে বললেন, তুমি সেই আল্লাহর নামে কসম কর, যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, যে তোমার উপর তার কোন হক নাই অর্থাৎ, বাদীর কোন হক নেই। - (আবু দাউদ) যক্ষ্ম-৭৭৩

### আল্লাহর নামে শপথ করলে তা বিশ্বাস করতে হবে

হাদীস : ৩৪৮৯ ॥ হযরত আশআস ইবনে কায়স (রা) বলেন, আমার ও এক ইহুদীর যৌথ মালিকানায় একখানা ভূমি ছিল। (এক সময়) সে আমার অংশ আমাকে দিতে অস্বীকার করল। এই ব্যাপারে আমি রাসূল (স) কাছে গিয়ে নালিশ করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি ইহুদীকে বললেন, তুমি শপথ কর। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (সে তো বেঈমান), সে তো এখনই শপথ করে ফেলবে এবং আমার সম্পদটি নিয়ে যাবে। ঠিক এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, “যারা আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তাঁর নামে করা শপথ নগণ্য মূল্যে (অর্থাৎ, পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রয় করে” আয়াতের শেষ পর্যন্ত আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ

### আল্লাহর নামে কসম করলে তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট

হাদীস : ৩৪৯০ ॥ হযরত আশআস ইবনে কায়স (রা) বলেন, এক-কিন্দী এবং এক হায়রামীর মধ্যে ইয়ামান

মধ্যে ইয়ামান এলাকার এক জমি লইয়া ঝগড়া বাধলো। এ ব্যাপারে তারা উভয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে উপস্থিত হলো। হাযরামী বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ভূমিটি আমার, এই লোকের পিতা বলপূর্বক আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং বর্তমানে এটা তার দখলে রয়েছে। রাসূল (সা) বললেন, এই সম্পর্কে তোমার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি ? সে বললো, না। তবে আমি তাকে এইরূপে কসম দিব যে, সে কসম করিয়া বলবে, আল্লাহ কসম! সে জ্ঞাত নয় যে, এই জমি আমার এবং তার পিতা আমার নিকট হতে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। অতঃপর কিন্দী কসম করতে উদ্যত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসম করে অপরের মাল-সম্পদ নিজের অধিকারে নিয়ে আসে, সে (কিয়ামাতের দিন) হাত কাটা অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হবে। (এই ভীতিবাক্য শোনার পর) কিন্দী বলে উঠল, এই যমীন ঐ লোকেরই (হাযরামীর)। - আবু দাউদ

### আল্লাহর সাথে শরীক করা বড় গুনাহ

৩৪৯১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওনায়স (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো : (ক) আল্লাহ সাথে কাউকে অংশীদার (শিরক) করা। (খ) মাতা-পিতার নাফরমানী করা ও (গ) মিথ্যা কসম করা। প্রকৃতপক্ষে যখন কোন শপথকারী বাধ্যতামূলকভাবে শপথ করে এবং তাতে এতে মাছির ডানার পরিমাণও মিথ্যা মিশ্রণ করে, তখনই তার অন্তরের মধ্যে মাছির ডানা পরিমাণ একটি দাগ পড়ে যাবে, যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। -- তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।

### যে মিথ্যা কসম করবে যে দোযখী

৩৪৯২. হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার এই মিসরের নিকটে মিথ্যা কসম করলো, যদি উহা সবুজ বর্ণের একখানা মেসওয়াকের জন্যও হয়, (অর্থাত, ক্ষুদ্র ও নগণ্য জিনিসের জন্য হয়,) সে ব্যক্তি দোযখের আগুনের মধ্যেই তাহার বাসস্থান নির্ধারণ করলো, অথবা তিনি বলেছেন : তাহার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। --- মালেক, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

### মিথ্যা সাক্ষ্যদান শিরকের সমতুল্য

৩৪৯৩. হযরত খুরায়ম ইবন ফাতেক (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায পড়ালেন, নামায শেষ করার পর তিনি দাঁড়ালেন এবং তিনবার বললেন : মিথ্যা সাক্ষ্য দানকে আল্লাহর সাথে শিরকের সমতুল্য করা হয়েছে। অতঃপর (ইহার সমর্থনে) তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন - অর্থ : “মূর্তিপূজার অপবিত্রতা হতে তোমরা দূরে সরে থাক এবং মিথ্যা বলা হতেও বেঁচে থাক এমতাবস্থায় যে, বাতিলকে বর্জন করে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবে। তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। -- আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। আহমদ ও তিরমিযী হাদীসটি আয়মন ইবনে খুরায়ম হতে রেওয়ায়ত করেছেন। কিন্তু ইবনে মাজাহর বর্ণনায় কুরআনের আয়াতটি পাঠ করার কথা উল্লেখ নেই।

**তাহকীক : যইফ (৭৮০)।**

আমানতের খিয়ানতকারী সাক্ষ্য দিতে পারবে না

৩৪৯৪. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : এই সমস্ত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়—(১) খেয়ানতকারী পুরুষ ও খেয়ানতকারিণী নারী; (২) যার উপর শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হদ কায়েম করা হয়েছে ; (৩) শত্রুর ; যদিও সে তার মুসলমান ভাই হয়; (৪) ঐ গোলাম বা ক্রীতদাসের যাকে কোন ব্যক্তি দাসত্ব হতে মুক্ত করেছে, অথচ সে বলে, অন্য আরেক লোকে তাকে আযাদ করেছে ; (৫) যে ব্যক্তি নিজের আসল বংশসূত্র গোপণ করে নিজেকে অন্য বংশের সাথে সংযোজন করে : এবং (৬) যে ব্যক্তি কোন পরিবারের উপর নির্ভরশীল (অর্থ্যাত, পরিবারভুক্ত ভৃত্য, খাদেম ইত্যাদি)। - তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। আর অধস্তন একজন বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ দেমাকী --- তিনি মুনকারুল হাদীস।

**তাহকীক : যইফ (৭৮২)।**

#### **ব্যভিচারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়--**

৩৪৯৫. হযরত আমর ইবনে শো'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করে যে, নবী (সা) বলেছেন : খেয়ানতকারী পুরুষ ও খেয়ানতকারিণী নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে। ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নহে এবং শত্রুর সাক্ষ্যদান জায়েয নাই যদিও সে তার মুসলমান ভাই হয়। আর হযুর (সা) এমন লোকের সাক্ষ্যদান অগ্রাহ্য করেছেন, যে লোক কোন পরিবারের উপর নির্ভরশীল হয়। ---আবু দাউদ।

#### **শহরবাসীর পক্ষের গ্রামের লোকের সাক্ষ্য জায়েজ নেই**

৩৪৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : শহরবাসীর বিরুদ্ধে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্যদান জায়েজ নাই। --- আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

## আল্লাহ মূর্খকে নিন্দা করেন

হাদীস : ৩৪৯৭ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) দুই লোকের মধ্যে বিচার করলেন। যেই লোকটির বিরুদ্ধে রায় দেয়া হয়েছে সে চলে যাওয়ার সময় আক্ষেপের সাথে বলল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।' তার কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহতায়াল্লা অযোগ্য মূর্খকে নিন্দা করেন। তোমাকে সচেতন ও সজাগ হওয়া উচিত। এরপরও যদি সে জুযী হয়ে তোমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন তুমি বল, "হাসবিয়াল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।"-(আবু দাউদ) গ্রন্থ-৭৬০

## অপবাদের অভিযোগের বন্দি করা যায়

হাদীস : ৩৪৯৮ ॥ হযরত বাহ্য ইবনে হাকীম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) অপবাদের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে কয়েদ করেছেন।-(আবু দাউদ। তিরমিযী ও নাসাঈ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, পরে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন।)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## বিচারের সময় বাদী বিবাদী সামনে থাকবে

হাদীস : ৩৪৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুযায়র (রা) বলেন, রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন যে, উভয় পক্ষ বিচারকের সম্মুখেই বসবে।-(আহমদ ও আবু দাউদ) গ্রন্থ-৭৬৪

## দ্বাবিংশ অধ্যায়

## জেহাদ পর্ব

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান রাখলে বেহেশতী

হাদীস : ৩৫০০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কয়েম করে এবং রমযানের রোযা রাখে, সে আল্লাহর পথে জেহাদ করুক কিংবা নিজের জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহর জন্য অবধারিত হয়ে দাঁড়ায়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এই সুসংবাদ অন্য লোকদের জানাব না? তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর পথে জেহাদকারীদের জন্য জান্নাতে একশতটি (মর্যাদার) স্তর তৈরি করে রেখেছেন। প্রতি দুইটি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের দূরত্ব পরিমাণ ব্যবধান। সুতরাং যখনই তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্যই প্রার্থনা করবে। কেননা, সেটিই জান্নাতের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ মকাম। এরই উপরিভাগে মহান করুণাময় 'আররহমানের' আরশ। যে স্থান (ফেরদাউস) হতে জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।-(বোখারী)

## জিহাদকারী প্রচুর সওয়াবের অধিকারী হয়

হাদীস : ৩৫০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর পথে (সত্যিকার) জেহাদকারী জেহাদ হতে ফিরে আসা পর্যন্ত এমন এক রোযাদার ও নামাযে দণ্ডায়মান ব্যক্তির ন্যায় যে সর্বদা আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াতে রত থাকে এবং অবিরত অক্লান্ত অবস্থায় রোযা ও নামাযে মশগুল থাকে।-(বোখারী ও মুসলিম)

## আল্লাহর পথে জিহাদকারী বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৩৫০২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বের হয়, ওখু আমার প্রতি বিশ্বাস এবং আমার রাসূলগণের সত্যতা স্বীকারের তাগিদই তাকে এই পথে বের করে, মহান আল্লাহ তায়াল্লা তার জন্য এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, আমি তাকে পুরস্কার অথবা গণিমতের মালসহ (বাড়িতে) ফিরিয়ে আনব অথবা তাকে আমি বেহেশতে প্রবেশ করাব।-(বোখারী ও মুসলিম)

## আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তিই উত্তম

হাদীস : ৩৫০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সেই পবিত্র সন্তার শপথ করে বলছি, যার দুঠোর মধ্যে আমার প্রাণ! যদি কিছুসংখ্যক মু'মিন-মুসলমান এমন না হত, যার আমার সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ না করায় আদৌ পছন্দ করবে না, অথচ তাদের সকলকে আমি সওয়ারী জন্তুও সরবরাহ করতে পারছি না, এই অবস্থা না হলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোন ক্ষুদ্র সেনাদল হতোও আমি দূরে থাকতাম না। যার হাতে আমার প্রাণ! সেই মহান সন্তার



শপথ করে বলছি, আমার কাছে অভ্যস্ত প্রিয় বন্ধু হল, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই অতপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই, আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই, তারপরও পুনরায় জীবন লাভ করি। পরে আবার পুনরায় নিহত হই। -(বোখারী ও মুসলিম)

### ইসলামী রাজ্যের সীমান্ত পাহারা দেওয়া সওয়াবের কাজ

হাদীস : ৩৫০৪ ॥ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারা দেয়া দুনিয়া ও তার উপরের সমস্ত সম্পদ হতে উত্তম। -(বোখারী ও মুসলিম)

### আল্লাহর পথে জিহাদকরী সমস্ত জিনিস হতে উত্তম

হাদীস : ৩৫০৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর পথে একটা সকাল কিংবা একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত জিনিস হতে অধিক উত্তম। -(বোখারী ও মুসলিম)

### আল্লাহর রাস্তায় এক রাত্রি পাহারা দেওয়া অনেক সওয়াব

হাদীস : ৩৫০৬ ॥ হযরত সালমান ফারেসী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন, একদিন ও একটা রাত্রি আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়া এক মাস রোযা ও রাতে জাগরণ তথা নামাযে দগায়মান থাকার চেয়েও অধিক উত্তম। আর এই পাহারায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় মারা গেলে যে কাজে সে নিয়োজিত ছিল, তার সওয়াবে বা প্রতিদান অনবরত সে পেতে থাকবে। অনুরূপভাবে জ্ঞানাত হতে তার রিয়ক আসতে থাকবে এবং ফেতনা (শয়তান ও দাঙ্গালের ফেতনা এবং কবরের আযাব) হতে নিরাপদে থাকবে। -(মুসলিম)

### আল্লাহর পথে যার পা মলিন হয় সে পা আগুনে স্পর্শ করবে না

হাদীস : ৩৫০৭ ॥ হযরত আবু আবস আবদুর রহমান ইবনে জুবায়র আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বান্দার পদযয় আল্লাহর পথে ধূলি মলিন হয়, তাকে (দোযখের) আগুন স্পর্শ করবে না। -(বোখারী)

### হত্যাকারী ব্যক্তি জাহান্নামী

হাদীস : ৩৫০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন কাফের ও তার হত্যাকারী জাহান্নামে কখনোই একত্র হবে না। -(মুসলিম)

### আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকাও সওয়াব

হাদীস : ৩৫০৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তির জীবনই সকলের চেয়ে উত্তম, যে স্ক্রি আল্লাহর রাস্তায় নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে তার পিঠের উপর আরোহণ করে বসে আছে। যখনই সে কোন জীতিগ্রন্থ শব্দ কিংবা কোন সাহায্যপ্রার্থীর ফরিয়াদ শুনতে পায়, তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ছুটে যায় এবং কায়মনে অব্বেগ করিতে থাকে হত্যা এবং মৃত্যুকে। ফলে এমন স্থানে সে নিজেকে উপস্থিত করে দেয়, তার ধারণা মতে যেই স্থানে সেই ভৃত্য ও শাহাদাত হতে পারে। আর সে ব্যক্তির জীবনও উত্তম, যে পর্বতের চূড়ায় নিজের এক ক্ষুদ্র বকরীর পাশ নিয়ে অবস্থান করে অথবা কোন সমভূমিতে বকরী চরায় এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত যথাযথভাবে নামায কায়ম করে, যাকাত আদায় করে এবং নিজের রবের এবাদতে নিয়োজিত থাকে। এই ধরনের লোক মানুষের মধ্যে শুধু উত্তমরূপেই জীবনযাপন করে। -(মুসলিম)

### যুদ্ধে সাহায্য করলে যুদ্ধের সমান সওয়াব পাওয়া যায়

হাদীস : ৩৫১০ ॥ হযরত সাইদ ইবনে খালেদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করে, তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দেয়, সে নিজেই যেন জেহাদে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করে, সেও যেন নিজেই জেহাদে অংশগ্রহণ করল। -(বোখারী ও মুসলিম)

### জিহাদীদের স্ত্রীর মর্যাদা যারা জেহাদে যায়নি তাদের মায়ের মত

হাদীস : ৩৫১১ ॥ হযরত বুয়াযদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুজাহিদদের স্ত্রীগণের মর্যাদা যারা জেহাদে অংশগ্রহণ করে নাই তাদের পক্ষে তাদের মায়ের মত। আর যে ব্যক্তি জেহাদে অংশগ্রহণ না করে মুজাহিদদের পরিবার-পরিজনের সাথে বাড়িতে রয়ে গেল এবং এই অবস্থায় সে ব্যক্তি মুজাহিদদের স্ত্রীদের সাথে খেয়ানত করল, কিয়ামতের দিন সেই লোকটিকে উক্ত মুজাহিদদের সম্মুখে দগায়মান করান হবে, অতঃপর উক্ত মুজাহিদ সেই লোকটির নেক আমল হতে যে পরিমাণ নেয়ার ইচ্ছা করে সেই পরিমাণ নিয়ে নেবে। সুতরাং এ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? -(মুসলিম)

## একটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করলে কিয়ামতে সাতশত উট পাওয়া যাবে

হাদীস : ৩৫১২ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি লাগামসহকারে একটি উষ্ট্রী নিয়ে রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হল এবং বলল, এটা আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, এর বিনিময়ে তুমি কিয়ামতের দিন লাগামবিশিষ্ট সাতশত উষ্ট্রী লাভ করবে। -(মুসলিম)

### মুসলমানগণ কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ করবে

হাদীস : ৩৫১৩ ॥ হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই এই দীন (ইসলাম) সর্বদাই বহাল ও প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলমানদের একদল কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের জন্য জেহাদে রত থাকবে। -(মুসলিম)

### জিহাদে জখম হলে কিয়ামতের দিন রক্ত নির্গত অবস্থায় উঠবে

হাদীস : ৩৫১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে জখমী হলে আল্লাহই বেশি জানেন সত্যিকার অর্থে কে তাঁর পথে জখমী হয়েছে। কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষত হতে রক্ত নির্গত হতে থাকবে। তার বর্ণ হবে রক্তের ন্যায় আর গন্ধ হবে মেশকের ন্যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

### শহীদগণ বেহেশত থেকে দুনিয়ায় আসতে চায়

হাদীস : ৩৫১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, যদিও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ তাকে প্রদান করা হবে। একমাত্র শহীদই শাহাদতবরণের উচ্চমর্যাদা দেখে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে সে আরও দশবার শহীদ হতে পারে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### শহীদগণ তার প্রভুর কাছে রিযিকপ্রাপ্ত হন

হাদীস : ৩৫১৬ ॥ হযরত মাসরুক (রা) বলেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম- অর্থ : “যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত (শহীদ) হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রভুর কাছে হতে রিযিক (খাদ্য) পেয়ে থাকেন।” উত্তরে ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, আমরা এ বিষয়ে রাসূল (স) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন, তাদের রুহসমূহ সবুজ বর্ণের পাখির প্রতিকৃতির মধ্যে রক্ষিত হয় এবং তাদের জন্য আল্লাহর আরাংশের নিচে ফানুস ঝুলিয়ে দেয়া হয়। অতপর তারা জান্নাতে যথেষ্ট বিচরণ করে। পরে আবার ঐ সমস্ত ফানুসের দিকে ফিরে আসে। অতপর তাদের রব তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি করত, তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা আছে কি? উত্তরে তারা বলে, আমরা আর কি জিনিসেরই বা আকাঙ্ক্ষা করব? অথচ আমরা জান্নাতের যথায় ইচ্ছা তথায় বিচরণ করেছি। আল্লাহতায়াল্লা তাদেরকে এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করেন, যখন তারা দেখে যে বারবার তাদেরকে একই কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা চেয়েছি যে, আমাদের রূপ (আত্মা)-গুলিকে পুনরায় আমাদের দেহের ভিতরে ফিরিয়ে দেয়া হোক, যেন আমরা পুনরায় আপনার রাস্তায় জেহাদ করে আবার শাহাদত লাভ করতে পারি। অতপর আল্লাহ তায়াল্লা যখন দেখেন যে, তাদের কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন নেই, তখন তাদের সাথে এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করেন। -(মুসলিম)

### আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা সবচেয়ে উত্তম আমল

হাদীস : ৩৫১৭ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) সাহাবীদের মাঝে দাঁড়িয়ে খুত্বা দিলেন। তিনি বললেন, সবচেয়ে উত্তম আমল হল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করা। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কী? যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে গিয়ে নিহত হই, তখন আমার সমস্ত গোনাগুলো কি মাফ হয়ে যাবে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় এই অবস্থায় নিহত হও যে, তুমি একজন ধৈর্যধারণকারী, সওয়াবের আকাঙ্ক্ষী, শত্রু সম্মুখে বুক ফুলিয়ে অগ্রগামী হও এবং যুদ্ধের ময়দান হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হও। কিছুক্ষণ পরেই রাসূল (স) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী কথা না জিজ্ঞেস করেছিলে? উত্তরে লোকটি বলল, আমি জানতে চেয়েছিলাম, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদে) নিহত হয়ে যাই, তা হলে কি আমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে? তখন রাসূল (স) আবার বললেন, হ্যাঁ। ঋণ ব্যতীত সমস্ত অপরাধই মাফ হয়ে যাবে। যদি তুমি একজন ধৈর্যধারণকারী, সওয়াব অন্বেষণকারী, শত্রুর সম্মুখে অগ্রসর হও এবং রণক্ষেত্রে হতে পলায়নকারী প্রমাণিত না হও। (এইমাত্র) হযরত জিব্রীল (আ) এই কথা আমাকে বলে গিয়েছেন।

-(মুসলিম)

### আব্বাহর রাস্তায় জাহিদ হলে ঋণ ব্যতীত সব মুছে দেয়

হাদীস : ৩৫১৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আব্বাহর রাস্তায় জান দেয়া ঋণ ব্যতীত প্রত্যেক জিনিসকে মুছে দেয়। -(মুসলিম)

### আব্বাহ দু ব্যক্তিকে দেখে হাসবেন

হাদীস : ৩৫১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দুই ব্যক্তির ব্যাপারে আব্বাহ তায়ালা হাসবেন যারা একে অপরকে হত্যা করবে এবং হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একজন এই কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আব্বাহর পথে জেহাদ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে। পরে হত্যাকারীকে আব্বাহ তওবার (অর্থাৎ, ঈমানের) তওফীক দিয়েছেন। অতপর সেও শাহাদাত বরণ করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### আব্বাহর কাছে শাহাদাতের মর্যাদা কামনা করলে পাওয়া যায়

হাদীস : ৩৫২০ ॥ হযরত সাহল ইবনে হোনায়েফ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি একান্ত নিষ্ঠার সাথে আব্বাহর কাছে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে, আব্বাহ তায়ালা তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করেন, যদিও সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। -(মুসলিম)

### হযরত হারেসা বেহেশতের বাগানে ঘুরা-ফিরা করছে

হাদীস : ৩৫২১ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, বারার কন্যা রুবাইয়্যা যিনি হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা হিসেবে পরিচিত। একদা রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আপনি আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেসা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এক অদৃশ্য তীর এসে তাকে বিধেছিল। সুতরাং সে (হারেসা) যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ধৈর্যধারণ করব। অন্যথায় তার জন্য অঝোর নয়নে খুব কাঁদব। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হে হারেসার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করেছে। -(বোখারী)

### জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান

হাদীস : ৩৫২২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) এবং তাঁর সাহাবী-সঙ্গীগণ মদীনা হতে রওয়ানা হয়ে মুশরিকদের পূর্বেই 'বদর' নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন। তারপর মুশরিকরা সে স্থানে এল। অতপর রাসূল (স) মুজাহেদীন-মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, তোমরা এমন এক জান্নাতের রাস্তায় দণ্ডায়মান হয়ে যাও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের ন্যায়। এমন সময় ওমায়র ইবনে হুমাম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, বাহবাহ! বাহবাহ! তখন রাসূল (স) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার বাহবাহ! বাহবাহ! বলার কারণ কী? তিনি বললেন, আব্বাহর শপথ করে বলেছি, ইয়া রাসূল্লাহ! এর দ্বারা আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই; বরং আমি কেবলমাত্র এই অমায়ি বলেছি যে, আমিও যেন তার অধিবাসী হই। রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়ই তুমি তার অধিবাসী। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, তখন ওমায়র তার থলি হতে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। অতপর বলে উঠলেন, আমি যদি এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে তা হবে বড়ই দীর্ঘ জীবন। এই কথা বলেই তিনি অবশিষ্ট সমস্ত খেজুর ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন। -(মুসলিম)

### যে আব্বাহর রাস্তায় নিয়োজিত থাকে সে-ও শহীদ

হাদীস : ৩৫২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কাকে তোমাদের মধ্যে শহীদ গণ্য করে থাক? লোকেরা বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমরা তাকেই শহীদ বলে গণ্য করি, যে ব্যক্তি আব্বাহর রাস্তায় প্রাণ ত্যাগ করে। রাসূল (স) বললেন, এমতাবস্থায় আমার উম্মতের মধ্যে শহীদদের সংখ্যা অতি নগণ্যই হবে। যে ব্যক্তি আব্বাহর রাস্তায় নিহত হয়, সে ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ, আর যে ব্যক্তি কলেরা রোগে মারা যায়, সেও শহীদ। -(মুসলিম)

### জিহাদে গমনকারীর পুরস্কারের দুই-তৃতীয়াংশ দুনিয়ায় পেয়ে যায়

হাদীস : ৩৫২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন বড় কিংবা ছোট সেনাদল যুদ্ধে (জেহাদে) লিপ্ত হয়, অতপর গণিমতের মাল-সম্পদ নিয়ে সহীহ-সালামতে বাড়ি ফিরে আসল, তারা তাদের পুরস্কারের দুই-তৃতীয়াংশ ইহকালেই পেয়ে গেল। আর যে বড় বা ছোট সেনাদল গণিমতের মাল-সম্পদ হতে বঞ্চিত থাকে এবং জান ও মালের ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয় কিংবা শহীদ হয়ে যায়, তাদের পুরস্কার পুরোপুরি রয়ে গেল।

-(মুসলিম)

### জিহাদের আশা করে মৃত্যুবরণ করতে হয়

হাদীস : ৩৫২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জেহাদ না করে কিংবা জিহাদের নিয়ত ও সংকল্প রেখে মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হল এক প্রকারের মোনাকফ। -(মুসলিম)

### আল্লাহর দীনকে উন্নত করার যুদ্ধই আসল জিহাদ

হাদীস : ৩৫২৬ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, এক লোক গণিমতের সম্পদ পাওয়ার আশায় যুদ্ধ করে, আরেক লোক খ্যাতি বা প্রশিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে এবং আরেক লোক বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করছে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে সে-ই আল্লাহর পথে জেহাদ করছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### যুদ্ধ না করেও অনেক সওয়াবের ভাগী হলেন

হাদীস : ৩৫২৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) তবুকের যুদ্ধ অভিযান শেষে ফিরার পথে যখন মদীনায় নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি বললেন, কিছুসংখ্যক লোক মদীনায় রয়েছে যে, তোমরা সফল করে যেই কোন ভূমি অতিক্রম করেছে বা কোন উপত্যকায় গমন করেছে সর্বাবস্থায় তারা তোমাদের সঙ্গেই ছিল। আরেক রেওয়াজতে আছে, সওয়াব ও প্রতিদানে তারা তোমাদের শরিক রয়েছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলান্নাহ! অথচ তারা মদীনাতেই রয়েছে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। তারা মদীনাতেই রয়েছে; কিন্তু অসমর্থতাই তাদেরকে তোমাদের সঙ্গে যেতে বিরত রেখেছে। -(বোখারী, তবে মুসলিম হাদীসটি জাবের (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।)

### পিতামাতার খেদমত জেহাদের সওয়াবের ভূলা

হাদীস : ৩৫২৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স) কাছে এসে জেহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুমতি চাইল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন, যাও, তাদের মধ্যে জেহাদ কর। -(বোখারী ও মুসলিম। আরেক রেওয়াজতে আছে, তুমি তোমার মাতা-পিতার কাছে ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে তাদের সেবা ও খেদমত কর।)

### মক্কা বিজয়ের পর আর কোন কোন হযরত নেই

হাদীস : ৩৫২৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই কিন্তু আছে জেহাদ ও সংকল্প। অতএব, যখন জেহাদের জন্য তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা তাতে সাড়া দেবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### উম্মতের একদল লোক সব সময় হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে

হাদীস : ৩৫৩০ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের এক দল লোক সর্বদা হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জেহাদে রত থাকবে এবং ঐ সমস্ত লোকদের উপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দল মাসীহে দাজ্জালের সঙ্গে মোকাবিলা করবে। -(আবু দাউদ)

#### যে লোক জিহাদ করেনি সে কিয়ামতে বিপদে পড়বে

হাদীস : ৩৫৩১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জেহাদ করে নি; কিংবা মুজাহিদদের সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থাও করে নি, কিংবা মুজাহিদদের (বাড়ি ঘরে) পরিবার-পরিজনদের দেখাশোনাও করেনি, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের পূর্বে যে কোন বিরাট বিপদে পতিত করবেন। -(আবু দাউদ)

### মুশরিকদের সাথে জিহাদ করতে হবে

হাদীস : ৩৫৩২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের জান, মাল ও মুখ দ্বারা তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে জেহাদ কর। -(আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

### সালামের প্রচলন করতে হয়

হাদীস : ৩৫৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা সালাম খুব বিস্তার কর। অভুক্তকে খানা খাওয়াও এবং কাফেরদের মুওপাত কর। ফলে তোমরা বেহেশতের ওয়ারিশ হবে। -(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।) **ফাযল-৭৮৫**

### মৃত্যুর সাথে সাথে আমল বন্ধ হয়ে যায়

হাদীস : ৩৫৩৪ ॥ হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়দা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পাহারায় রত (অর্থাৎ, দীন হেফযতের দায়িত্বে

নিয়োজিত) অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, কিয়ামত কালে হওয়া পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কবরের ফেতনা (আযাব) হতেও সে নিরাপদে থাকে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ। দারেমী এ হাদীসটি ওকবরা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

**যে লোক অল্প সময়ও জিহাদ করে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত**

হাদীস : ৩৫৩৫ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সামান্য সময়ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (দুশমনের অস্ত্রে) জখমী হয়েছে কিংবা (অন্য কোন কারণে) যন্ত্রণা ভোগ করেছে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার ক্ষত দুনিয়ার ক্ষত অপেক্ষা অধিক (তাজা অবস্থায়) ফুটে উঠবে। তার (রক্তের) বর্ণ যে, তার (রক্তের) বর্ণ হবে ফা'ফরানের ন্যায় আর খোশবু (সুগন্ধ) হবে মেশকের মত। আর যে ব্যক্তির শরীরে আল্লাহর রাস্তায় থাকা অবস্থায় ফোঁড়া বের হবে তার উপর শহীদদের চিহ্ন থাকবে। (তার দ্বারা ই প্রমাণিত হবে যে, সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছে।) -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

**আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে সওয়াব সাতশত গুণ**

হাদীস : ৩৫৩৬ ॥ হযরত খুরায়ম ইবনে ফাতেক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু ব্যয় করে, তার আমলনামায় তার সাত শত গুণ লেখা হয়ে থাকে। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

**বান্ধা প্রজননকারী উট আল্লাহর রাস্তায় দান করা উত্তম সদকা**

হাদীস : ৩৫৩৭ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম সদকা হল আল্লাহর রাস্তায় তাঁবুর ছায়া দান করা এবং আল্লাহর রাস্তায় খাদেম দান করা অথবা বান্ধা প্রজননকারী উষ্ট্রী আল্লাহর রাস্তায় দান করা। -(তিরমিযী)

**আল্লাহর ভয়ে রোদনকারী দোযখে যাবে না**

হাদীস : ৩৫৩৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর (আযাবের) ভয়ে রোদনকারী জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত দোহনকৃত দুগ্ধ পালনে পুনরায় ঢুকে না যায়। (অর্থাৎ, দোহনকৃত দুগ্ধ পুনরায় পালানের মধ্যে ঢুকান যেমন অসম্ভব, আল্লাহর ভয়ে রোদনকারীর জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব।) আর আল্লাহর রাস্তায় লাগা ধূলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন এক বান্দার মধ্যে একত্র হতে পারে না। -(তিরমিযী। নাসাঈ অন্য এক রেওয়াজতে অতিরিক্ত বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় ধূলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের নাকের হিদ্দের মধ্যে কখনো একত্র হবে না। নাসাঈর অন্য আরেক রেওয়াজতে আছে, (এ-দুইটি জিনিস) কোন এক বান্দার অভ্যন্তরে কখনো একত্র হতে পারে না। অনুরূপভাবে কৃপণতা ও ঈমান কোন কোন বান্দার অন্তরের মধ্যে কখনো একত্র হতে পারে না।

**দুই প্রকারের চোখ আগুনে স্পর্শ করবে না**

হাদীস : ৩৫৩৯ ॥ হযরত ইবনে আকাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুই প্রকারের চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। এক প্রকারের চক্ষু, যা আল্লাহর আযাবের ভয়ে রোদন করেছে এবং আরেক প্রকারের চক্ষু, যা আল্লাহর রাস্তায় জাহ্নত থেকে পাহারা দিয়েছে। -(তিরমিযী)

**নিজ গৃহে অবস্থান করার চাইতে জিহাদে অনেক সওয়াব**

হাদীস : ৩৫৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) একজন সাহাবী কোন এক গিরিপথ অতিক্রমকালে একটি মিষ্ট পানির খণ্ড দেখতে পেলেন। উক্ত খণ্ডটি তাকে খুবই মুগ্ধ করে ফেলল এবং তিনি আনন্দে আপ্ত হয়ে বলে ফেললেন, কতই না চমৎকার হতো যদি আমি লোকালয় পরিত্যাগ করে এ গিরিপথের পার্শ্বে অবস্থান করতে পারতাম। অতপর এক সময় তার এ আকাঙ্ক্ষার কথাটি রাসূল (স)-এর কাছে আলোচনা করা হল। তখন তিনি বললেন, সাবধান! এরূপ (কামনা) করো না। কেননা, তোমাদের কারোও আল্লাহর পথে অবস্থিতি নিজ গ্রহে সন্তর বৎসর নফল নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। তোমরা কি এ কথাটি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দেন এবং পরিশেষে তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান। কাজেই তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কর। কেননা, যে ব্যক্তি সামান্য সময়ও আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। -(তিরমিযী)

**সবচেয়ে বেশি ফযিলত আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরায়**

হাদীস : ৩৫৪১ ॥ হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একদিন সীমান্তের প্রহরীরূপে অবস্থান করা অন্যান্য এবাদতের তুলনায় এক হাজার দিনের এবাদতের চেয়েও উত্তম। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

**হারাম জিনিস বর্জনকারীরা বেহেশতে যাবে**

হাদীস : ৩৫৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সামনে এমন তিন প্রকারের



লোকদেরকে উপস্থিত করা হবে, যারা সর্বপ্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের একদল শহীদ সম্প্রদায়। দ্বিতীয় দল হল, যারা হারাম জিনিস বর্জন করে চলে এবং যে কোন অবস্থায় কারো কাছে পাত পাতে না এবং তৃতীয় দল হল, সেই ভৃত্য বা চাকর, যে নিজের মা'বুদেই ইবাদ করে উত্তমরূপে এবং আপন মনিবের (মালিকের) সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত থাকে। -(তিরমিযী) ১৬৪১!+, \*

### দরিদ্র অবস্থান দান উত্তম

হাদীস : ৩৫৪৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুবাশী (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা। আবার জিজ্ঞেস করা হল, কোন প্রকারের দান-সদকা উত্তম? তিনি বললেন, নিজের দরিদ্রাবস্থা সত্ত্বেও অন্যকে দানে প্রয়াস পাওয়া। আবার জিজ্ঞেস করা হল, কোন প্রকারের হিজরত উত্তম? বললেন, আল্লাহ যে সমস্ত জিনিসে হারাম করেছেন সে সমস্ত বস্তুকে বর্জন করা। আবার জিজ্ঞেস করা হল, কোন ধরনের জেহাদ উত্তম? তিনি বললেন, জান ও মাল দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আবার জিজ্ঞেস করা হল, জেহাদে কী ধরনের মৃত্যুবরণ করা উত্তম? বললেন, ঐ ব্যক্তি যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং সাথে সাথে তার সওয়ারী ঘোড়ার পা-ও কেটে ফেলা। (অর্থাৎ সওয়ারীকেও হত্যা করা) হয়। -আবু দাউদ। আর নাসাঈর রেওয়াতে আছে, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন কাজ সবচেয়ে উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন : এমন ঈমান পোষণ করা যার মধ্যে সন্দেহের সামান্য পরিমাণও অবকাশ না থাকে। এমনভাবে জেহাদ করা, যার মধ্যে চুরি বা আত্মসাৎ কিছুই না থাকে এবং মকবুল হজ্জ। আবার জিজ্ঞেস করা হল, কোন প্রকারের নামায উত্তম? বললেন, লম্বা কুনুত। (অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা)। অবশিষ্ট বর্ণনা একই ধরনের। (অর্থাৎ, হাদীসের বাকি বিবরণ সাবেক হাদীসের মতই।)

### শহীদদের ছয়টি বিশেষ পুরস্কার আছে

হাদীস : ৩৫৪৪ ॥ হযরত মেকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কাছে শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। (এক) শরীরের রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরতেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার প্রাক্কালে বেহেশতের মধ্যে তার অবস্থানের জায়গাটি তাকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া হয় =। (দুই) কবরের আযাব হতে তাকে নিরাপদে রাখা হয়। (তিন) কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা হতে তাকে হেফাযতে রাখা হবে। (চার) তার মাথার উপর সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরান হবে। তার খচিত একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, সেই সমস্ত কিছু হতে উত্তম। (পাঁচ) তার বিবাহে বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট বাহানুর জন হুয় দেওয়া হবে এবং (ছয়) তার সন্তরজন নিকটতম আত্মীয়ের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

### আল্লাহর সাথে দেখা করার সময় জিহাদের চিহ্ন থাকতে হবে

হাদীস : ৩৫৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির শরীরে জেহাদের কোন প্রকারের চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে ত্রুটিযুক্ত দ্বীন নিয়েই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

৩৫৪৬ - ৭৮৭

### শহীদদের হত্যার ব্যথা যেমন পিপড়ের দংশন সমতুল্য

হাদীস : ৩৫৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শহীদ কতল বা হত্যার ব্যথা ততটুকুই অনুভব করে, যতটুকু তোমাদের কেউ পিপড়ার দংশনে ব্যথা অনুভব করে থাকে। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও দারেমী এবং তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

### আল্লাহর কাছে দুটি চিহ্ন সবচেয়ে মূল্যবান

হাদীস : ৩৫৪৭ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কাছে দুইটি ফোঁটা ও দুইটি চিহ্নের চাইতে অন্য কোন জিনিসই এত প্রিয়তম নেই। দুই ফোঁটার একটি হল, আল্লাহর আযাবের ভয়ে চক্ষু হতে অশ্রুর ফোঁটা। আর দ্বিতীয়টি হল, আল্লাহর পথে রক্ত প্রবাহের ফোঁটা। আর চিহ্ন দুইটির একটি হল আল্লাহর রাস্তার শরীরে আঘাত বা ক্ষতের চিহ্ন এবং দ্বিতীয় হল আল্লাহর ফরযসমূহ হতে কোন একটি ফরয আদায় করবার চিহ্ন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

### সাধারণ কাজে সামুদ্রিক অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৫৪৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা হজ্জ, ওমরা কিংবা জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ-এর উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে বের হয়ো না। কেননা, সমুদ্রের নিচে আগুন আছে এবং আগুনের নিচেও সমুদ্র আছে। -(আবু দাউদ) ৩৫৪৮ - ৭৮৮

### সমুদ্র ভ্রমণে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পায়

হাদীস : ৩৫৪৯ ॥ হযরত উম্মে হারাম (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সমুদ্রে সফরকারী যে ব্যক্তি মাথায় চক্কর আসিয়া বমিতে আক্রান্ত হয়, সে একজন শহীদের সওয়াব পাবে। আর যেই ব্যক্তি সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছে, সে দু'জন শহীদের সওয়াব পাবে। -(আবু দাউদ)

### আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মৃত্যুবরণকারী বেহেশতী

হাদীস : ৩৫৫০ ॥ হযরত আবু মালিক আশ্আরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে বের হয়, তারপর যদি সে মারা যায় কিংবা তাকে মেরে ফেলা হয় অথবা সে ঘোড়া কিংবা উটে পৃষ্ঠ হতে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে কিংবা কোন বিষাক্ত প্রাণী তাকে দংশন করে অথবা সে নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। মোটকথা, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার পর যে কোন অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করুক না কেন, সে শহীদ বলে পরিগণিত হবে এবং তার জন্য জান্নাত অবধারিত। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ-৭৫০

### জিহাদ থেকে ফিরে এলে সমান সওয়াব

হাদীস : ৩৫৫১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জেহাদ হতে ফিরে আসা জেহাদের ন্যায়ই। -(আবু দাউদ)

### মুজাহিদ গাজী পূর্ণ সওয়াব পাবে

হাদীস : ৩৫৫২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুজাহিদ-গাজী তাঁর জেহাদের পূর্ণ সওয়াব লাভ করবে আর জেহাদের জন্য মাল-সম্পদ দানকারী মাল প্রদান ও জেহাদ উভয়টির সওয়াব লাভ করবে।

-(আবু দাউদ)

### এমন সময় আসবে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হবে

হাদীস : ৩৫৫৩ ॥ হযরত আবু আইয়ুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, অচিরেই তোমাদের জন্য বড় বড় শহর বিজিত হবে এবং বিরাট সেনাদল গঠন করা হবে এবং তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক এই নির্দেশ থাকবে যে, তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে উক্ত সেনাদলে লোক প্রেরণ করতেই হবে। কিন্তু সে সময় এমন লোকও থাকবে, যে ব্যক্তি সে সেনাদলে যোগদান অপছন্দ করবে। সে তা হতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে নিজ কণ্ঠকে ত্যাগ করে চলে যাবে। অতপর এমন গোত্রকে খুঁজে বেড়াবে, যাদের সামনে নিজেকে পেশ করে বলবে, তোমাদের মধ্যে এমন কোন মালদার লোক আছে কি, আমি তার পক্ষ হতে জেহাদে অংশগ্রহণ করব? রাসূল (স) বলেন, সাবধান! এই লোক ভাড়াটে মজদুর। তার রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত সে মজদুরই থাকবে। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ-৫৯০

### মজুর হিসেবে জিহাদের খেদমত করা ব্যক্তি গণিমত পাবে না

হাদীস : ৩৫৫৪ ॥ হযরত ইয়া'লা ইবন উমাইয়া (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) লোকদেরকে জেহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য ঘোষণা করলেন। তখন আমি একদিকে ছিলাম প্রবীণ বৃদ্ধ, অপরদিকে আমার কোন খাদেমও ছিল না। সুতরাং আমি এমন একজন মজদুর খোঁজ করলাম, যে আমার খেদমতের জন্য যথেষ্ট হয়। অতপর আমি এমন এক ব্যক্তিকে পেয়ে গেলাম, যাকে আমি তিন দিনারের (স্বর্ণ মুদ্রার) বিনিময়ে ঠিক করে নিলাম। পরে যখন গণিমতের মাল এসে গেল, তখন আমি ইচ্ছা করলাম আমার খাদেমের জন্যও যুদ্ধলব্ধ মাল হতে এক ভাগ বের করে নেব। পরে আমি এ সম্পর্কে জানবার উদ্দেশ্যে রাসূল (স) কাছে গেলাম এবং তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেন, আমি এই যুদ্ধে ঐ লোকটির জন্য ইহকাল ও পরকালে নির্দিষ্ট ঐ তিনটি দিনার ব্যতীত অন্য কিছু পাচ্ছি না। -(আবু দাউদ)

### মাালের জন্য জেহাদকারীর কোন সওয়াব নেই

হাদীস : ৩৫৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! কোন এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদ করার সংকল্প রাখে এবং সঙ্গে দুনিয়ার মাল-দৌলত পাবারও লোভ রাখে। রাসূল (স) বলেন, তার জন্য কোন সওয়াব নেই। -(আবু দাউদ)

### আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদকারী ঘুমিয়ে থাকলেও সওয়াব পাবে

হাদীস : ৩৫৫৬ ॥ হযরত মুআয (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জেহাদ দুই প্রকারের। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষায় ইমামের আনুগত্যসহ নিজের জান ও মাল ব্যয় করে, সঙ্গীদের সাথে সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহার বজায় রাখে এবং ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা হতে দূরে থেকে জেহাদ করে, তার নিদ্রা ও জাগরণ সমস্ত কিছুতেই সওয়াব রয়েছে। আর এর বিপরীত, যে লোক বংশ, অহঙ্কার, নিজের বীরত্বের প্রকাশ ও সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে মিশকাত শরীফ-৭৩

জেহাদে অংশগ্রহণ করে, আর ইমামের (নেতার) আদেশ অমান্য করে এবং যমীনের মধ্যে ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তি ঐ জেহাদ হতে কোন বিনিময় (সওয়াব) নিয়েই প্রত্যাবর্তন করল না। অর্থাৎ, সে কোন সওয়াব পাবে না। -(মালিক, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

### আল্লাহর প্রতি ধৈর্যধারণ করে জিহাদ করতে হয়

হাদীস : ৩৫৫৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল (স)! আমাকে জেহাদ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! যদি তুমি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর কাছে হতে সওয়াব ও পুরস্কার পাওয়ার নিয়তে জেহাদ কর, আল্লাহ তোমাকে ধৈর্যধারণকারী ও সওয়াব অর্জনকারী হিসেবে উত্তীর্ণ করবেন। আর যদি তুমি লোকদের বীরত্ব দেখানো এবং গর্ব-অহঙ্কার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জেহাদ কর, তবে তোমাকে আল্লাহ সে লোক দেখানো ও অহঙ্কার প্রদর্শনের অবস্থায়ই উত্তীর্ণ করবেন। মোটকথা, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! তুমি যে কোন অবস্থায় লড়াই কর কিংবা নিহত হও, আল্লাহ ঐ অবস্থায়ই তোমাকে উত্তীর্ণ করবেন। -(আবু দাউদ)

৭৫৫-৭৫৮

### শাসক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) এর নির্দেশে শাসন করবে

হাদীস : ৩৫৫৮ ॥ হযরত ওকবা ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কি এই কাজ করতে অসমর্থ যে, যদি আমি কোন লোককে নিযুক্ত করে পাঠাই আর সে আমার নির্দেশ মোতাবেক (শাসনকার্য) পরিচালনা করে না, তখন তোমরা তাকে পদচ্যুত করে তদস্থলে এমন একজন লোককে নিয়োগ করবে, যে আমার নির্দেশ মোতাবেক কাজ পরিচালনা করে? -(আবু দাউদ। আর ফাযলার হাদীস, 'সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুজাহিদ যে তার নফসের সাথে জেহাদ করে' কিতাবুল ঈমানের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### যুদ্ধে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ালোর ফজিলত

হাদীস : ৩৫৫৯ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে এক যুদ্ধ অভিযানে বের হলাম। এই সময় আমাদের একজন লোক এমন এক গর্তের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করল যার মধ্যে স্বচ্ছ পানি ও কিছু সবুজ তাজা তরিতরকারী ছিল। উক্ত স্থানটিকে দেখে তার অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা জন্মায় যে, যদি আমি দুনিয়ার মোহ-মায়ার ত্যাগ করে এই স্থানে বসবাস করতে পারতাম, তাহলে কতই না উত্তম হত! সুতরাং সে রাসূল (স) কাছে এই ব্যাপারে অনুমতি চাইল। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আমাকে ইহুদী কিংবা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠান হয়নি; বরং 'ধীনে হানীফ' সরল ও সহজ ধীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠান হয়েছে। সে মহান সত্তার কসম করে বলেছি, যার হাতে মুহম্মদের প্রাণ! এক সকাল কিংবা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে নিয়োজিত রাখাটা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। আর তোমাদের কারোও যুদ্ধের ময়দানে কাতার বন্দী হওয়া ষাট বৎসরের নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। -(আহমদ)

#### জিহাদ করতে গিয়ে দুনিয়ার কিছু কামনা করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৫৬০ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে একখানা রশি পাওয়ার উদ্দেশ্য রেখেছে, এমন অবস্থায় সে সেটিই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। -(নাসাঈ)

#### আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে সওয়াব আর কিছুতে নেই

হাদীস : ৩৫৬১ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে (রব) প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে ধীন হিসেবে এবং মুহম্মদ (স)-কে রাসূল হিসেবে সম্বোধিত করে মেনে নেয়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। এই কথাগুলি শ্রবণ করে আবু সাঈদ (রা) অত্যধিক আনন্দিত হয়ে বলেছেন, ইয়া রাসূল্লাহ! উপরোক্ত কথাটি আমার সমুখে পুনরাবৃত্তি করুন; তখন রাসূল (স) পুনরায় তা বললেন। অতপর তিনি বললেন, এতদ্বিন্ন আরও একটি বস্তু আছে, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাকে জান্নাতের মধ্যে এক শত সোপান (সিঁড়ি) বুলন্দ করবেন এবং প্রত্যেক দুই সিঁড়ির মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। আবু সাঈদ জ্ঞানতে চাইলেন, ঐ বস্তুটি কি ইয়া রাসূল্লাহ! উত্তরে তিনি (তিনবার) বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।

-(মুসলিম)

#### বেহেশতের দ্বারসমূহ তলোয়ারের ছায়ার তলে

হাদীস : ৩৫৬২ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের দ্বারসমূহ তলোয়ারের ছায়াতলে রয়েছে। এ কথা শুনে এক জীর্ণশীর্ণ প্রকৃতির লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আবু মুসা! আপনি কি রাসূল (স)-কে উক্ত হাদীসটি বলতে শুনেছেন? আবু মুসা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। অতপর লোকটি তার সঙ্গীদের কাছে এসে বলল, আমি তোমাদেরকে

(চিরদিনের জন্য শেষ) সালাম জানাচ্ছি। এই কথা বলেই সে তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেলল এবং তলোয়ার নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হল। তলোয়ার দিয়ে অনেক শত্রু নিধন করল, অবশেষে নিজেও শহীদ হয়ে গেল।—(মুসলিম)

### শহীদগণ বেহেশতে সবুজ পাখীর আকারে থাকবে

হাদীস : ৩৫৬৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) তাঁর সাহাবী (সঙ্গী)-দেরকে বললেন, যখন তোমাদের ভাইয়েরা ওহদের দিন শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন আল্লাহ তায়ালা তাদের রুহ বা আত্মাসমূহকে এক একটি সবুজ রংয়ের পাখীর দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এখন সেই সমস্ত পাখীরা বেহেশতের নহরসমূহে বিচরণ করে, তারা বেহেশতের ফল-ফলাদি ভক্ষণ করে এবং স্বর্ণের ফানুসে, যা আরশের নীচে ঝুলন্ত রয়েছে তাতে অবস্থান করে। অতপর সে সমস্ত শহীদগণ যখন খানা-পিনা এবং বিশ্রাম দ্বারা আনন্দ ও পরিতৃপ্তি উপভোগ করে, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলে উঠে, এমন কে আছে! যে আমাদের দুনিয়ার ভাইদেরকে আমাদের পক্ষ হতে এই সংবাদ পৌঁছে দেবে যে, আমরা বেহেশতের মধ্যে জীবিত। যেন তারাও বেহেশত লাভ করতে অবহেলা না করে এবং জিহাদের সময় অলসতা ও অনীহা প্রকাশ না করে। শহীদদের এই আকাজকা দেখে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমিই তোমাদের তরফ হতে তোমাদের হাল-অবস্থার সংবাদ তোমাদের দুনিয়ার ভাইদের কাছে পৌঁছে দেব। সুতরাং এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন—“এবং যারা আল্লাহর রাস্তার শহীদ হয়েছে তোমরা তাদেরবে মৃত ধারণা করিও না; বরং তারা জীবিত।” আয়াতের শেষ পর্যন্ত—(আবু দাউদ)

### মুমিন লোক তিন ভাবে বিভক্ত

হাদীস : ৩৫৬৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দুনিয়াতে মুমিন লোকেরা তিন প্রকারে বিভক্ত। এক প্রকারের মুমিন তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। অতপর উহাতে সামান্য পরিমাণও সন্দেহ পোষণ করে না এবং জ্ঞান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। (এরা হল সবচেয়ে উত্তম মুমিন)। দ্বিতীয় প্রকারের মুমিন হল তারা, যাদের হাত হতে অন্যান্য মুসলমানের জ্ঞান ও মাল সার্বিকভাবে নিরাপদ ও হেফাজতে থাকে। আর তৃতীয় প্রকারের মুমিন হল সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে দুনিয়ার লোভ ও মোহ উদিত হলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা বর্জন করে।—(আহমদ) ১৫২০-৭২২

### কোন মানুষ একবার মারা গেলে আর দুনিয়ায় আসতে চায় না

হাদীস : ৩৫৬৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আমীরাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যু দান করার পর সে আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে আসতে ইচ্ছা করবে না, যদিও তাকে দুনিয়া ও এর যাবতীয় সামগ্রী প্রদান করা হয়, একমাত্র শহীদ ছাড়া। ইবনে আবু আমীরাহ বলেন রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় আমি শাহাদাত বরণ করি, এটা আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয়, যে, সমস্ত গ্রাম ও নগরবাসী আমার অধীনস্থ হয়ে যাক।—(নাসাঈ)

### নাবালেগ সন্তান জান্নাতে যাবে

হাদীস : ৩৫৬৬ ॥ হযরত হাসানা বিনতে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমার চাচা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কোন লোক বেহেশতে যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, নবী জান্নাতে যাবেন, শহীদ জান্নাতে যাবেন, নাবালেগ শিশু এবং সেই সমস্ত শিশু যাদেরকে তাদের মাতাপিতা জীবন্ত কবর দিয়েছে। এরা সকলেই বেহেশতে যাবে।—(আবু দাউদ)

### জিহাদের জন্য আর্থিক সাহায্যও উপকার বয়ে আনবে

হাদীস : ৩৫৬৭ ॥ হযরত আলী, আবুদারদা, আবু হুরায়রা, আবু উমামা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত, তাঁরা সকলেই বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে খরচের জন্য আর্থিক সাহায্য পাঠাল; কিন্তু নিজে বাড়িতে রয়ে গেল, সে ব্যক্তি তার প্রেরিত সাহায্যের প্রত্যেক দেহহামের বিনিময়ে সাত শত দেহহামের সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদে অংশ গ্রহণ করে এবং উহাতে মালও ব্যয় করে, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দেহহামের বিনিময়ে সাত লাখ দেহহামের সওয়াব পাবে। অতপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন—অর্থঃ “আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন, অধিক পরিমাণে প্রতিদান দেন।”—(ইবনে মাজাহ) ১৫২০-৭২৬ \* জামানী হবু নও অপরিচিতি রাষ্ট্র রয়েছে।

### শহীদ চার প্রকার হয়ে থাকে

হাদীস : ৩৫৬৮ ॥ হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়দ বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনিছি, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শহীদ চার প্রকারের হয়। ১. এমন ব্যক্তি যে পরিপূর্ণ ঈমানদার, সে শত্রুর মোকাবেলায়

সামান্য পরিমাণও সন্দেহ পোষণ করে না এবং জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। (এরা হল সবচেয়ে উত্তম মুমিন)। দ্বিতীয় প্রকারের মুমিন হল তারা, যাদের হাত হতে অন্যান্য মুসলমানের জান ও মাল সার্বিকভাবে নিরাপদ ও হেফাযতে থাকে। আর তৃতীয় প্রকারের মুমিন হল সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে দুনিয়ার লোভ ও মোহ উদ্ভিত হলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা বর্জন করে।—(আহমদ)

হাদীস : ৩৫৬৭ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আমীরাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যু দান করার পর সে আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে আসতে ইচ্ছা করবে না, যদিও তাকে দুনিয়া ও এর যাবতীয় সামগ্রী প্রদান করা হয়, একমাত্র শহীদ ছাড়া। ইবনে আবু আমীরাহ বলেন রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় আমি শাহাদাত বরণ করি, এটা আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয়, যে, সমস্ত গ্রাম ও নগরবাসী আমার অধীনস্থ হয়ে যাক।—(নাসাঈ)

### নাবালেগ সন্তান জন্মাতে যাবে

হাদীস : ৩৫৬৮ ॥ হযরত হাসানা বিনতে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমার চাচা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কোন্ লোক বেহেশতে যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, নবী জন্মাতে যাবেন, শহীদ জন্মাতে যাবেন, নাবালেগ শিশু এবং সেই সমস্ত শিশু যাদেরকে তাদের মাতাপিতা জীবন্ত কবর দিয়েছে। এরা সকলেই বেহেশতে যাবে।—(আবু দাউদ)

### জিহাদের জন্য আর্থিক সাহায্য ও উপকার বয়ে আনবে

হাদীস : ৩৫৬৯ ॥ হযরত আলী, আবুদ্বার্দা, আবু হুরায়রা, আবু উমামা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত, তাঁরা সকলেই বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে খরচের জন্য আর্থিক সাহায্য পাঠাল; কিন্তু নিজে বাড়িতে রয়ে গেল, সে ব্যক্তি তার প্রেরিত সাহায্যের প্রত্যেক দেবহামের বিনিময়ে সাত শত দেবহামের সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদে অংশ গ্রহণ করে এবং উহাতে মাল ও ব্যয় করে, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দেবহামের বিনিময়ে সাত লাখ দেবহামের সওয়াব পাবে। অতপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন—অর্থঃ “আর আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন, অধিক পরিমাণে প্রতিদান দেন।”—(ইবনে মাজাহ)

### শহীদ চার প্রকার হয়ে থাকে

হাদীস : ৩৫৭০ ॥ হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়দ বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনিছি, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শহীদ চার প্রকারের হয়। (১) এমন ব্যক্তি যে পরিপূর্ণ ঈমানদার, সে শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধেরত হয়ে আল্লাহর প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছে, শেষ নাগাদ নিজে শহীদ হয়ে গেছে। এই ব্যক্তি এমন এক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে, যার দিকে কিয়ামতের দিন লোকেরা এভাবে চোখ তুলে তাকাবে। এবং এই কথা বলে তাঁর মাথা এত উপরের দিকে ওঠালেন যে, মাথা হতে টুপিটি নীচে পড়ে গেল। অধঃস্তন বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, বর্ণনাকারী ফাযালা-এর মাথা হতে টুপিটি নীচে পড়ে গিয়েছিল না কি রাসূল (স)-এর মাথা হতে টুপিটি পড়ে গিয়েছিল? (২) এই ব্যক্তি, যে পাক্কা ঈমানদার বটে; কিন্তু শত্রুর সম্মুখীন হয় এমন অবস্থায় যে, ভীকৃতার দরুন সে ধারণা করতে থাকে, যেন তার শরীরের কন্টক বৃক্ষের কাঁটা বিধছে। এমন সময় হঠাৎ একটি তীর এসে তাকে ঘায়েল করল, অমনিই সে শহীদ হয়ে গেল। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর শহীদ। (৩) এমন মুমিন যে ভালো মন্দ উভয় প্রকারের কাজে লিপ্ত ছিল, পরে জিহাদে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর প্রতিজ্ঞাকে সত্যে পরিণত করল, অবশেষে নিজেই শহীদ হয়ে গেল। এই ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ। (৪) এমন ব্যক্তি যে, মুমিন বটে, তবে সে নিজের উপর সীমাহীন অনাচার করেছে। অতপর জিহাদে শরীক হয়ে আল্লাহর ওয়াদাকে সত্যে প্রমাণিত করেছে, শেষ নাগাদ সে শহীদ হয়ে গেছে। এই লোক চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ।

اذكروا موتاكم بالخير

—(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।)



গ্রন্থটি সম্পর্কে তথ্য

১. পুরো বইটি নেয়া হয়েছে সোলেমানিয়া বুক হাউস পাবলিকেশন্স থেকে।
২. আরবী ইবারত নেই শুধুমাত্র বাংলা বিদ্যমান
৩. অনবাদ ও টীকা অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৪. হাদীসগুলো তাহক্বীক শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) রচিত তাহক্বীক মিশকাত থেকে নেয়া হয়েছে।
৫. মুযাফফর বিন মুহসিন রচিত মিশকাতে যইফ ও জাল হাদীস এর ১ম ও ২য় খন্ড থেকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী কলম দিয়ে লেখা হয়েছে
৬. বিস্তারিত তাহক্বীক এর জন্য তাহক্বীক মিশকাত পড়ার অনুরোধ রইলো
৭. হাদীসের পরিচ্ছেদ গুলোর নামকরণ অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৮. কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাদীস মিসিং রয়েছে সেগুলো পরবর্তীতে সাজিয়ে সংযোজন করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ
৯. বইটি পছন্দ হলে বাজার থেকে অবশ্যই কিনবেন | বইটির দাম বেশী না| কোন প্রকাশক বা লেখকের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।
১০. যে কোন প্রকার পরামর্শ, সমালোচনা ও মন্তব্যের জন্য আমাদের ফেসবুকে পেজ এ লিখুন অথবা মেইল করুন এই ঠিকানা |

Mail : [pureislam4u@gmail.com](mailto:pureislam4u@gmail.com)

Facebook Page: [www.facebook.com/WaytoJannahCom](http://www.facebook.com/WaytoJannahCom)

